পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 183 Thursday, 4 June, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১৮৩ সংখ্যা ✱ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ৪ জুন ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

সরকারি অফিসে চালু হচ্ছে ফেস রিকগনিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ৩ জুনঃ নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতাই রাজ্যের কাছে শেষ কথা। সরকারি কর্মীদের অফিসে যাওয়া-আসা নিয়ে এ বার কড়াকড়ি রাজ্য সরকারের। একটু ম্যানেজ করে আগে চলে যাওয়াও আর হচ্ছে না। কড়া অবস্থান নিল নতুন রাজ্য সরকার। এ নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। সকলকেই সময় ধরে অফিসে আসতে হবে, সময় না মানলে অ্যাবসেন্ট করে দেওয়া হবে। ছুটি কাটা হবে। সব দপ্তরকেই হাজিরা দিতে হবে বায়োমেট্রিকে। এ রকম একাধিক বিষয় স্পষ্ট করে বিজ্ঞপ্তি জারি করল নবান্ন। সেখানে থাকা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এই নির্দেশিকা বলবৎ হচ্ছে ১৫ জুন থেকে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে ধাপে ধাপে বাকি সমস্ত সরকারি অফিসে এই নিয়ম চালু হবে। প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা এবং উপস্থিতির নথির ডিজিটাল সংরক্ষণ করা লক্ষ্য। মঙ্গলবারই

দেরি করলে বা আগে চলে গেলে কাটা যাবে ছুটি

রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছিলেন, "প্রতিটা মানুষকে কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকতে হবে। সময় মতো আসতে হবে এবং যেতেও হবে। প্রত্যেক সরকারি অফিসে বায়োমেট্রিক থাকবে।" বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে- ১. পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুলস (পার্ট-I)-এর রুল ২৯এ অনুযায়ী, থাকার জায়গার সমস্যা বা অন্য কারণে

সদর দপ্তর থেকে ৮ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসের বাধ্যবাধকতা থেকে যে ছাড় বর্তমানে কর্মচারীদের দেওয়া হয়েছে, তা বহাল থাকবে। ২. নবান্নে কর্মরত সমস্ত কর্মীর (বিভাগীয় প্রধান ছাড়া) অফিসে ইন-আউট টাইমিং ফেস রিকগনিশন ডিভাইসের মাধ্যমেই নিশ্চিত করতে হবে। ৩. সকাল ১০টা ১৫ থেকে সকাল ১১টার মধ্যে উপস্থিতি নথিভুক্ত হলে তা 'লেট' (দেরিতে উপস্থিতি) হিসেবে গণ্য হবে। ৪. সকাল ১১টার পরে উপস্থিতি নথিভুক্ত হলে তা 'অনুপস্থিত' হিসেবে বিবেচিত হবে। ৫. বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটের আগে অফিস থেকে বেরোলে তা 'আর্লি ডিপারচার' (নির্ধারিত সময়ের পূর্বে অফিস ছাড়া) হিসেবে গণ্য হবে। ৬. একই দিনে দেরিতে উপস্থিতি এবং অফিস থেকে আগে বেরোনো- কোনও কর্মী দুই-ই করলে সংশ্লিষ্ট ওই কর্মীকে সে দিন 'অফিসে অনুপস্থিত' হিসেবে গণ্য করা হবে এবং তাঁর এক দিনের ক্যাজুয়াল লিভ কেটে নেওয়া হবে। ৭. অফিস থেকে বেরোনোর সময়ে যদি বায়োমেট্রিকে আউট পাঞ্চ না করেন, তা অ্যাবসেন্ট হিসেবে বিবেচিত হবে। ৮. কোনও মাসে তিন দিন দেরিতে অফিসে ঢুকলে বা আগে বেরিয়ে গেলে এক দিনের ক্যাজুয়াল লিভ বা সিসিএল কাটা হবে। ৯. পশ্চিমবঙ্গ সার্ভিস রুলস (পার্ট-I)-এর রুল ১৫ অনুযায়ী, অফিস সময়ের পরেও প্রয়োজন ও জরুরি পরিস্থিতি হলে তাঁকে অফিসের কাজ করতে হবে। ১০. অফিশিয়াল মিটিং বা অফিসের কোনও কাজের জন্য কোনও কর্মী বা আধিকারিকের দেরিতে অফিসে আসা বা আগে বেরোনোর দরকার হলে, দপ্তরের প্রধান উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যাতে তা যথাযথ ভাবে অনুমোদিত হয়।

অন্নপূর্ণা যোজনায় টাকা পেলেন ২৮ লক্ষেরও বেশি!

একাধিক সিদ্ধান্ত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ৩ জুনঃ রাজ্য সরকারের অন্যতম স্বপ্নের প্রকল্প 'অন্নপূর্ণা যোজনা' নিয়ে বড় ঘোষণা করল নবান্ন। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর জানা গেল, আজ, বুধবার রাজ্যের মোট ২৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৬৯ জন উপভোক্তার অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রতীকীভাবে পাঁচ জন মহিলার হাতে অনুমোদনপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ঘোষণা করা হয়, আগামী তিন মাস ধরে নথিভুক্তকরণ চলবে এবং প্রতি সাত দিন অন্তর নতুন করে কত জনের আবেদন যাচাই হয়েছে, সেই তথ্য প্রকাশ করবে সরকার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাত্র কয়েক দিনের যাচাই প্রক্রিয়ার পর এত সংখ্যক আবেদনকারীকে প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, যাঁরা উপযুক্ত, তাঁরা সকলেই পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির সুবিধা পাবেন। একই সঙ্গে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে জেলাভিত্তিক উপভোক্তাদের একটি বিস্তারিত তালিকা। রাজ্যের এই বিপুল পরিমাণ উপভোক্তার তালিকায় জেলাভিত্তিক পারফরম্যান্সে বড় চমক লক্ষ্য করা গিয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা প্রাপকদের নিরিখে গোটা রাজ্যের মধ্যে একেবারে শীর্ষে রয়েছে নদিয়া জেলা। এই জেলায় উপভোক্তার সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৫৫ জন। নদিয়ার ঠিক পরেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা। অন্যদিকে, তালিকার একেবারে নিচে স্থান পেয়েছে পাহাড়ের জেলা কালিম্পং। সেখানে সুবিধা প্রাপকের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। মেট্রো শহর কলকাতাও এই তালিকায় বেশ পিছনের সারিতেই রয়েছে। নবান্ন সূত্রে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী, কোন জেলায় কতজন উপভোক্তা আজ অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেলেন নদিয়া জেলায় ২৫,৯৯,৫৫ জন মুর্শিদাবাদে ২,১৯,৩৭৩ জন, পশ্চিম মেদিনীপুরে ২,১৭,৮৫৬

জন, উত্তর ২৪ পরগনায় ২,০৫,০০১ জন, পূর্ব মেদিনীপুরে ২,০৩,১৮৪ জন, পূর্ব বর্ধমানে ১,৯৩,০৯৫ জন। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পেয়েছে ১,৭৯,০৬৯ জন, হুগলিতে ১,৫৬,৪০০ জন, বাঁকুড়ায় ১,৫৫,৪৬৯ জন এবং মালদহে ১,৩৭,২৭৩ জন। এর পাশাপাশি, পুরুলিয়ায় পেয়েছেন ১,৩৬,৭৬৬ জন, কোচবিহারে ১,০৪,৫৬৮ জন, হাওড়ায় ৯১,৪৫৭ জন, জলপাইগুড়িতে ৮৬,২৬৫ জন, বীরভূমে ৮২,০৯৫ জন এবং উত্তর দিনাজপুরে ৬৯,৩২৯ জন। নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, ঝাড়গ্রামে ৫৬,১০৭ জন, পশ্চিম বর্ধমানে ৫৫,২৪২ জন, আলিপুরদুয়ারে ৫১,৪৫১ জন, দক্ষিণ দিনাজপুরে ৪৯,৩২৭ জন, দার্জিলিং-এ ৪১,০৩১ জন, কলকাতায় ২৩,৮০৭ জন এবং কালিম্পং জেলায় ৯,৬৭৫ জন এই প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। অন্নপূর্ণা যোজনের ১২ পাতার ফর্ম প্রকাশ হওয়ার পরই বিতর্ক শুরু হয়। কেন এমন ফর্ম হল, কীসের জন্য এতকিছু তথ্য দিতে হবে- এইসব প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে আগেই বিস্তারিত জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার নবান্ন থেকে আরও একবার সেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথমে মনে হয়েছিল কোনও ফর্ম লাগবে না। কিন্তু যাচাই পর্বে দেখা যায়, এসআইআরের পর যাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেছে, তারাও পূর্ববর্তী সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছিলেন। হাজার হাজার ভুয়ো অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছিল। তাই ফর্ম আনতে হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল পরিষ্কার করে বলেন, ১২ পাতার ফর্ম ফিল-আপ না করতে পারলে যে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না, তা নয়। কারণ আগামী দিনে সরকার এরকম আরও প্রকল্প নিয়ে আসছে, সেই জন্য এই তথ্য দরকার। তাঁর সংযোজন, এই ফর্ম আনার আরও একটি কারণ - যাঁরা অবৈধ ভাবে এ দেশে ঢুকেছেন তাঁরা এই অন্নপূর্ণা যোজনা পাবেন না। ভারতীয় নাগরিকত্ব যাঁদের নেই তাঁরা পাবেন না। অন্নপূর্ণা যোজনা ছাড়াও আজ নবান্নে ক্যাবিনেট বৈঠকে একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। জানানো হয়েছে, মা ক্যান্টিন এখন থেকে মা আহার কেন্দ্র বলে পরিচিত হবে। সেই সঙ্গে এর সংখ্যা আরও বাড়ানো হল বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার। মা আহারে মিলবে ২ দিন মাছ, ২ দিন ডিম, বাকি দিন নিরামিষ। সেইসঙ্গে আপ্তসহায়কদের বেতন বাড়িয়ে ১৮ হাজার থেকে ২৫ হাজার টাকা করা হল। এর পাশাপাশি ম্যানহোলে নেমে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ আরও বাড়াল রাজ্য সরকার। এছাড়াও রাজ্য সরকার রাজ্যের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২০ জুনকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বছরভর কর্মসূচির মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, এতদিন ১ বৈশাখকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হলেও বর্তমান সরকার ২০ জুনকেই রাজ্য দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। সরকারের দাবি, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। সেই দিনটিকেই সরকারি মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। চলতি বছর থেকেই সমস্ত সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক স্তরে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালিত হবে। অন্যদিকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বছরভর কর্মসূচির মাধ্যমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। এ জন্য একটি বিশেষ উদযাপন কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা থাকবেন। সরকার জানিয়েছে, আগামী ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদের জন্মতিথিতে তাঁর নতুন মূর্তি স্থাপনের জন্য ভূমিপুজো করা হবে। পাশাপাশি রাজ্যজুড়ে আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

এবার তৃণমূল কংগ্রেস নয়, গঠিত হল 'নব তৃণমূল ব্লক'

বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুনঃ পুরো তছনছ তৃণমূল। ভোটের রেজাল্ট বেরনোর দু'মাসও কাটেনি তার আগেই ছাড়খার হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেস। হয়ে গেল দু'টুকরো। একটি আদি তৃণমূল, অন্যটি হল 'নব তৃণমূল ব্লক'। নতুন এই তৃণমূলের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপ-দলনেতা হলেন শিউলি সাহা ও জাভেদ খান, সন্দীপন সাহাও। বুধবার ৫৮ জন বিধায়কের সই নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশ করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা কে হবেন সেই সই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ধরে চওড়া

ফাটল। ইতিমধ্যেই সেই সই জালিয়াতি কাণ্ডে তদন্তে নেমেছে সিআইডি। তৃণমূলেরই দুই বিধায়ক (সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়) সই জালিয়াতির বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানেন। তারপর দল এই দুজনকে বহিষ্কার করে। এরপর কালীঘাটের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে ঋতব্রতর নেতৃত্বে ৫৮ জন নব তৃণমূলের ব্লকের বিধায়ক বিরোধী দলনেতা হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসাবে মেনে নেন। এদিন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে মিটিং করেন। এরপর তাঁদের সই করা চিঠি জমা পড়ে অধ্যক্ষের কাছে। তবে এখানে উল্লেখ্য, এই সকল বিধায়করা কিন্তু নতুন কোনও দল গঠন করেননি। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিজেদের সর্বময় নেত্রী মানছেন। তবে, তাঁরাই প্রকৃত তৃণমূল ব্লক। আর এই ব্লককেই সংখ্যার বিচারে স্বীকৃতি দিচ্ছে বিধানসভা। কারণ, এখন আদি তৃণমূল বিধায়কের সংখ্যা ২২ ও নব তৃণমূল ব্লকের বিধায়ক সংখ্যা ৫৮। তৃণমূলের ৫৮ জনের দলকেই বিরোধী দলের মর্যাদা দিল রাজ্য বিধানসভা! বুধবার নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিলেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বোস। বিধানসভার সচিব সৌমেন্দ্র নাথ দাস ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতার ঘরের চাবি তুলে দেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "কারা কী জন্য কী করেছেন। তাঁরা চিঠি দিয়েছেন, আইনি পথে যা হবে তারা খতিয়ে দেখবেন। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি নিয়ে প্রচার করেছেন, তৃণমূলের প্রতীকে জিতেছেন। এখন এরা নেত্রীকে উপেক্ষা করে অন্য কোনও প্ররোচনায় অন্য কোনও স্বার্থে কিছু করতে যান তাহলে সাধারণ তৃণমূল কর্মীরা ও মানুষ দেখবেন। এমন চোরা গোপ্তা কাজ করার কিছু ছিল না।"

দিল্লির হোটেলে ভয়াবহ আগুন, নিহত অন্তত ২১ জন!

প্রাণ বাঁচাতে উপর থেকে ঝাঁপ দুই মহিলার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ বুধবার সকালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী থাকল দেশের রাজধানী। দক্ষিণ দিল্লির মালব্য নগর এলাকার একটি হোটেলে আচমকাই আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দমকল এবং স্থানীয় সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দমকলের তৎপরতায় বড় উদ্ধারকার্য চালানো হলেও মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ দমকলের কাছে আগুন লাগার খবর পৌঁছায়। তড়িঘড়ি ১০টিরও বেশি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি করে ঘরগুলি থেকে বেরনোর চেষ্টা করেন হোটেলের আবাসিকরা। উদ্ধারকাজের সময় দেখা যায়, আগুন ও কালোধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচতে হোটেলের উপরের তলা থেকে মরিয়া হয়ে নিচে ঝাঁপ দিচ্ছেন দুই মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের

উদ্ধার করা হয়। দমকলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হোটেলের বেসমেন্ট থেকেও তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় বহু মানুষ গুরুতর জখম হয়েছেন। তাঁদের দ্রুত সাকেতের ম্যাক্স হাসপাতাল এবং এইমস ট্রমা সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে হোটেলের যে ছবি সামনে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে বহুতলটির সামনের অংশ পুরো ভস্মীভূত হয়ে গেছে এবং জানলা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে রয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডের পরই হোটেলের আইনি বৈধতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, দিল্লি সরকারের কাছ থেকে 'বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট' স্কিমের অধীনে মাত্র ৬টি ঘর চালানোর অনুমতি পায় হোটেলটি। কিন্তু নিয়মের তোয়াক্কা না করে বেসমেন্ট সহ মোট ২৫টি ঘর চালানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। কীভাবে এত বড় গাফিলতি প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমাজমাধ্যমে নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, 'দিল্লির মালব্য নগরে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।' একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন তিনি। আগুন লাগার কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ ও দমকল বাহিনী।

ভেঙে তছনছ তৃণমূল! পদ হারালেন অভিষেক, অবলুপ্ত সব নেতার সব সাংগঠনিক পদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ জুনঃ ভোট শেষের এক মাসের মাথাতেই ভেঙে তছনছ হয়ে গেল তৃণমূল। সব সাংগঠনিক পদের অবলুপ্তি। দল ভাগ হতেই এবার সব কমিটি ভেঙে দিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল। পদ হারালেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই। আর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও রইলেন না। আপাতত সাধারণভাবে তৃণমূলের সদস্য পদ ছাড়া তার আর অন্য কোনও পদ রইল না। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের অল ইন্ডিয়া চেয়ারপার্সন। তিনি তাঁর পদে থাকলেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ, সাধারণভাবে নির্বাচন কমিশনের দেশের যে নিয়ম রয়েছে তাতে নির্দিষ্ট গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সব দলকেই যেতে হয়। হয় অভ্যন্তরীণ নির্বাচন। সেই অভ্যন্তরীণ ভোটের মাধ্যমেই বা নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র মেনে কাউকে সম্পাদক বা সভাপতি বা চেয়ারম্যানের মতো সর্বোচ্চ পদের জন্য নির্বাচন করেন দলের সদস্যরা। আর একাংশ বলছে, যেভাবে ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সমস্ত কমিটি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে তাতে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়েরও পদ অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা। তাঁকে দলীয় সাংগঠনিক নির্বাচন থেকে নতুন করে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। যদিও এখন তৃণমূল কী করবে তা ধোঁয়াশা রয়েছে। ফলে মমতা ছাড়া আর কারও কোনও পদের যে অস্তিত্ব রইল না তা বলাই বাহুল্য। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ঝন্টু বরাইক বলছেন, তৃণমূলের মতো ডানপন্থী দল ক্ষমতার হাত বদল হলে আনুগত্যের মুখ পরিবর্তন করে ফেলে। এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের যতগুলি গণসংগঠন ছিল সেখানেও সব পদের অবলুপ্তি হয়ে গেল। সোজা কথায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, ট্রেড ইউনিয়ন, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, মহিলা কংগ্রেসের মতো ফ্রন্টার অর্গানাইজেশনগুলিতেও সব পদ একইসঙ্গে অবলুপ্ত হয়ে গেল। রাজ্যস্তর থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত যে সমস্ত সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট যাঁরা যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলের পদই অবলুপ্ত হয়ে গেল।

মিলবে অতিরিক্ত ৬ হাজার টাকা

এসআইআর-এর কাজে যুক্ত বিএলও-সুপারভাইজারদের জন্য ঘোষণা কমিশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ রাজ্যের এসআইআর-এর কাজে যুক্ত কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। বিএলও এবং সুপারভাইজারদের এককালীন ৬ হাজার টাকা করে সম্মানিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের জারি করা একটি নির্দেশিকায় এই তথ্য জানানো হয়েছে। কমিশনের ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর আওতায় যে বিপুল পরিমাণ কাজ করতে হচ্ছে, তার গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কাজে মাঠপর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁদের অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং দায়িত্বের স্বীকৃতি হিসেবে এই আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে। নির্বাচন কমিশনের এই চিঠি দেশের একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, পুদুচেরি, লক্ষদ্বীপ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং চণ্ডীগড়। চিঠিতে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচিতে যুক্ত প্রত্যেক বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজার এই এককালীন ৬ হাজার টাকার সাম্মানিক পাবেন। এই অর্থ তাঁদের নিয়মিত পারিশ্রমিক বা বার্ষিক ভাতার অতিরিক্ত হিসেবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, যে বেতন বা নির্ধারিত ভাতা তাঁরা আগে থেকেই পেয়ে থাকেন, তার বাইরে এই বিশেষ সাম্মানিক প্রদান করা হবে।

ভারতের উপর নতুন শুল্কের খাঁড়া! মার্কিন প্রস্তাবে সতর্ক কেন্দ্র বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ে পুনরায় আলোচনা?

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩ জুনঃ বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ও শুল্কনীতি নিয়ে নতুন করে টানাপড়েনের আবহে ফের ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব দিল আমেরিকা। মার্কিন বাণিজ্য দফতর ভারত-সহ মোট ৬০টি দেশের পণ্যের উপর ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব সামনে আনতেই কূটনৈতিক ও বাণিজ্য মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও নয়াদিল্লি স্পষ্ট জানিয়েছে, বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত নয় এবং দুই দেশের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা চলছে। মার্কিন প্রশাসন তাদের আইনের ৩০১ ধারার আওতায় এই প্রস্তাব এনেছে। আমেরিকার দাবি, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি হওয়া পণ্যের আমদানি রুখতেই এই পদক্ষেপের কথা ভাবা হচ্ছে। সেই কারণেই যেসব দেশ এই ধরনের পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়নি বা প্রয়োজনীয় আইন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই তালিকায় ভারতের পাশাপাশি রয়েছে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একাধিক দেশ। হোয়াইট হাউসের বক্তব্য, যেসব দেশ

জোরপূর্বক শ্রম-ভিত্তিক আমদানির উপর সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে, তাদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ হতে পারে। আর যেসব দেশে এমন কোনও কার্যকর নিষেধাজ্ঞা নেই, তাদের ক্ষেত্রে ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তবে ভারত সরকার এই বিষয়ে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, আমেরিকার সঙ্গে এ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে যে বৃহত্তর বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথাবার্তা এগোচ্ছে, সেটিও আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঘোষিত যৌথ বিবৃতির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্র। ভারতের দাবি, এখনও পর্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বরং বিষয়টি জনমত গ্রহণ, পর্যালোচনা এবং দুই দেশের আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। কেন্দ্র আরও জানিয়েছে, ধারা ২৩২-এর আওতায় আগে থেকেই থাকা কিছু পণ্যের পাশাপাশি কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যকে নতুন শুল্ক প্রস্তাবের বাইরে রাখার কথাও বিবেচনা করা হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহে আমেরিকার এই প্রস্তাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে আপাতত ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য আলোচনার ফলাফলের দিকেই নজর রয়েছে। কারণ, আলোচনার টেবিলে সমাধান বের হলে প্রস্তাবিত এই অতিরিক্ত শুল্ক কার্যকর নাও হতে পারে।

লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ জুন ঃ লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধা ও প্রনাম নিবেদন করেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সমাজ মাধ্যম ফেসবুক পেজে তিনি লিখেছেন, লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। উল্লেখ্য, লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন ১৮ ও ১৯ শতকের একজন হিন্দু সিদ্ধপুরুষ। হিন্দু ধর্মানুসারীদের কাছে লোকনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পূজনীয়। তিনি দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁওয়ের বারদী আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার বারদীতে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু তীর্থভূমি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ড. লক্ষ্মীনন্দন বরার মৃত্যুবার্ষিকীতে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

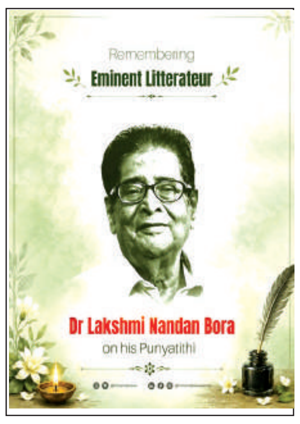

গুয়াহাটি, ৩ জুন ঃ প্রখ্যাত অসমীয়া সাহিত্যিক ড. লক্ষ্মীনন্দন বরার মৃত্যুবার্ষিকীতে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ড. বরাকে অসমীয়া সাহিত্যজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে অভিহিত করে তাঁর অসামান্য সাহিত্যিক অবদানের কথা স্মরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড. লক্ষ্মীনঃদন বরা তাঁর গবেষণালব্ধ সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে অসমীয়া সাহিত্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। 'ভাওনা' গল্প দিয়ে শুরু হওয়া তাঁর সাহিত্যযাত্রা অসংখ্য মূল্যবান সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। পাঠকদের মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে সৃষ্টিগুলি।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ড. বরা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে সমাজের সংগ্রাম, মানবজীবন, মূল্যবোধ এবং সময়ের পরিবর্তিত স্পন্দনকে শক্তিশালীভাবে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম, চিন্তাধারা এবং আদর্শ ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য চিরকাল প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা আরও বলেন, সরস্বতী সম্মানপ্রাপ্ত ড. লক্ষ্মীনন্দন বরার সমৃদ্ধ সাহিত্যিক উত্তরাধিকার আগামী প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে যাবে। তিনি মহান সাহিত্যিকের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।

সীতাপুরে প্রাক্তন সাংসদকে হত্যার চেষ্টা, গ্রেফতার অভিযুক্ত

সীতাপুর, ৩ জুন ঃ উত্তর প্রদেশের সীতাপুরে তম্বৌর এলাকায় অনগ্রসর শ্রেণী কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন সাংসদ রাজেশ বর্মাকে হত্যার এক বড়সড় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করল পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত অভিযুক্তকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম শাদাব। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে পুলিশ ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করেছে একটি দেশি পিস্তল, কার্তুজ এবং একটি ছুরি।এদিন এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার রাতে শাদাব নামে এক যুবক অস্ত্র-সহ প্রাক্তন সাংসদ রাজেশ বর্মার বাড়ির সামনে উপস্থিত হয় । পুরোনো জমি সংক্রান্ত শত্রুতার জেরে সে প্রাক্তন সাংসদকে হত্যা করার উদ্দেশে এসেছিল। পুলিশ তাকে প্রথমে ধরে ফেললেও, কোনওভাবে সে পালাতে সক্ষম হয়। এরপর পুলিশ গোটা এলাকায় তল্লাশি শুরু করে। জ্ঞানেন্দ্র ইটের ভাটার কাছে তাকে ঘিরে ফেলা হয়

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বুধবার শেয়ার বাজারে ধসের ধাক্কা, খুলতেই লাল চিহ্নে সেনসেক্স-নিফটি, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা ও তেলের দামের চাপেই উদ্বেগে বিনিয়োগকারীরা

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুনঃ সপ্তাহের মাঝপথে ফের বড়সড় ধাক্কা খেল দেশের শেয়ার বাজার। বুধবার সকালে বাজার খুলতেই পতনের ছায়া নেমে আসে সেনসেক্স ও নিফটি দুই সূচকেই। দিনের শুরু থেকেই বিক্রির চাপ বাড়তে থাকে, যার জেরে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।বেলা সা।ড়ে১১টা নাগাদ সেনসেক্স আগের দিনের তুলনায় প্রায় ৯০৩ পয়েন্ট পড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৩,৭৪৬-এর আশপাশে। একই সময়ে নিফটিতেও পতনের ছবি স্পষ্ট হয়। প্রায় ২৫৫ পয়েন্ট কমে নিফটি অবস্থান নেয় ২৩,২২৮-এর কাছাকাছি। বাজারের এই আচমকা পতনে স্বাভাবিকভাবেই অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বিনিয়োগ মহলে।বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের পেছনে একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কারণ একসঙ্গে কাজ করছে। বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে মাথাচাড়া দেওয়া ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বিশ্ববাজারে অস্থিরতা তৈরি করেছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের শেয়ার বাজারেও। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল পিছু ১০০ ডলারের দিকে এগোতে থাকায় চাপ বেড়েছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও, যা বাজার মনোভাবকে আরও দুর্বল করেছে।এর পাশাপাশি বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের (FII) ধারাবাহিক শেয়ার বিক্রিও বাজারের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, বিদেশি লগ্নিকারীরা যখন একসঙ্গে বিক্রির পথে হাঁটে, তখন স্বল্পমেয়াদে বাজারে পতন প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে।এই পরিস্থিতিতে দিনের বাকি সময় বাজার কোন দিকে যাবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। একদিকে যেমন পতনের ধারা আরও গভীর হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তেমনই অন্যদিকে কম দামে শেয়ার কেনার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু বিনিয়োগকারী বাজারে ফের প্রবেশ করলে সূচক কিছুটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে বলেও মত বিশেষজ্ঞদের একাংশের।ফলে দিন শেষে বাজার কতটা ক্ষতি সামলে উঠতে পারবে, নাকি আরও নীচের দিকে নামবে-সেই দিকেই এখন নজর সব মহলের।

বৃহস্পতিতে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, থাকছেন ঋতব্রত-সহ হাওড়ার সব তৃণমূল বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ জুনঃ বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক বৈঠক। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়ার উন্নয়ন-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠকের কথা। সেই বৈঠকে হাওড়ার সব তৃণমূল বিধায়ক যোগ দেবেন।জোর গলায় বুধবার এই দাবি করেছেন তৃণমূলের সদ্য বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ২টোয় নবান্নে ওই বৈঠক রয়েছে।উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত জোরালোভাবে সাংবাদিকদের জানান, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন হাওড়ার তৃণমূলের সব বিধায়ক।তাহলে কি দলের নির্দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করছেন হাও।র এই বিধায়করা? তাঁরা কি ঋতব্রতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন? সেই প্রশ্নও উঠেছে।

তৃণমূলের সব কমিটি, শাখা সংগঠন ভেঙে দিলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ জুনঃ বিধানসভা নির্বাচনের এক মাসের মধ্যেই ভেঙে চুরমার তৃণমূল। বিদ্রোহী বিধায়কদের কাছে জোর ধাক্কা খেয়ে সব কমিটি ভেঙে দিল তারা। ভেঙে দেওয়া হল দলের তৃণমূল, যুব তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, মহিলা কমিটিও।জানানো হয়েছে, কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করা হবে। তৃণমূলের তরফেসামাজিক মাধ্যমে সেই নিয়ে পোস্ট করা হয়েছে। নতুন তৃণমূল গঠনের প্রক্রিয়া হিসেবেই বিষয়টিকে দেখছেন বিশ্লেষকরা।বুধবার তৃণমূলের তরফে এক্স বার্তায় সব কমিটি ভেঙে দেওয়ার কথা জানানো হয়।লেখা হয়, 'সব দিক বিবেচনা করে, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সব কমিটি এবং শাখা সংগঠন ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই মুহূর্ত থেকে সেগুলি অবলুপ্ত বলে ধরা হবে। দলের প্রতিটি স্তরে আত্মবিশ্লেষণ, কর্মপদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখা হবে, কাজের মূল্যায়ন হবে। সেই মতো নতুন করে মূল দল এবং শাখা সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করবে দল এবং সেই মতো ঘোষণা হবে যথা সময়ে। দল সংগঠনকে শক্তিশালী করতে, নতুন উদ্যোগে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ভবিষ্যতের সব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ'।

বর্ষার আগে পূজালির লকগেট ও নিকাশি ব্যবস্থা পরিদর্শনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল

পূজালি, ৩ জুনঃ আসন্ন বর্ষা মরসুমে জলাবদ্ধতা রোধ এবং নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পূজালি এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ পরিদর্শন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মঙ্গলবার তিনি পূজালি সুইলিস গেট এবং চরিয়াল সুইলিস গেট পরিদর্শন করে এলাকার বর্তমান জলনিকাশি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।পরিদর্শনের সময় মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকে নিকাশি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেন। তিনি সুইলিস গেটগুলির কার্যকারিতা, খাল ও নালার অবস্থা এবং বর্ষাকালে দ্রুত জল নিষ্কাশনের সক্ষমতা নিয়ে পর্যালোচনা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যার বিষয়েও তিনি খোঁজখবর নেন।পরিদর্শন শেষে সেচ দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠকে অংশ নেন মন্ত্রী। বৈঠকে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল ও নালার নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এবং বর্ষাকালে সম্ভাব্য জল জমার সমস্যা মোকাবিলায় করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।মন্ত্রী জানান, বর্ষার সময় সাধারণ মানুষ যাতে জলাবদ্ধতার কারণে দুর্ভোগের শিকার না হন, সেই লক্ষ্যেই আগাম প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই পরিদর্শন করা হয়েছে। তিনি সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন এবং নিকাশি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন। প্রশাসনের এই উদ্যোগে এলাকাবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া মিলেছে।

ফুটবল বিশ্বকাপে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে রোবট কুকুর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুনঃ ফিফা মঙ্গলবার ২০২৬ বিশ্বকাপকে আরও নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর করতে অত্যাধুনিক রোবট কুকুর মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছে। টুর্নামেন্টের প্রধান ব্রডকাস্ট সেন্টারের নিরাপত্তা জোরদারে ব্যবহার করা হবে এই স্বয়ংক্রিয় রোবোটিক ইউনিটগুলো।ফিফার জানিয়েছে, রোবট কুকুরগুলো ২৪ ঘণ্টা বিশ্বকাপে নজরদারি পরিচালনা করবে। রোবট গুলিতে উন্নত সেন্সর, ক্যামেরা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তারা সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে পারবে এবং নিরাপত্তা কর্মীদের তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা পাঠাতে পারবে।ফিফা জানিয়েছে, রোবট কুকুরগুলো নির্দিষ্ট রুটে পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতেও পর্যবেক্ষণ চালাবে। এছাড়া রোবট গুলো রিয়েল-টাইম ভিডিও ও তথ্য সরবরাহ করবে, যা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করে তোলা যাবে।২০২৬ বিশ্বকাপে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নিয়েছে ফিফা।

সিবিএসই-র নয়া চেয়ারম্যান লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারাম, সেক্রেটারি পদে বরুণ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুন ঃ সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসি)-এর অন-স্ক্রিন মার্কিং বিতর্কের মধ্যেই বড় প্রশাসনিক রদবদল করল কেন্দ্র সরকার। বুধবার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে লোখান্ডে প্রশান্ত সীতারামকে। একই সঙ্গে বোর্ডের নতুন সেক্রেটারি হয়েছেন বরুণ ভরদ্বাজ।এই পরিবর্তন এমন সময়ে হলো, যখন সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং ব্যবস্থা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে। ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, উত্তরপত্রের স্ক্যান কপি, নম্বর যাচাই এবং পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় একাধিক গরমিল ও প্রযুক্তিগত ত্রুটি দেখা দিয়েছে। বহু পরীক্ষার্থী দাবি করেছে,

নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে রাজস্থানে ফের আবহাওয়ার নাটকীয় বদল, পাঁচ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি, শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা

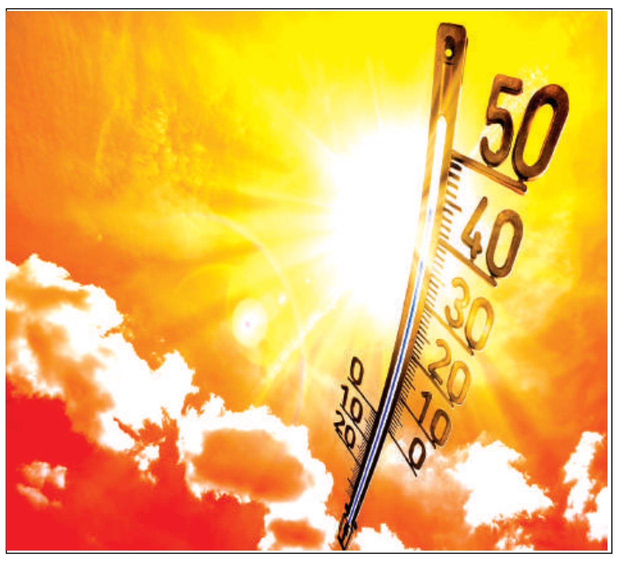

জয়পুর(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুনঃ রাজস্থানের আকাশে আবারও বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট। দীর্ঘ গরমের পর যখন রাজ্যের মানুষ কিছুটা স্বস্তির অপেক্ষায় ছিলেন, ঠিক সেই সময়ই সক্রিয় হতে চলেছে নতুন একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বুধবার থেকেই এই আবহাওয়াগত সিস্টেমের প্রভাবে রাজ্যের একাধিক জেলায় শুরু হবে ঝড়-বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়ার দাপট। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্তত পাঁচটি জেলায় কমলা সতর্কতা এবং আরও পাঁচটি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রাজস্থানের আকাশে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করবে, যার ফলে কোথাও প্রবল ঝড়, কোথাও আবার মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত দেখা যেতে পারে। বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব রাজস্থানের কিছু অংশে পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয় থাকতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও উ।িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, যা কৃষি ও জনজীবনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, এই নতুন আবহাওয়াগত পরিবর্তনের ফলে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দমকা হাওয়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে খোলা জায়গায় থাকা, গাছের নিচে আশ্রয় নেওয়া কিংবা দুর্বল কাঠামোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব অন্তত ৬ জুন পর্যন্ত রাজ্যের আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে বলে অনুমান করছেন আবহাওয়াবিদরা। যদিও এর ইতিবাচক দিকও রয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলা তীব্র তাপপ্রবাহের পর এই ঝঞ্ঝার কারণে রাজ্যের তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে সাময়িক স্বস্তি এনে দিতে পারে।গত ২৪ ঘণ্টায় রাজস্থানের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল থাকলেও তাপমাত্রার মাত্রা বেশ কিছু জায়গায় এখনও উচ্চ ছিল। পশ্চিম রাজস্থানের বিকানের, শ্রীগঙ্গানগর, ফলৌদি এবং জয়সলমের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। যদিও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির নিচে নেমে এসেছে, তবুও গরমের অনুভূতি থেকে পুরোপুরি মুক্তি মেলেনি।জয়পুর আবহাওয়া কেন্দ্রের অধিকর্তা রাধেশ্যাম শর্মা জানিয়েছেন, বুধবার থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হতে শুরু করবে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বিকানের, জয়পুর, যোধপুর, ভরতপুর, আজমের, উদয়পুর এবং কোটা বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। আগামী দুই দিনে রাজ্যের বেশ কিছু অংশে প্রবল ঝড়ের সঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা জনজীবনে প্রভাব ফেলতে পারে।তিনি আরও জানান, এই সময়কালে বজ্রপাতের ঘটনাও বা।তে পারে, তাই মানুষকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে যারা কাজ করছেন, তাদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত সাবধানতা নেওয়া প্রয়োজন, কারণ শিলাবৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।গত কয়েকদিন ধরে রাজস্থানের আবহাওয়ায় যে ওঠানামা দেখা যাচ্ছে, তা এই মৌসুমি পরিবর্তনেরই প্রাথমিক ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোথাও হঠাৎ বৃষ্টি, কোথাও আবার ধুলোঝড়-এই ধরনের পরিস্থিতি রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করা গেছে।আলওয়ার জেলায় মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, যা স্থানীয় মানুষের কাছে কিছুটা স্বস্তির খবর ছিল। অন্যদিকে জালোর জেলার একাধিক গ্রামে ঝড়-বৃষ্টির ফলে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়ে এবং কিছু এলাকায় ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। জয়সলমেরে মঙ্গলবার রাতে আচমকা ধুলোঝড় দেখা যায়, যার ফলে দৃশ্যমানতা কমে যায় এবং যান চলাচলেও প্রভাব পড়ে।এই সমস্ত ঘটনাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে রাজস্থানের আবহাওয়া এখন এক অস্থির পর্যায়ে রয়েছে। একদিকে তীব্র গরমের দাপট, অন্যদিকে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা-এই দুইয়ের টানাপোড়েনে রাজ্যের আবহাওয়া পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সক্রিয় পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে আগামী কয়েকদিন রাজ্যে তাপপ্রবাহের তীব্রতা কিছুটা কমবে। তবে সেই জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের ঝুঁকি বা।বে। ফলে সাধারণ মানুষকে গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি মিললেও আবহাওয়ার নতুন রূপে সতর্কতা বজায় রাখতেই হবে।সব মিলিয়ে, রাজস্থানের আকাশে এখন পরিবর্তনের বার্তা স্পষ্ট। গরমের চাপে নাজেহাল মানুষ যেমন স্বস্তির অপেক্ষায় ছিলেন, তেমনই প্রকৃতির এই নতুন রূপ আবারও সতর্কতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী কয়েকদিন রাজ্যের আবহাওয়া থাকবে ওঠানামার মধ্যেই, এমনটাই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ জুন ঃ লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার সামাজিক মাধ্যমের পাতায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, - যুগাবতার শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবসে বাবার চরণে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। উল্লেখ্য, লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন ১৮ ও ১৯ শতকের একজন হিন্দু সিদ্ধপুরুষ। তিনি বাবা লোকনাথ, লোকনাথ বাবা, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা শুধু লোকনাথ নামেও পরিচিত। হিন্দু ধর্মানুসারীদের কাছে লোকনাথ ব্রহ্মচারী অত্যন্ত পূজনীয়। তিনি দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনার গাঁওয়ের বারদী আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ উপজেলার বারদীতে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু তীর্থভূমি।

সাইক্লিং সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী জীবনধারার পরিচায়কঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুন ঃ বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এক বিশেষ বার্তা দিয়েছেন। বুধবার ভার্চুয়ালি এক বার্তায় তিনি দেশের যুব সমাজকে সাইকেল চালানোকে গ্রহণ করতে ও একটি সুস্থ, স্বাস্থ্যকর ও সবুজতর দেশ গড়ার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেন, আমি আপনাদের সকলকে বিশ্ব সাইকেল দিবসের শুভেচ্ছা জানাই। আমি দেশের তরুণদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন করতে চাই, সাইকেল চালানোকে আপনাদের জীবনের অংশ করে নিন। সাইকেল চালানো কেবল একটি ব্যায়াম অথবা শখ নয়, বরং এটি একটি সুস্থ ও স্বাবলম্বী জীবনধারার পরিচায়ক। এটি আমাদের সুস্থ রাখে, শরীরে শক্তি জোগায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়।

আদিবাসী সমাজ সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৩ জুন ঃ নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে বুধবার আদিবাসী বিষয়ক মন্ত্রক আয়োজিত সুসংহত আদিবাসী উন্নয়ন সংস্থাগুলি শক্তিশালী করা ও সমন্বিত আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলির বিষয়ে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এই সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। চলতি 'জনজাতীয়' গরিমা উৎসব-২০২৬'-এর অন্যতম অংশ হিসেবে এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে।রাষ্ট্রপতি এদিন বলেন, দেশজুড়ে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজ সাংস্কৃতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও আদিবাসী সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক। তিনি বলেন, উন্নয়নকে অবশ্যই শেষ গৃহ এবং শেষ গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু উদ্বেগ প্রকাশ করেন, এখনও আদিবাসীদের এমন কিছু অংশ রয়েছে যারা সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবগত নন।রাষ্ট্রপতি সকল সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে আদিবাসী কল্যাণের প্রতিটি দিকের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানান, যার মধ্যে রয়েছে যুবকদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ চাকরি এবং প্রতিটি আদিবাসী শিশুর জন্য বিদ্যালয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আদিবাসী যুবকদের ক্রীড়া কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রতিভাবান এবং তাদের সম্ভাবনাকে চিহ্নিত ও বিকশিত করার দায়িত্ব সকলের।রাষ্ট্রপতি মুর্মু বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর সেন্টার ফর ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্থাপিত ট্রেনিং ফ্যাব-এরও উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু দেশের বিভিন্ন অংশে একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে স্থাপিত ৭৫টি স্পেস ল্যাব-এরও উদ্বোধন করবেন।

নিউটাউনে বহুতলের ১৬ তলা থেকে পড়ে ব্যবসায়ীর রহস্যমৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৩ জুন ঃ বহুতল আবাসনের ১৬ তলা থেকে নীচে পড়ে এক ব্যবসায়ীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে নিউটাউনে আকাঙ্ক্ষা মোড়ের কাছে একটি আবাসনে । মৃতের নাম দীপক হিরাবাত (৫৬)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবাসন জুড়ে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইকো পার্ক থানার পুলিশ।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ব্যবসায়ী ওই বহুতলের বাসিন্দা ছিলেন। মঙ্গলবার রাতে আচমকাই আবাসনের নীচে একটি বিকট শব্দ শুনতে পান নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য আবাসিকরা। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীকে নীচে পড়ে থাকতে দেখে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ইকোপার্ক থানায় খবর দেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত দেহটি উদ্ধার করে।

হাওড়ায় 'চালক দিবস' পালন পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের, চালকদের সম্মান জানিয়ে ফুল, মিষ্টি ও মানপত্র প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়ায় ঃহাওড়ার 'চালক দিবস' পালন পরিবহণ শ্রমিক সংগঠনের, চালকদের সম্মান জানিয়ে ফুল, মিষ্টি ও মানপত্র প্রদান। পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ চালকদের সম্মান জানাতে সোমবার হাওড়ার দাশনগরে ড্রাইভার ডে পালন করে বামপন্থী পরিবহণ শ্রমিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে চালকদের ফুল, মিষ্টি ও মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। সংগঠনের সদস্যদের বক্তব্য, সমাজ ও অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে চালকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন পণ্য পরিবহণ থেকে শুরু করে যাত্রী পরিষেবা, জরুরি পরিষেবা সহ একাধিক ক্ষেত্রে চালকদের নিরলস পরিশ্রমের উপরেই নির্ভর করে দেশের পরিবহণ ব্যবস্থা। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, একদিনের জন্য যদি সমস্ত চালক কাজ বন্ধ করে দেন তাহলে গোটা সমাজব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ হয়ে যাবে। অথচ তাঁদের শ্রম ও অবদানের তুলনায় যে সম্মান প্রাপ্য তা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা পান না। তাঁদের অভিযোগ, সমাজে এখনও অনেক সময় চালকদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হয়না। নানা ক্ষেত্রে তাঁদের অবহেলা ও অসম্মানজনক আচরণের শিকার হতে হয়। সেই কারণেই চালকদের সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাকে সামনে আনা হয়। এবছর চালকদের সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। ঐদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বহু চালক এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তাঁদের বক্তব্য, কর্মব্যস্ত জীবনে খুব কম সময়ই তাঁদের কাজের জন্য প্রকাশ্যে সম্মান জানানো হয়। তাই এই ধরনের অনুষ্ঠান তাঁদের অনুপ্রাণিত করবে। এদিন হাওড়া-আমতা রোড সংলগ্ন দাশনগর এলাকায় আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে সংগঠনের তরফ থেকে দাবি করা হয়, ভবিষ্যতেও পরিবহণ শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াই অব্যাহত থাকবে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক পজিটিভ এনার্জি নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন, যা আপনাকে সম্পর্কগুলোকে আরও শক্তিশালী করবে। শুভদিন হবে।

বৃষঃ সৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে। আজকের দিনটি বাকি দিনগুলির চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আরও ভাল প্রমাণিত হবে এবং আপনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করবেন। আপনার মাধুর্যতা এবং ব্যক্তিত্ব আপনাকে কিছু নতুন বন্ধু তৈরি করতে সাহায্য করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুনঃআজকের দিনটা আপনার জন্য যোগাযোগ আর সম্পর্ক গড়ার দিন। আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সংযোগ করার ভাল সুযোগ পাবেন। আপনার ভাবনা খোলামেলা প্রকাশ করুন, কারণ আজ আপনার কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ। ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে একটু ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন, কারণ তাড়াহুড়ো করলে লাভের কোনও গ্যারান্টি থাকবে না।। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ খুশিতে ভরা ভালো দিন। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে।

সিংহঃআজকের দিনটা আপনার জন্য অনেক উৎসাহ আর সন্তুষ্টি নিয়ে আসবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর পজিটিভিটি দেখে সবাই ইমপ্রেস হবে। আজ আপনি যা করবেন, তাতে সফলতা আসবে, আর আপনার আইডিয়াগুলোও সঠিক প্রমাণিত হবে। আজ শুভ দিন

কন্যাঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন-যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে।

তুলাঃআজকের দিনটা মিশ্র প্রভাব নিয়ে আসতে পারে। আপনি সামাজিক কাজে অংশ নিতে আগ্রহী থাকবেন, আর আপনার চারপাশের পরিবেশও আপনাকে সাপোর্ট করবে। বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন।

বৃশ্চিকঃ আপনি অবসর যাপনের আনন্দ উপভোগ করবেন। বিদেশী দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীদের আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সাবধানতার সাথে চিন্তা করুন। ।

ধনুঃ আজকের দিনটা এনার্জি আর উসাহে ভরপুর থাকবে। আপনি নতুন আইডিয়া আর প্ল্যানের জন্য অনুপ্রেরণা পাবেন। সংসারে শান্তি।

মকরঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। শুভদিন

কুম্ভঃ আজকের দিনটা খুবই ইতিবাচক আর এনার্জিতে ভরা। আজ আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সফল হবেন। প্রেম আসবে

মীনঃধ্যান এবং আত্ম-উপলব্ধি লাভজনক প্রমাণিত হবে। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আগে থেকেই দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সংবাদ খুশির মুহূর্ত আনবে। আজ ইভটিজিংকে মেনে নেবেন না।

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টা তাপমাত্রা খুব একটা না বাড়লেও দক্ষিণবঙ্গে ভ্যাপসা এবং অস্বস্তিকর গরম থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। তবে তার পর থেকে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার থেকে উত্তর এবং দক্ষিণ দুই বঙ্গেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়াতে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা সপ্তাহান্তে কিছুটা হলেও নামতে পারে। অস্বস্তি এবং ভ্যাপসা গরম থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে। উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৬ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৪মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৫মিনিটে হতে পারে।

গড়িয়ায় আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর, ৩ জুন ঃ আবার বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। নরেন্দ্রপুর থানার গড়িয়ার আদর্শনগর এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতদের নাম পিন্টু বাগ ও লক্ষণ সিং ওরফে গোপাল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'জনেই এলাকায় দুষ্কৃতী হিসেবে পরিচিত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে তল্লাশি অভিযান চালায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযানে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃত পিন্টু বাগ একটি পুরনো খুনের মামলার সঙ্গেও যুক্ত ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদেরকে বুধবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদেরকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে তাদের কাছে পৌঁছেছে এবং অতীতে কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় তা ব্যবহার করা হয়েছে কি না, সেই বিষয় গুলি জানার চেষ্টা করছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

আটক তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্যে তোলপাড় এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৩ জুন ঃ রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি, কাটমানি ও আর্থিক অনিয়ম নিয়ে যখন রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে, ঠিক তখনই নদিয়ার নবদ্বীপে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। মহিশুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালীনগর কপালীপাড়ার ২১৯ নম্বর বুথ এলাকার তৃণমূল নেতা তথা বুথ সভাপতি জয়প্রকাশ গাঙ্গুলীকে কাঠমানি ও তোলা আদায়ের অভিযোগে আটক করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে কোমরে দড়ি বেঁধে এলাকা থেকে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাজুড়ে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়া, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অনুমোদন এবং নানা প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠছিল জয়প্রকাশ গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীদের একাংশের দাবি, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে হলে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দিতে হতো, আর সেই অভিযোগ ক্রমশই জনমনে ক্ষোভের জন্ম দিচ্ছিল। বুধবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ নবদ্বীপ থানার পুলিশ হঠাৎ করেই এলাকায় পৌঁছে অভিযান চালায়। এরপর জয়প্রকাশ গাঙ্গুলীকে আটক করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, অভিযুক্তকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়, যা মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন বহু মানুষ। রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে বহু বাসিন্দা 'চোর-চোর' স্লোগান দিতে থাকেন বলেও অভিযোগ। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দাদের একাংশের মতে, বহুদিন ধরে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠলেও এতদিন দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ দেখা যায়নি। ফলে পুলিশের এই অভিযানে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের স্বস্তির বার্তা পৌঁছেছে। যদিও অন্য একটি অংশের দাবি, অভিযোগের সত্যতা আদালত বা তদন্তেই প্রমাণিত হবে, তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউকে দোষী বলা উচিত নয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির ভিত্তিতে প্রাথমিক তদন্ত শুরু হয়েছে। বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন, সরকারি প্রকল্প সংক্রান্ত নথি এবং অভিযোগকারীদের বক্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে জয়প্রকাশ গাঙ্গুলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। ঘটনার পর থেকেই নবদ্বীপের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং পঞ্চায়েত স্তরের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তদন্ত এবং পুলিশি পদক্ষেপের ঘটনা সামনে এসেছে। সেই তালিকায় এবার নবদ্বীপের এই ঘটনাও যুক্ত হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা।

মা ক্যান্টিনের নাম পরিবর্তন ও সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সরকারের

সাধারন মানুষের সহায়তায় রাজ্য সরকার মা ক্যান্টিন এর নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে আজ নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন এখন থেকে মা আহার নামের এই ক্যান্টিনে দৈনিক পাঁচ টাকায় সপ্তাহে দুই দিন করে মাছ ও ডিম এবং বাকি দিনগুলিতে নিরামিষ সুষম আহার দেওয়া হবে। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে থাকা মা আহার ক্যান্টিনের সংখ্যা ৩৩০ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০০ করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

'আলোচনা চলছে', দলবদলের ইঙ্গিত দিয়ে আইপ্যাক নিয়ে বিস্ফোরক অরূপ রায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩ জুন ঃ তিনিও বেসুরোদের দল। মঙ্গলবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। তবে কি দলবদল করছেন মধ্য হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ রায়? এদিন তা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন তিনি। একইসঙ্গে নিশানা করলেন তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্যাককে। বিধানসভা ভোটে বিপর্যয়ের জন্য আইপ্যাককে দায়ী করলেন। এদিন কলকাতার ওয়াই চ্যানেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনায় দেখা যায়নি অরূপ রায়কে। মধ্য হাওড়ার বিধায়ক বললেন, 'ডাক পাইনি। তাছাড়া আমি নিজেই যাইনি।' তাহলে কি দলবদলের ভাবনা রয়েছে? প্রশ্ন শুনেই মধ্য হাওড়ার বিধায়ক বললেন, 'আলোচনা চলছে অনেকের সঙ্গে। এই ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেইনি।' তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, সব ধরনের দরজা খুলে রেখেছেন। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ ৫০ জন বিধায়কের মধ্য তিনিও রয়েছেন কি না, তা অবশ্য খোলসা করলেন না। আইপ্যাককে নিশানা অরূপের-তৃণমূলের নির্বাচনী বিপর্যয়ের জন্য সরাসরি আইপ্যাককে দায়ী করেন অরূপ রায়। তাঁর মতে, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল চলতে পারে না। আইপ্যাককে প্যাকপ্যাক বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'এর আগেও আমাদের অনেকবার নির্বাচনে পরাজয় হয়েছে। কখনও ৩০টা আবার কখনও ৪০টা আসন পেয়েছি। এরপর লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছি। তখন কিন্তু আইপ্যাক ছিল না। আমরা মিটিং, মিছিল এবং দলের পর্যালোচনা করতাম। পরে আইপ্যাকের অনুমতি ছাড়া মিটিং মিছিল কিছুই করা যেত না। এটা দলের প্রচণ্ড ক্ষতি করেছে। নির্বাচনে গণনার দিন যা ঘটল, তাতে কর্মীরা ঝাঁপাল না। আর এখন দলের ব্লক সভাপতি থেকে বিধায়ক পর্যন্ত সকলকে কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ ঘোরাচ্ছে। অথচ দল তাদের পাশে নেই। এরকম ভয়ংকর পরিস্থিতি আগে দেখা যায়নি।'

আদালতের রায়ে ৯ বছর পর কৃষ্ণনগরে দলীয় কার্যালয় পুনর্দখল করল কংগ্রেস

দুরন্তবার্তা, ছোটন বিশ্বাস, নদীয়া, ৩ জুন ঃ প্রায় নয় বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক ও আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে নিজেদের হারানো দলীয় কার্যালয় পুনরুদ্ধার করল কংগ্রেস। নদীয়া জেলা আদালতের রায়ের ভিত্তিতে কৃষ্ণনগর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় পুনরায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় জেলা নেতৃত্ব। আদালতের ডিক্রির কপি হাতে নিয়ে শতাধিক কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে কার্যালয়ে প্রবেশ করেন কংগ্রেস নেতারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, ২০১৭ সালে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এবং ক্ষমতার জোরে এই কার্যালয়টি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। থানায় অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে আবেদন; সব পথ ব্যর্থ হওয়ার পর আদালতের দ্বারস্থ হয় দল। এদিন কার্যালয় পুনরুদ্ধারের পর সংবাদমাধ্যমের সামনে আদালতের ডিক্রি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র তুলে ধরে কংগ্রেস নেতৃত্ব জানায়, ২০১৪ সালে কৃষ্ণনগর পৌরসভার কাছে দলীয় কার্যালয় নির্মাণের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। সেই আবেদন অনুমোদিত হওয়ার পর কংগ্রেসকে ৯৯ বছরের জন্য জমি লিজ দেওয়া হয়। এরপর সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের অর্থসাহায্যে গড়ে ওঠে এই কার্যালয় ভবন। কংগ্রেস নেতাদের বক্তব্য, এই কার্যালয় শুধু একটি রাজনৈতিক অফিস নয়, জেলার কংগ্রেস সংগঠনের আবেগ ও ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। কার্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রদেশ কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্র এবং তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান উদয় মিত্র-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই স্মৃতিবাহী ফলক এখনও ভবনের দেওয়ালে অক্ষত রয়েছে। জেলা কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতা অভিযোগ করে বলেন, ত২০১৭ সালে আমাদের অফিস জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের কাছে বহুবার গিয়েও কোনও সহযোগিতা পাইনি। শেষ পর্যন্ত আদালতের উপরই ভরসা রাখতে হয়েছে। আইনের পথেই আমরা আমাদের অধিকার ফিরে পেয়েছি।দ জানা গিয়েছে, কৃষ্ণনগর মুন্সেফ আদালতে দায়ের হওয়া মামলার দীর্ঘ শুনানি শেষে ২০২৩ সালে কংগ্রেসের পক্ষে রায় দেয় আদালত। পাশাপাশি অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের নির্দেশও জারি করা হয়। কিন্তু আদালতের রায় কার্যকর করতে আরও কয়েক বছর সময় লেগে যায়। কংগ্রেসের দাবি, প্রশাসনিক জটিলতা ও রাজনৈতিক বাধার কারণেই এই বিলম্ব হয়েছে। অবশেষে বুধবার আদালতের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার পর শান্তিপূর্ণভাবে কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে কংগ্রেস। কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে কার্যালয় চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। বহু কর্মীর চোখেমুখে ধরা পড়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের আনন্দ। কংগ্রেস নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই কার্যালয় থেকেই আগামী দিনে নদীয়া জেলার সমস্ত সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। জনসংযোগ বৃদ্ধি, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং আগামী রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে এই কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রথম কর্মসূচি হিসেবে একটি বৃহৎ রক্তদান শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে প্রদেশ নেতৃত্বের পাশাপাশি দিল্লির শীর্ষ কংগ্রেস নেতারাও উপস্থিত থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। দীর্ঘ নয় বছরের অপেক্ষার পর আদালতের রায়ে দলীয় কার্যালয় ফিরে পাওয়ার ঘটনাকে কংগ্রেস নেতৃত্ব 'ন্যায়ের জয়' হিসেবে তুলে ধরলেও, রাজনৈতিক মহলের মতে এই ঘটনা নদীয়ার রাজনীতিতে নতুন করে শক্তির সমীকরণ ও সাংগঠনিক লড়াইয়ের ইঙ্গিত বহন করছে।

'৭ দিনের মধ্যে জানাতে হবে', অভিষেকের সম্পত্তি নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ কলকাতা গত কয়েকদিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তাঁর বাড়িতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ তুলে একাধিক নোটিস দেওয়া হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের তরফে। সেই ইস্যুতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল সাংসদের পরিবার। এবার সেই বাড়ি নিয়েই বিশেষ নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কী নির্দেশ হাইকোর্টের? অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ির কোথায় কোথায় বিচ্যুতি? সম্পত্তির কোন অংশ নিয়ে আপত্তি? কতটা অংশ জুড়ে সমস্যা রয়েছে? এই বিষয়ে কলকাতা পুরনিগমকে তথ্য জানানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৭ দিনের মধ্যে জানাতে হবে সেই তথ্য। বিচারপতি স্মিতা দাস দে এমনই নির্দেশ দিলেন বুধবার। জবাব দিতে হবে সম্পত্তির মালিকদেরও বাড়ির অবৈধ অংশ কতটা, তা জেনে আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে তার জবাব দেবে সম্পত্তির মালিকেরা। ৪ সপ্তাহ পর ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে হাইকোর্টে। এর মধ্যে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অন্যান্য পদক্ষেপ চালিয়ে যেতে পারবে কলকাতা পুরনিগম। পর্যবেক্ষণে এ কথা জানিয়েছেন বিচারপতি স্মিতা দাস দে। শুধুমাত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি নয়, তাঁর মায়ের নামে থাকা কালীঘাটের বাড়ি নিয়েও নোটিস দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, তাঁদের বাড়ির বিশেষ অংশ বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অভিষেকের বাড়িটির মালিকানা রয়েছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের নামে।

গ্রেফতার জয়প্রকাশ মজুমদার, কোন কোন অভিযোগ তৃণমূল মুখপাত্রের নামে?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ এবার জয়প্রকাশ মজুমদারকে দেখা মাত্রই চোর চোর স্লোগান। ১৪ বছর ধরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জোরপূর্বক বাড়ি দখল করে রাখার অভিযোগ জয়প্রকাশের বিরুদ্ধে। একইসঙ্গে বাড়ির মালিক আরতি রায়চৌধুরীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশে অভিযোগ করা হতেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। এদিনই একেবারে রাস্তাতেই জয়প্রকাশের সঙ্গে বটসায় জড়িয়ে পড়েন ওই বাড়ির মালিকের পরিবারের সদস্যরা। তাঁকে বাড়ির তালা খুলে দিতে অনুরোধ করা হয়। আরতি দেবীর মেয়ের সাফ কথা, চোদ্দ বছর ধরে থাকতে না পেরে তাঁক মাকে এদিক-ওদিকে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে। এটা আর চলতে পারে না। বাড়ির মালিক, তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারাও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অনেক বিজেপির কর্মী-সমর্থকই চোর চোর স্লোগান দেন বলে খবর। এলাকার এক বাসিন্দা বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি দখল করে রয়েছেন। বাড়ির মালিকের স্বামী মারা গিয়েছেন। তারপরেও তাঁকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। বারবার জয়প্রকাশ মজুমদারকে নোটিস দেওয়া হলেও তিনি বাড়ি খালি করেননি।' উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে উত্তর বিধাননগর থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গেই থানায় যান বাড়ির মালিক আরতি দেবী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই শেষে আটক করা হয় তৃণমূল মুখপাত্রকে। তারপর তাঁকে গ্রেফতার করাও হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বাড়ির মালিক আরতী রায়চৌধুরীকে হুমকি, শ্লীলতাহানি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতকে আগামীকাল বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

জাল আঁধারের বড়সড়ো পর্দা ফাঁস করলো মালদহ পুলিশের, ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ ২

দুরন্তবার্তা, অভিষেক দাস, মালদা, ৩ জুন ঃ জাল আঁধারের বড়সড়ো পর্দা ফাঁস করলো মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের জালে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ আরো ২। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের শরণপুর গ্রামে হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ওই গ্রামে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইবি বিভাগের কর্মরত সিভিক ভলেন্টিয়ার ওমর ফারুকের বাড়িতেই এই জাল আধার কার্ড নির্মাণের কাজ চলছিল। পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয়েছে বিহারের আমদাবাদ এলাকার বাসিন্দা, রাজু কুমার শর্মা, হরিশ্চন্দ্রপুরের বারদুয়ারী এলাকার বাসিন্দা, অঙ্কিত কুমার শর্মা। সিভিক ভলেন্টিয়ার ওমর ফারুকের স্ত্রী ফারহানা রহমানি আবার সুলতান নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই এই চক্র এলাকায় সক্রিয় ছিল। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গ্রামে হানা দিয়ে ব্যাপক পরিমাণে আধার কার্ড, পাশাপাশি আধার কার্ড তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ কম্পিউটার উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এখানে আধার কার্ড বানিয়ে বাংলাদেশ থেকে বেআইনি অনুপ্রবেশও করানো হতো বলে মনে করা হচ্ছে।। ওই তিন অভিযুক্তকে চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হবে এবং তদন্তের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হবে বলে হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ আরো জানিয়েছে বিহারের ওই যুবকের আইডি ব্যবহার করে এই আধার কার্ডগুলো তৈরি করা হচ্ছিল। কিভাবে ওই যুবকের কাছে এই আইডি এলো তাও তদন্ত করছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা।

রাজ্যের অন্নপূর্ণা যোজনার শুভ উদ্বোধন হয়ে গেল হাওড়া পুরসভায়। বুধবার ওই অনুষ্ঠানে পুরসভার অ্যানেক্স বিল্ডিং-এ উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

পরপর চারদিনে সুন্দরবনে চারজন বাঘে আক্রান্ত, মৃত তিন

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৩ জুন ঃ সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৎস্যজীবিদের মৃত্যু মিছিল চলছে। আবার কুলতলিতে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু হল এক মৌলের। মৃত মৎস্যজীবীর নাম রামপ্রসাদ বাগানী। এই নিয়ে পরপর চারদিন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। পরপর চারদিন বাঘের আক্রমণের শিকার চার জন। তার মধ্যে তিন জন মারা গিয়েছেন। এই নিয়ে এক মাসের মধ্যে ছয় জন বাঘের আক্রমণের শিকার হলেন। পুরো বিষয়টি বন দফতর খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেল। বাঘের হানায় মৃত মৌলের পরিবার সূত্রে জানা গেল গত শুক্রবার সুন্দরবনের কুলতলির দেউলবাড়ি থেকে রামপ্রসাদ বাগানি, শম্ভু নস্কর ও দেবপ্রসাদ নাইয়া তিনজন কুলতলির চাপাদারের ঘাট থেকে দোবাঁকি এলাকায় মধু সংগ্রহ করতে যায় আর সেখানেই রামপ্রসাদের উপরে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বাঘ। সঙ্গীরা রামপ্রসাদের ছাড়ানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়। বাঘের হুংকার ও গর্জনে তারা দেহটি দেখে বাড়ির দিকে রওনা দেয়। বাড়িতে এসে এই খবর দিলে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যদিও এই মুহূর্তে নদীতে মাছ কাঁকড়া ও জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করা বন দফতরের নির্দেশিকায় বারণ থাকলেও পেটের টানে মৎস্যজীবীরা নদীতে মাছ কাঁকড়া ও জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যাচ্ছে। আর তার ফলেই বাঘ বারে বারে এই সমস্ত মৎস্যজীবীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাঘ। আর এদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। আর সেই সংগঠনের সহ সভাপতি রঞ্জিত শূর বুধবার বলেন,বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় জঙ্গলে গিয়ে বাঘের আক্রমনের শিকার হচ্ছে মৎস্যজীবিরা। একাধিকবার বন দফতর ও পুলিশকে বলেও নিখোঁজ মৎস্যজীবীদের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। যদি দেহ না উদ্ধার করা যায় তাহলে সরকারি ভাবে ক্ষতিপূরণ পেতে সমস্যা হবে। শুধু তাই নয় আহত মৎস্যজীবীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকেই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে ক্ষতি পূরন সরকারকে দিতে হবে। নাহলে আমাদের লড়াই চলবে।

কৈলাশ মিশ্রের লিলুয়া অফিসে হানা দিলেন ড্রাগ কন্ট্রোলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, লিলুয়া, ৩ জুন ঃ তৃণমূল যুব নেতা কৈলাশ মিশ্রের লিলুয়া অফিসে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হানা দিলেন ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। হাওড়ার 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ' জেলা যুব তৃণমূল নেতা কৈলাশ মিশ্রের অফিসে এবার হানা দিলেন ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের কর্তারা। হাওড়ার লিলুয়ার অগ্রসেন স্ট্রীটের আবাসনে থাকেন কৈলাশ। ওই আবাসনেই তাঁর নিজস্ব অফিসও রয়েছে। সেখানেই মঙ্গলবার ও বুধবার বেলুড় পুলিশকে নিয়ে ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা অভিযান চালান বলে জানা গেছে। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, কৈলাশ বাবুর ভাইয়ের একটি ওষুধের হোলসেল ব্যাবসা আছে। সেই ব্যবসায় বেশ কিছু অভিযোগ পান ড্রাগ কন্ট্রোল আধিকারিকরা। অভিযোগ পেয়েই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ওই অফিসে হানা দেন ড্রাগ কন্ট্রোলের আধিকারিকরা। জানা গেছে, তল্লাশিতে বেশ কিছু ওষুধ তারা বাজেয়াপ্ত করেছেন। যদিও কৈলাশ বা তাঁর ভাই দুজনের কাউকেই এদিন পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কৈলাশ বাবুর নামে বেলুড় থানা সহ অন্য থানায় বেশ কয়েকটা অভিযোগ জমা পড়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি ও পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে জমি হস্তান্তর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ জুন ঃভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নজরদারি ও পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে আরও প্রায় ৩২ একর জমি হস্তান্তর করেছে। নবান্নে আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিএসএফের হাতে সীমান্ত বেড়া নির্মাণ, সীমান্ত চৌকি গঠন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজে এই বিপুল পরিমাণ সরকারি জমি চিরস্থায়ীভাবে হস্তান্তরের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ জানান, সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জেলার মোট ৯টি স্থানে ৩১.৯০৫ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি মালদা, নদিয়া ও কোচবিহার জেলায় তিনটি সীমান্ত চৌকি নির্মাণের জন্য আরও ১.৫৩ একর জমি হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে।এছাড়া উত্তর দিনাজপুর জেলার ১১টি স্থানে সীমান্ত বেড়া নির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত কাজে বিএসএফের অনুকূলে আরও ১২.৭২ একর সরকারি জমি হস্তান্তরের প্রস্তাবেও সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বৈঠকে নাগরাকাটার বামনডাঙা চা-বাগান এলাকায় ২০ একর সরকারি জমি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের অনুকূলে হস্তান্তরের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

টাকা-অস্ত্র-কন্ডোম তো ছিলই, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের 'এসি বেডরুম' দেখলে তাজ্জব হবেন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ মঙ্গলবার থেকে শিরোনামে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। যে কলেজে ইউনিয়নই নেই, সেই কলেজের ইডঙ্খ নিয়ন রুমের চেহারা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতে হবে। পড়ে রয়েছে পড়ুয়াদের গুচ্ছ গুচ্ছ নথি। মঙ্গলবারই ওই ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকার নষ্ট হয়ে যাওয়া নোট। পাশের ঘরেই উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র, কন্ডোম। এছাড়াও ওই কলেজে রয়েছে বেডরুম। প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিতর কন্ডোম রয়েছে কেন, প্রশ্ন উঠেছে একটা কলেজের ভিতর, বেডরুম কেন, কেনই বা সেখানে নানারকমের ব্যবস্থা। ভিতরে প্রবেশ করে দেখা গেল, বেডরুমে রয়েছে আরামদায়ক গদি, রয়েছে খাওয়া-দাওয়ার জন্য চেয়ার-টেবিল। ওই ঘরেই রয়েছে আলমারি, যার ভিতরে থরে থরে সাজানো বাহারি চাদর, বালিশ। ঘরের সঙ্গেই রয়েছে অ্যাটাচড বাথরুম, তাতে কমোড সহ আধুনিক সব ব্যবস্থাই রয়েছে। কেন কলেজের ভিতর এমন ঝকঝকে বাথরুম, সবটাই রহস্য। ঘরটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। নতুন এসি লাগানো ঘরের দেওয়ালে বাহারি ওয়ালপেপারও রয়েছে। ঘরটি যে সাধারণ কোনও রেস্টরুম নয়, তা স্পষ্ট। এই ঘটনায় তৃণমূল নেতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দু'জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কাউকেই এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার কার হয়নি। এমনকী, কলেজের ভেন্ডর পরিতোষ দত্তর নামেও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু। প্রশ্ন, শহরের কলেজের ভিতর কী টাকা, অস্ত্র, কন্ডোম কেন ছিল, কী ধরনের কর্মকাণ্ড চলত?

নবদ্বীপ পৌরসভায় ১৫ দফা দাবিতে বিজেপির বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৩ জুন ঃ নদীয়া পৌর প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং আর্থিক হিসাব প্রকাশের দাবিতে নবদ্বীপ পৌরসভায় ১৫ দফা দাবিপত্র জমা দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। বুধবার নবদ্বীপ পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয় দলের নেতৃত্ব। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী।,সহ বিজেপির স্থানীয় ও জেলা নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক। পৌরসভার মূল প্রবেশদ্বারের সামনে সমাবেশ করে বিজেপি নেতারা পৌর প্রশাসনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন প্রকল্পের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানান। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই নবদ্বীপ শহরে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসছে। সেই সমস্ত বিষয় সামনে রেখেই এদিন ১৫ দফা দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল; শহরের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি ফ্ল্যাট ও বহুতল নির্মাণের তদন্ত, পুকুর ও জলাশয় ভরাট রোধে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, পৌর এলাকার বিভিন্ন টোল থেকে সংগৃহীত অর্থের হিসাব প্রকাশ, হেরিটেজ সিটি প্রকল্পে ব্যয় হওয়া বিপুল অর্থের নিরীক্ষা এবং কেন্দ্রের গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান ও নমামি গঙ্গে প্রকল্পে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী অভিযোগ করেন, নবদ্বীপ পৌরসভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের করের টাকায় পরিচালিত বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ কোথায় এবং কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তার স্পষ্ট হিসাব নাগরিকদের জানার অধিকার রয়েছে। বিধায়ক বলেন, 'নবদ্বীপ একটি ঐতিহ্যবাহী ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত শহর। এখানে উন্নয়নের নামে যদি কোনও ধরনের আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া উচিত। জনগণের টাকা কোথায় খরচ হয়েছে, তার স্বচ্ছ হিসাব প্রশাসনকে দিতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, পৌরসভার কাজকর্মে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে এবং নাগরিক পরিষেবার মানোন্নয়নে বিজেপি সবসময় গঠনমূলক ভূমিকা পালন করবে। তবে অনিয়মের অভিযোগ সামনে এলে তা নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে বলেও তিনি জানান। বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি কর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান তোলেন এবং পৌর প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। পরে একটি প্রতিনিধি দল পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে ১৫ দফা দাবিপত্র তুলে দেয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, নবদ্বীপ পৌরসভাকে ঘিরে বিজেপির এই আন্দোলন আগামী দিনে আরও জোরদার হতে পারে। কারণ, দাবিপত্রে শুধু উন্নয়নমূলক প্রকল্প নয়, আর্থিক লেনদেন ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ফলে এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে নবদ্বীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এখন দেখার, বিজেপির উত্থাপিত অভিযোগ ও দাবিগুলির প্রেক্ষিতে পৌর প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ব্যাখ্যা দিতে কী অবস্থান নেয়। তবে রাজনৈতিকভাবে এই কর্মসূচি যে নবদ্বীপের পৌর রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল, তা বলাই যায়।

প্রায় ৬ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস উদ্ধারকাজের পর অবশেষে উদ্ধার ভূ-গর্ভস্থ গভীর নিকাশি জলাধারে তলিয়ে যাওয়া কিশোর

দুরন্তবার্তা, মলয় সুর, হুগলি, ৩ জুন ঃ প্রায় ৬ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস উদ্ধারকাজের পর অবশেষে বুধবার বিকেলে উদ্ধার হলো হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ভূ-গর্ভস্থ গভীর নিকাশি জলাধারে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের দেহ। বেশ কয়েক ফুট গভীর নিকাশি জলাধার থেকে এদিন বিকেল ৪টে নাগাদ উদ্ধার হয় ১৫ বছর বয়সী কিশোর অভিষেক রাওয়ের নিথর দেহ। প্লাস্টিক কুড়াতে গিয়ে অসতর্কতাবশত বুধবার সকালে বেশ কয়েক ফুট গভীর ওই নিকাশি জলাধারে তলিয়ে যায় সে। প্রশাসন ও উদ্ধারকারী দলের যুদ্ধকালীন তৎপরতা সত্ত্বেও তাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকার বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা পাম্পিং স্টেশন চত্বরে ভাই বিশালের সঙ্গে প্লাস্টিক কুড়াতে এসেছিল অভিষেক। এলাকার বাসিন্দারা জানান, অসতর্কতার কারণে কিশোরটি খেয়াল করেনি যে সামনেই একটি গভীর নর্দমা বা খোলা জলাধার রয়েছে। আচমকাই পা পিছলে সে পড়ে যায় গভীর ওই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ট্যাঙ্কে। চোখের পলকে ভাইকে অতল কাদা আর বিষাক্ত পাঁকের মধ্যে তলিয়ে যেতে দেখে চিৎকার শুরু করে বিশাল। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দল। কিন্তু উদ্ধারকাজের পথ মোটেও সহজ ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী পরিমল ভট্টাচার্য জানান, নর্দমার ভেতর এতটাই পাঁক এবং কাদা ছিল যে প্রথমদিকে কিশোরটির কোনও হদিসই মিলছিল না। তার উপর ছিল ট্যাঙ্কের ভিতরে জমে থাকা মারাত্মক মিথেন গ্যাস। কিশোরকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জেদ বুকে নিয়ে শুরু হয় এক মানবিক লড়াই। জল, কাদা এবং ময়লা দ্রুত পাম্প করে বের করার জন্য একসঙ্গে ৪টি শক্তিশালী পাম্প নামানো হয়। সংকীর্ণ ও বিপজ্জনক ওই ট্যাঙ্কের ভিতর এদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নামেন ১০ জন ডুবুরি। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে তল্লাশি। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় ৬ ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর জল ও পাঁক সরিয়ে উদ্ধার করা সম্ভব হয় অভিষেকের মৃতদেহ। এদিন ঘটনাস্থলে এসে গভীর শোকপ্রকাশ করে স্থানীয় বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ দুর্ঘটনাটিকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক ও দুঃখজনক' বলে আখ্যা দেন। তিনি বলেন, ২০২৫ সাল থেকেই এই পাম্পিং স্টেশনটি বিষাক্ত মিথেন গ্যাস নির্গমনের কারণে অকেজো ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে হাওড়া পুরনিগম ও কেএমডিএ যৌথভাবে এই অঞ্চল পরিষ্কারের পরিকল্পনা শুরু করেছে। হাওড়ার জেলাশাসক পুরো বিষয়টি কড়া হাতে দেখছেন। উল্লেখ্য, বেলগাছিয়া ভাগাড় সংলগ্ন পাম্প হাউসের ভূ-গর্ভস্থ ওই জলাধারে ১৫ বছরের কিশোর অভিষেক এদিন আচমকাই পা পিছলে তলিয়ে যায়। জানা যায়, বেশ কয়েক ফুট গভীর ওই জলাধার। এই কারণে এদিন উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে কার্যত বেগ পেতে হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, ডুবুরি সহ উদ্ধারকারী দলকে। এর আগে ওই এলাকায় গত বছরেও ধস ও নিকাশি নালা ভেঙে বড় বিপর্যয় ঘটেছিল। এদিন আচমকাই ওই কিশোর পা পিছলে যায় এবং গভীর জলাধারে পড়ে যায়। তাকে তার বন্ধুরা এবং এলাকার লোকজন চেষ্টা করলেও উদ্ধার করতে পারেনি। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় লিলুয়া থানার পুলিশ।

ফের রাত দখল, এবার ও রাত জাগছে সিপিএমের কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, মলয় সুর, হুগলি, ৩ জুন ঃ ফের রাত দখল, এবার ও রাত জাগছে সিপিএমের কর্মীরা। তবে আর জি কর কাণ্ড আর এবারের 'রাত দখল'-এর চরিত্রগত ফারাক আছে,। একসময় সিপিএমের লড়াকু নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী লাল ঝান্ডা সরিয়ে রেখে রাতের রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল অভয়ার বিচার, তবে সরকার পরিবর্তনের পর এবারে রাত জাগা হচ্ছে লাল ঝান্ডা নিয়ে পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর সোমবার রাতে শ্রমিক সংগঠন সিটুর ডাকে স্টেশনে হকারদের দোকান পাহারা দিয়েছেন বাম সংগঠনের কর্মী ও নেতারা। একেবারে রিলে করে বাম নেতৃত্ব রাত পেরিয়ে সকাল পর্যন্ত চন্দননগর স্টেশনে রয়েছেন । উদ্দেশ্য একটাই হকারদের দোকান তুলতে এলে তাঁরা প্রতিরোধ গড়বেন। সিপিএমের দাবি, এভাবেই তাঁরা চন্দননগর স্টেশনের হকারদের রক্ষা দিয়েছেন, আবার একই চিত্র ভদ্রেশ্বর স্টেশনে। সিপিএম নেতৃত্বের বক্তব্য, মঙ্গলবার (২রা জুন) হকার উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরেও রেলের তরফে কোনো সাড়া মেলেনি। কাজেই বাম নেতৃত্ব প্রতিদিন রাত থেকে মেনলাইনের সব স্টেশনে নজরদারি চালাবেন। একবার 'রাত দখল' করে ভোটের বাক্সে খুব একটা লাভ হয়নি, উত্তরপাড়ায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়েরা সেই তৃতীয় স্থানেই রয়ে গেছে। সিপিএমের দাবি পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না, আমরা সেই দাবিতে স্টেশনে পড়ে আছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

শিল্পী ছায়া দেবী

ছায়া দেবী (চট্টোপাধ্যায়) ৩ জুন ১৯১৯ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কনক নামের কিশোরী ছায়া দেবী নাম নিয়ে 'পথের শেষে' ছবিতে অন্যতম নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেই তিনি দেবকী বসুর 'সোনার সংসার' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ছবিটি হিট হওয়ায় তিনি সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবি 'রাঙা বৌ', ছিন্নহার','প্রভাসমিলন', 'ল বাঙলা', বিদ্যাপতি (হিন্দি ও বাংলা),'জীবন মরণ', 'রিক্তা' প্রভৃতি। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ছবিতে তিনি গানও গেয়েছেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'অভয়ের বিয়ে' ছবিতে তিনি ৪/৫ খানা গান গেয়েছেন। প্রফুল্ল রায়ের আমন্ত্রণে তিনি মুম্বই যান। সেখানে 'মেরাগাঁও ' ছবিতে গানে ও অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। ছায়া দেবী প্রায় পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা, হিন্দী, তামিল ও তেলুগু ভাষায় শতাধিক ছায়াছবিতে প্রধানত পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে 'বিদ্যাপতি' ছায়াছবির জন্য উনি প্রশংসিত হন ও ক্রমে প্রচুর উল্ল্যেখযোগ্য ছবিতে অভিনয় করেন, যেমন বাংলায় পরিচালক তপন সিংহর নির্জন সৈকতে (১৯৬৩), হাটে বাজারে (১৯৬৭) এবং আপনজন (১৯৬৮), সপ্তপদী (১৯৬১), মানিক (১৯৬১), উত্তর ফাধনী (১৯৬৩), (১৯৬৭) বা হিন্দীতে অমিতাভ বচ্চনের সাথে আলাপ (১৯৭৭)। বাংলা, হিন্দি ও তামিল তিন ভাষাতেই 'রত্নদীপ' ছবিতে তার অভিনয় স্মরণীয়। প্রায় দু-শোর বেশি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন। প্রায় ১০০ টি বাংলা চলচ্চিত্রে ছায়া দেবী অভিনয় করেন। ছায়াছবিতে কাজ করার পাশাপাশি বেতার কেন্দ্রে নিয়মিত খেয়াল, ঠুংরি পরিবেশন করেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে কিছু মুখ সময়কে অতিক্রম করে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে। তাঁদের অভিনয় শুধু চরিত্রকে জীবন্ত করেনি, বাংলা সংস্কৃতির আবেগ ও স্মৃতির অংশ হয়ে থেকেছে। সেই রকমই এক উজ্জ্বল নাম ছায়াদেবী। 'ছায়া'র পিতৃদত্ত নাম ছিল 'কনক'। ছোটবেলা থেকেই স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তায় বেড়ে ওঠা এই মেয়ের চোখে ছিল ডানা মেলার স্বপ্ন। কিন্তু মাঝেমধ্যে বিধি বাম হয়ে যায়। ফলে মাত্র এগারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করতে এসে কনককে শুনতে হল যে সেই মানুষটির এ সংসারে মন নেই। বিয়ে জিনিসটি ঠিক কী, তা বুঝে ওঠার আগেই নতুন বর তার বউকে ফেলে চলে গেল ওড়িশায় অধ্যাপনা করতে। কনক বুঝলেন তার একা থাকার সেই হল শুরু। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি যুগে তিনি ছিলেন এক নির্ভরযোগ্য অভিনয়শক্তি। কখনো সংসারের মমতাময়ী মা, কখনো সমাজের দৃঢ়চেতা নারী, আবার কখনো অন্তর্লীন বেদনার প্রতীক হয়ে তিনি পর্দা ভরিয়ে তুলেছেন অসামান্য দক্ষতায়। তাঁর অভিনয়ে ছিল থিয়েটারের শৃঙ্খলা, সাহিত্যের আবেগ আর জীবনের গভীর পর্যবেক্ষণ। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ কিংবা অজয় কর-এর মতো পরিচালকদের ছবিতে তাঁর উপস্থিতি বাংলা সিনেমাকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, বড় অভিনেত্রী হতে নায়িকা হওয়া জরুরি নয়; চরিত্রের ভেতর সত্য হয়ে ওঠাই আসল শিল্প। অসাধারণ শিল্পী, যিনি মাতৃত্ব, কঠোরতা, মমতা, অভিমান কিংবা অভিজাত ব্যক্তিত্ব; প্রতিটি চরিত্রেই এনে দিতেন এক অনন্য গভীরতা। তাঁর চোখের ভাষা, সংলাপ বলার ভঙ্গি আর পরিমিত অভিনয় আজও বাংলা সিনেমাপ্রেমীদের মনে সমানভাবে জীবন্ত।

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস

অগ্নিযুগের এক বিস্মৃত মহাযোদ্ধা। আজ থেকে ১২৭ বছর আগে, ১৮৯৯ সালের এই দিনে মাদারিপুর জেলার রাজৈর উপজেলার সমাজ ইশিবপুর গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন এমন এক বিপ্লবী, যাঁর জীবন ছিল সংগ্রাম, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের এক অনন্য মহাকাব্য- পূর্ণচন্দ্র দাস। স্বাধীনতার ইতিহাসে কিছু নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে, আবার কিছু নাম সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে যায়। পূর্ণচন্দ্র দাস সেই সব বিস্মৃত বীরদের একজন, যাঁদের ত্যাগ ছাড়া ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস কখনও পূর্ণ হতে পারে না। ছাত্রজীবনেই তিনি বুঝেছিলেন- পরাধীন জাতির জন্য শুধু ডিগ্রি অর্জন নয়, প্রয়োজন মুক্তির সংগ্রাম। তাই কলেজের পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি ছেড়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন বিপ্লবের অগ্নিপথে। গড়ে তোলেন কিংবদন্তি মাদারিপুর সমিতি- যা পরবর্তীকালে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হয়। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লৌহশৃঙ্খলে বন্দি, তখন পূর্ণচন্দ্র দাস তরুণদের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন আত্মমর্যাদা, সাহস ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। ১৯১৪-১৫ সালে তিনি যুক্ত হন অগ্নিযুগের মহানায়ক বাঘা যতীনের সঙ্গে। বালেশ্বরের ঐতিহাসিক চাসখণ্ডের ট্রেঞ্চযুদ্ধে যে চার বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন- চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত- তাঁরা সকলেই ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দাসের গড়ে তোলা মাদারিপুর সমিতির সাহসী সৈনিক। এ যেন একজন সংগঠকের সর্বোচ্চ সাফল্য- নিজের হাতে তৈরি করা যোদ্ধারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে, আর তিনি নিজেও সংগ্রামের সম্মুখসারিতে অবিচল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর সাহসকে ভয় পেয়েছিল। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার। মুক্তি পেয়েও রেহাই নেই। ১৯১৪ সালে ভারত-রক্ষা আইনে পুনরায় বন্দি। একটানা ছয় বছর কারাগারের অন্ধকার। কিন্তু কারাগারের প্রাচীর তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে বন্দি করতে পারেনি। মুক্তি পেয়েই আবার দেশের কাজে আত্মনিয়োগ। পরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গেও যুক্ত হন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা জানত; পূর্ণচন্দ্র দাসের মতো মানুষ স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারে। তাই ১৯৪০ সালে আবার গ্রেপ্তার, দীর্ঘ বন্দিজীবন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

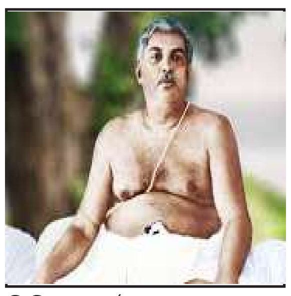

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলেন মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। ধর্ম গ্রন্থ সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। সত্যের প্রতি আস্থা প্রকাশ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

কাজ করতে হবে। কাজে সফল হতে হবে। আধুনিক ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করা ছাড়া আর কোনও সহজ পথ নেই দেশকে উন্নত করার। নিজেকে উন্নত করলেই দেশকে উন্নত করা সম্ভব বলে মনে করতেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলতেন, কাজ করে যেতে হবে। কাজের মতো জীবনকে উন্নত কর। পরিশ্রমী কর্মী হওয়ার খুবই দরকার। জীব জগৎকে উন্নত করতে হবে।জীবনটা হচ্ছে লড়াই। লড়াই দিয়ে জয় করতে হবে প্রতিকূল অবস্থাকে। ভগিনী নিবেদিতা বলচেন, আমরা সবাই এই ধরনীতে এসেছি কিছু কাজ করতে। সেই কাজ আমাদের করে তবেই এখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। আমরা সবাই কাজের জন্য এই ধরনীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমাদের যার যা কাজ সমাপ্ত করে তবেই এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। তার আগে যাওয়ার কোনও পথ খোলা নেই। ভগিনী নিবেদিতা বলতন, মায়ের ওপর ভরা রাখতে হবে। নিজের শক্তির ওপরে ভরসা রাখতে হবে।

১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীন হতো ?

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯৪৭ সালের আগেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা করতে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তিগত আন্দোলনে পরিণত হল। তবে বলতে হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সর্বজনীন আন্দোলনে পরিণত হতে পেরেছিল। সবাই নিজ বর্ণ জাতির ভেদভেদ ভুলে বাংলাকে এক করতে হবে, বাংলার সংস্কৃতিকে ভাগ করা চলবে না এই

ধরনের মানসিকতা গ্রহণ করে সারা বাংরা জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন মাথা চাড়া দেওয়ার ফলে ইরেজ শাসকেরা পরবর্তীকালে বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এটা বাঙলির আন্দোলনের বড় জয় বলে গ্রহণ করে নিতে হবে। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস এই ভাবনায় বশবর্তী ছিলেন। তিনি চাইতেন সবাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করুক। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি তো কারোর একার হতে পারে না। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে সবাই স্বাধীন ভারতের নাগরিক হতে পারবে। বিশ্বের কাছে স্বগর্বে বলতে পারবে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। এটাই হবে ভারতের জনগণের রাজটিকা। এটাই বারবার পুলিনী বিহারী সবাইকে বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা যজ্ঞে সবার আত্মত্যাগ করার খুবই প্রয়োজন। তার জন্য শারীরিক এবং মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। মনে রাখতে হবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী জাত হচ্ছে ইংরেজ। তাদের বিদ্যা বুদ্ধি এবং শক্তির কাছে সবাই পরাস্ত। সেই বিপুল শক্তির অধিকারী ইরেজ শাসকেরা হচ্ছে ভারত শত্রু। এদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে প্রবল থেকে প্রবলতর শক্তি অর্জন করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন লড়াই করে ভারত থেকে ইংরেজদের বিতারিত করা একেবারে অসম্ভব। এই বোধটা কাজ করে গিয়েছিল বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাসের মধ্যে প্রথম থেকেই। তিনি সবাইকে শক্তির সাধনা করতে বলেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল জাতির আন্দোলন নয়। স্বাধীনতা আন্দোলন হচ্ছে বীরের আন্দোলন। সেই কারণে তিনি মহাত্মা গান্ধির মতের সঙ্গে এক হতে পারেননি। তিনি সুভাষ বোসের মতের প্রশংসা করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পুলিন বিহারী দাস সম্পর্কে বলেছিলেন-"Pulin must be laudable man"। কলকাতায় পুলিন বিহারীর সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠা করা। ১৯২৮ সালে এই সমিতি' প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দাঙ্গার সময়ে 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ভারতের স্বাধীনতা দেখে গিয়েছিলেন। তিনি এই স্বাধীনতা লাভের আশায় তো জীবন ত্যাগ করেনি! সেই কারণে তিনি ১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট 'বঙ্গীয় ব্যায়াম সমিতি' প্রাঙ্গনে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন। তিনি সেদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত করলেন," সে পতাকা কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকা নয়, প্রকৃত লাল পতাকা।" সমাজবাদী বিপ্লবী সমর বসু লিখেছেন," পুলিনবাবু উচ্চকণ্ঠে বললেন আমার জন্মভূমি, আমার ভারতমাতা, ক্ষত-বিক্ষত দ্বিখণ্ডিত এবং রক্তাক্ত কলেবর; কোনো দেশপ্রেমিকের তা কাম্য হতে পারে না। তাই খণ্ডিত রক্তাক্ত মাতৃভূমির যথার্থ স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত এই রক্ত পতাকা উড্ডীন থাকবে।" প্রশ্ন থাকছে আজও কী ভারত বাসী যর্থাথ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে? এর উত্তর জনগণই দিক। গান্ধিজির অসহযোগ, সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা আন্দোলন বিপ্লবীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তার ফলে কংগ্রেসের কট্টরপন্থীরা গান্ধিজির পথকে অনুসরণ করতেন নারাজ ছিল। কিন্তু কার্যত দেখতে পাওয়া গেল যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করছে চুক্তির ভিত্তিতে। সেখানে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হল। ভারত থেকে ব্রহ্মদেশ হাতছাড়া হয়ে গেল। শ্রীলঙ্কা হাতছাড়া হয়ে গেল। বিশাল ভারতবর্ষকে কেটেছেঁটে ছোট করে দেওয়া হল যাতে করে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারত মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা ভষিষ্য বাণী করেছিলেন যে দুই সদ্য স্বাধীনতা দেশ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ লেগে থাকবে তা দুই দেশকে আর্থিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা দুর্বল হবে। সেই আশঙ্কা দেখতে পেয়েছিলেন তৎকালীন দেশ নেতারা। তারা সেই সময়ে অণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করার মধ্যে দিয়ে দূরদৃষ্টির মাধ্যমে এই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আজকে সেটাই প্রত্যক্ষ করা গেল। স্বাধীন ভারতকে পাকিস্তানের আগ্রাসী নীতির হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে বিশাল আর্থিক ক্ষতি বহন করতে হচ্ছে। ভারতের উন্নতি ক্রমাগতভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্বাধীনতা লাভ করেই ভারত হল একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আর অন্য দিকে পাকিস্তান হল একটি ইসলামিক দেশ। ধর্মভিত্তিক দেশ। ভারত সব ধর্মের লোকেদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে উঠল দ্রুত। অন্য দিকে পাকিস্তান কিন্তু শুধু মাত্র ইসলামিক দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করলো। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের পাশে ধর্মভিত্তিক দেশ গড়ে ওঠার ফলে রাজনৈতিক এবং সামরিক সংঘাত লেগেই থাকলো। সেটা আজও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে তা বন্ধ করা যাবে কিনা কেউ বলতে পারে না। ভারত ভাগের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসকে খুঁজে বের করতে গেলে আমাদের অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে এসে উপস্থিত হলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি এবং মহম্মদ আলি জিন্না। এই দুই নেতার সমানেই ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তবে এই সব বিষয়ে আলোচনা করা আগে ইতিহাসের দিকে একবার তাকিয়ে দেখা উচিত। নাহলে কিন্তু কীভাবে ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করতো তার ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। তবে এই নিয়ে বহু জনের বহু মত রয়েছে। ভবিষ্যতে থাকবেও। দেখা গেল যে গান্ধিজি যখন ভারতীয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করছেন তখন মহম্মদ আলি জিন্না গুজরাতে একজন বিখ্যাত জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। বোম্বাইতে গুজরাতি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জিন্নাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তাঁর সভাপতিত্বে যা গান্ধিজি জানেন। সেই সময়ে জিন্না ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য রাখেন। কিন্তু গান্ধিজি বলেছেন যে তিনি গুজরাতি ভাষায় কথা বলতেন যখন দক্ষিণ আফ্রিকাতে গুজরাতিরা তাঁর সঙ্গে গুজরাতি ভাষায় কথা বলতেন। জিন্না কাছ পার্শি এবং মহামেডান কোনও বিষয় ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি মুসলিম সভায় সভাপতিত্ব করতে শুরু করেছেন। সেই সময়ে জাতিগত এবং অসম্মানজনক মন্তব্য প্রকাশ হতে শুরু করেন যা জিন্নার মতো একজন শোভনীয় লোককে আঘাত করতে থাকে। এই নিয়ে 'দ্য বোম্বে ক্রিনিক্যাল' পত্রিকা. সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল ১৫ জানুয়ারি, ১৯১৫ সালে। ১৯১৮ সালে এপ্রিল মাসে গান্ধিজি এবং জিন্নার সংঘ্যাত দেখা দিল ভাবতের ভাইসরয় 'চেমসফোর্ডের 'ওয়ার কনফারেন্স' বৈঠকে। সেই বৈঠকের মূল বিষয় ছিল ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ। সেখানে জিন্না জানতে চেয়েছিলেন কত ভারতীয় প্রয়োজন হবে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে এবং সেই মতো ভারতীয়দের পাঠানো হবে ব্রিটিশ সেনা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য। সেই সময়ে জিন্না দাবি করতে শুরু করেন যে 'হোম রুল' চালু করার ব্যাপরে সংসদে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ভারতীয়রা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে রানি নাগরিক হয়ে। অন্যদিকে গান্ধিজি সেই সময়ে বলেন যে স্বেচ্ছাসেবক দেওয়া হবে ব্রিটিশ সরকারকে এবং ভারতের স্বায়ত্বশাসন মঞ্জুর হবে। সেই সময়ে থেকে গান্ধিজি এবং জিন্নার চিন্তাভাবনার পার্থক্য ধরা পড়তে থাকে। জিন্নার কাছে স্বরাজ হচ্ছে ক্যানাডিয়ান মডেলের হোম রুল।

১৯১৮ সালে জিন্না মন্টেগু-চেসমফোর্ড রিপোর্ট এবং রাওলাট রিপোর্ট এর বিরুদ্ধে অবস্থান করতে জিন্না ডিসেম্বর মাসে বোম্বাইতে বিশাল জনসভায় করে এর প্রতিবাদ করেন যার ফলস্বরূপ গর্ভনর উইলিংডনের মেয়াদ কমে যায়। জনখ্যাতিতে দেখা গেল গান্ধিজির চেয়ে জিন্না জনপ্রিয়তা বেশি ছিল। (ক্রমশ)

এশিয়াটিক সোসাইতে 'জ্ঞান ভারতম' কর্মশালা শুরু হল

বুদ্ধদেব মিশ্র

কলকাতার এশিয়াটিক সোসইটির উদ্যোগে 'জ্ঞান ভারতম'-এর পাঁচ দিনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। এই কর্মশালায় জেলার প্রতিনিধিরা অংশ গ্রহণ করে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ থেকে শুরু করে তা উদ্ধারকার্যে লিপ্ত হওয়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। এশিয়াটিক সোসাইটি এই কর্ম শালার আয়োজন করে প্রভূত সাড়া ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বহু পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা আজও সকলের কাছে অজানা এবং বহু পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই সব পাণ্ডুলিপ উদ্ধার এবং নথিকরণ করার মধ্যে দিয়ে তাকে সংরক্ষণ কীভাবে করা যেতে পারে তা নিয়ে পাঁচদিনের একটি কর্মশালা। এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান অ্যাড মিনিস্ট্রেটর লে ঃ কর্নেল আনন্দ সিনহা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই কর্মশালা পরিচালনার করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

বিভিন্ন সংস্কৃতি মন্ত্রক ভারতের পাণ্ডুলিপি ঐতিহ্য সংরক্ষণ, ডিজিটাইজ এবং প্রচারের জন্য নিবেদিত একটি যুগান্তকারী জাতীয় উদ্যোগ 'জ্ঞান ভারতম' চালু করেছিল। এই উপলক্ষে, মন্ত্রক ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে 'পাণ্ডুলিপি ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারতের জ্ঞান ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার' শীর্ষক সর্বপ্রথম 'জ্ঞান ভারতম' আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। এই সম্মেলনে ভারত ও বিদেশ থেকে পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ, প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক কর্মীসহ ১,১০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী একত্রিত হয়েছিলেন, যা ভারতের পাণ্ডুলিপি সম্পদ সংরক্ষণ, ডিজিটাইজ এবং বিশ্বের সাথে ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে আলোচনা, বিচার-বিবেচনা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য একটি সহযোগিতামূলক মঞ্চ তৈরি করেছিল। ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৩ই সেপ্টেম্বর সমাপনী অধিবেশনের মাধ্যমে আলোচনা সমাপ্ত হয়। তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১২ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন, যেদিন তিনি ওয়ার্কিং গ্রুপগুলির উপস্থাপনা শোনেন এবং সমাবেশে ভাষণ দেন। সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব শ্রী বিবেক আগরওয়াল, সম্মেলনের আহ্বায়ক এবং সংস্কৃতি মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব শ্রীমতী অমিতা প্রসাদ সারভাই; সংস্কৃতি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রী সমর নন্দ; সংস্কৃতি মন্ত্রকের পরিচালক শ্রী ইন্দ্রজিৎ সিং; জ্ঞান ভারতম সম্মেলনের সহ-আহবায়ক এবং আইজিএনসিএ-এর সদস্য সচিব ডঃ সচ্চিদানন্দ যোশী; ফিল্ডস মেডেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মঞ্জুল ভার্গব; ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগের মহাপরিচালক যদুবীর সিং রাওয়াত; এবং আইজিএনসিএ-এর প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী, ডিন (প্রশাসন) ও কলানিধি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র গৌর। এবং অধ্যাপক (ড.) অনির্বাণ দাশ, প্রকল্প পরিচালক, জ্ঞান ভারতম এবং পরিচালক, পাণ্ডুলিপি সম্পর্কিত ন্যাশনাল মিশন। শ্রী বিবেক আগরওয়াল সম্মেলনের সমাপনী প্রতিবেদন পেশ করেন, যার পরে শ্রীমতী অমিতা প্রসাদ সারভাই আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লি ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। অধ্যাপক রমেশ সি. গৌর 'জ্ঞান সেতু' চ্যালেঞ্জটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং পরবর্তীতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন, যাঁদের মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সংবর্ধনা জানান। 'জ্ঞান ভারতম' পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ মন্ত্র।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির সংবেদনশীল অঞ্চল উত্তরবঙ্গ

অনিকেত নস্কর

উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক ছায়াঃ বাংলার ক্ষমতার মানচিত্রে এক অবিচল নির্ধারক শক্তি। পশ্চিম বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস যত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, ততই একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে; উত্তরবঙ্গ কখনোই কেবল ভৌগোলিক প্রান্তিক অঞ্চল নয়, বরং এটি বারবার রাজ্যের রাজ নৈতিক গতিপথ নির্ধারণকারী এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স আর সমতলের এই বিস্তৃত অঞ্চল শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত নয়, বরং এর সামাজিক বৈচিত্র্য, অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং জনজাতি-ভাষাগত জটিলতা বারবার রাজনীতির কেন্দ্রীয় আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক গুরুত্ব বোঝার জন্য শুধু নির্বাচনী ফলা ফল দেখলেই হবে না, বরং বুঝতে হবে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন যাত্রা, উন্নয়ন বঞ্চনার অনুভূতি, প্রশাসনিক দূরত্ব এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য কীভাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনায় রূপ নিয়েছে। এই অঞ্চল একদিকে যেমন চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবিকা নির্ভরতা বহন করে, অন্যদিকে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের প্রশ্নও এখানে গভীরভাবে জড়িত। এই দুই ভিন্ন বাস্তবতা একত্রে মিশে উত্তরবঙ্গকে একটি অনন্য রাজনৈতিক ভূখণ্ডে পরিণত করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতার রাজ নীতিতে উত্তরবঙ্গ কখনোই নিছক অনুসারী অঞ্চল হিসেবে থাকেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চল কখনো ক্ষমতাসীন দলকে শক্ত ভিত দিয়েছে, আবার কখনো পরিবর্তনের ঢেউয়ের সূচনা করেছে। এর কারণ হল এখানে ভোটের সমীকরণ কখনো একরৈখিক নয়। জাতিগত বৈচিত্র্য, ভাষাগত বিভাজন, ধর্মীয় ও সামাজিক গঠন এবং অর্থনৈতিক অসাম্য;সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গ একটি জটিল রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করে, যেখানে একক কোনো বর্ণনা দিয়ে ভোটব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অঞ্চলের অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পাহাড় ও সমতলের রাজনৈতিক পার্থক্য। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সংলগ্ন পাহাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে স্বশাসনের দাবি, পরিচয়ের রাজনীতি এবং স্থানীয় আবেগ রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলি পুরদুয়ার বা মালদার মতো সমতল এলাকায় উন্নয়ন, কৃষি, চা শিল্প এবং সীমান্ত অর্থনীতি ভোটের গতিপথ নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেয়। এই দুই ভিন্ন বাস্তবতা একসঙ্গে মিলে উত্তরবঙ্গকে একক রাজনৈতিক ব্লক হিসেবে দেখা প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে উন্নয়ন বঞ্চনার অভিযোগও দীর্ঘদিনের। বহু মানুষ মনে করেন, প্রশাসনিক কেন্দ্র কলকাতাকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গ বহু ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, শিল্পায়ন;এই সব ক্ষেত্রেই তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকার অনুভূতি বারবার রাজনৈতিক ভাষ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বঞ্চনার অনুভূতি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। এই অনুভূতি থেকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে। উত্তরবঙ্গের মানুষ বারবার দেখিয়েছে, তারা শুধুমাত্র জাতীয় বা রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক প্রবাহের অনুসারী নয়, বরং তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এই স্বাধীন রাজনৈতিক মনোভাবই উত্তর বঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি কিং মেকার চরিত্র দিয়েছে। অন্যদিকে, সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় উত্তরবঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বও অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানের সঙ্গে সংযোগ এই অঞ্চলের অর্থনীতি ও নিরাপত্তা রাজনীতিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে। সীমান্ত বাণিজ্য, অনুপ্রবেশ বিতর্ক, চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ এবং সীমান্ত নিরাপত্তা;এই সব বিষয় উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক আলোচনায় নিয়মিত জায়গা করে নেয়। ফলে জাতীয় নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক রাজনীতি এখানে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

চা শিল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের জীবনযাত্রা বহুদিন ধরে রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মজুরি, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং সামা জিক নিরাপত্তা;এই বিষয়গুলি ভোটের সময় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে ওঠে। ফলে চা বাগানভিত্তিক জনসংখ্যা একদিকে যেমন অর্থ নৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিও গড়ে তোলে।

উত্তরবঙ্গের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনজাতি ও আদিবাসী সমাজের ভূমিকা। সাঁওতাল, রাজবংশী, লেপচা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে একটি বড় সামাজিক ভিত্তি তৈরি করেছে। তাদের পরিচয়, অধিকার এবং উন্নয়নের প্রশ্ন বারবার রাজনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলির ভোট কখনোই একমুখী নয়, বরং তাদের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পরিস্থিতি এবং বাস্তব সমস্যার উপর নির্ভর করে।

এই সমস্ত উপাদান মিলিয়ে উত্তরবঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ নৈতিক মানচিত্রে একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এখানে কোনো দল দীর্ঘ সময় ধরে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা এবং পুনর্গঠন;এই তিনটি শব্দ উত্তরবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত।

নির্বাচনের সময় এই অঞ্চলের দিকে সব দলেরই বিশেষ নজর থাকে। কারণ উত্তরবঙ্গের ফলাফল অনেক সময় রাজ্যব্যাপী ক্ষমতার ভারসাম্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু আসনের পরিবর্তনও পুরো রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এই কারণেই উত্তরবঙ্গকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রায়ই সুইং অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেন। তবে উত্তরবঙ্গের রাজনীতি শুধু ভোটের অঙ্ক নয়, এটি একটি আবেগের রাজনীতি। এখানে মানুষের প্রত্যাশা অনেক সময় উন্নয়ন, পরিচয় এবং মর্যাদার প্রশ্নে কেন্দ্রীভূত হয়।

এই প্রত্যাশা পূরণ না হলে

সাহিত্যিক প্রেমেন মিত্র

শঙ্করলাল কর্মকার

সাহিত্যের শহর কলকাতা থেকে প্রেমেন আরও একবার ঢাকায় এলেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করবেন। ছাত্রাবাসে ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হত সেই কাজে তাঁকে ডাকা হল। স্বদেশপ্রেমিক মেরুদণ্ড সোজা মানুষ প্রেমেন সহায়তা করতে অস্বীকার করলেন। অক্সফোর্ড মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে এই অপরাধ ক্ষমার নয় বিতাড়িত করা হল তাঁকে। স্কটিশ চার্চ কলেজে কলা বিভাগে

পড়তেন । ইচ্ছা হল কলার পরিবর্তে বিজ্ঞান পড়লে হয়, ছেড়ে দিলেন স্কটিশ চার্চ,ভর্তি হলেন সাউথ সুবার্বন কলেজের বিজ্ঞান শাখায়। সেই ছেলের কল্পনার দ্বার খুলে দিয়েছিল একটা জীর্ণ পোস্টকার্ড। ১৯২৩-এর নভেম্বর মাসে কলকাতার এক মেসে সাধারণ সেই পারিবারিক চিঠি পান তিনি । সারারাত জেগে লিখলেন দুটো গল্প 'কেরাণী' ও 'গোপনচারিণী'।' প্রবাসী'র মত এলিট প্রত্রিকায় পাঠান গল্প দুটি। ঢাকা শহরে বসে খবর পেলেন 'প্রবাসী'র ১৯২৪-এর মার্চ ও এপ্রিল মাসে দুটি গল্পই প্রকাশিত হয়েছে। ডাক্তারি পড়বেন বলে ঢাকা গিয়ে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন ঢাকা'র মেডিকেল স্কুলে । কিন্তু সেখানে অগ্রাধিকার দেওয়া হত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নাম থাকল অপেক্ষার তালিকায়। অপেক্ষা না করে ভর্তি হলেন ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। কলকাতা থেকে বাড়ি ভাড়ার টাকা আসত,অর্থাভাব ছিল না। সাহিত্য চর্চার উৎসাহ শামিত রেখে মন দেন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায়। ঢাকা শহর প্রেমেন্দ্রের হৃদয় জিতলেও ১৯২৪সালে তিনি বারবার কলকাতায় ছুটে আসেন সাহিত্য ও পত্রিকার টানে। সারারাত জেগে লিখেন কিছু যাদের নেই,-যারা কেউ নয়, তাদের সেই শূন্য একরঙা ফ্যাকাশে জীবনের গল্প কি হতে পারে না?হোক বা না হোক তাদের কথা লিখব বলে কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। তখন তিনি বিখ্যাত কোনও লেখক নন। উদাস, বাউন্ডুলে মন, কলেজের বদলে যেতেন চিড়িয়াখানায়। কোনও কাজে নিজেকে টানা জড়িয়ে রাখতে পারতেন না। অনেকটা শিবরাম চক্রবর্তীর মত স্বভাব। স্বয়ং শিবরাম প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে বলতেন, প্রেমেনের মতো মিত্র হয় না। যখন সাহিত্যের আকাশে তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র, শারদীয় সংখ্যায় লেখার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্যস্ত।

চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা আশিসের, শীর্ষনেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩ জুনঃ ফের ভাঙন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসে। জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান এবং জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন রামপুরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার শীর্ষনেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তিনি। তবে আপাতত দল ছাড়ছেন না। জানিয়েছেন, এ বার থেকে দলের সাধারণ সদস্য হিসেবেই কাজ করবেন। এ দিন ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। আশিস বলেন, ''এর আগে যে কারণে অভিজিৎ সিংহ রানা পদত্যাগ করেছেন, আমারও সেই একই কারণ। নির্বাচন পর্বে কোর কমিটির আহ্বায়কের অসহযোগিতার কারণেই নির্বাচনে ভরাডুবি।'' জেলা

কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত বলেন, ''আমি তো জেলা সভাপতি ছিলাম না। আমাকে তো দল নির্বাচনের দায়িত্ব দেয়নি। আমি নিজে যেচে গিয়েছি। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমাকে ওঁর এলাকায় ভোট পরিচালনার জন্য ডাকেননি।'' অনুব্রত মণ্ডলের জেলযাত্রার পরেই বীরভূম জেলায় কোর কমিটি গঠন করে দল পরিচালনা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সময় থেকেই কোর কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দল পরিচালনা করছিলেন আশিস। ২০২২-এর ১১ আগস্ট গোরু পাচারের অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের পরে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এ বার পদত্যাগের কারণ হিসেবে কোর কমিটির দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। একই সুর শোনা গিয়েছিল লাভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ রানার মুখেও। গত ৩০ মে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, বিধানসভা নির্বাচনে কোর কমিটি দায়িত্ব পালন করেনি এবং ৪ মে ফলপ্রকাশের পরেও কোনও পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়নি।

দাঁইহাট পুরসভায় চরম সংকট

চেয়ারম্যানের পর ইস্তফা ১০ কাউন্সিলরের, ভেঙে গেল বোর্ড

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ জুনঃ একের পর এক কাউন্সিলরের পদত্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাটোয়ার দাঁইহাটে। ভোট-পরবর্তী পালাবদলের এক মাসের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরসভায় কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর বুধবার পর্যন্ত ১০ জন কাউন্সিলর ইস্তফা দেওয়ায় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এই পুরসভার চেয়ারম্যান পদে বসতে কেউই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে পুরসভা পরিচালনা নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে দাঁইহাট পুরসভায় তীব্র আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে। পুরসভার তহবিল প্রায় শূন্য হয়ে পড়ায় অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এপ্রিল মাস থেকে প্রায় ২০০ জন অস্থায়ী কর্মী বেতন পাননি। বেতন না পাওয়ায় কর্মীদের আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয় এবং পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হতে থাকে। এই পরিস্থিতির দায় স্বীকার করে পুরসভার চেয়ারম্যান সমর সাহা পদত্যাগ করেন। তিনি জানান, আর্থিক সংকটের কারণে কর্মীদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি। পাশাপাশি বোর্ডের বৈঠকে মাত্র দু'জন সদস্য উপস্থিত হওয়ায় অনাস্থার বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই কারণেই তিনি নৈতিক দায়িত্ব

নিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। চেয়ারম্যানের পদত্যাগের পর পরিস্থিতি সামাল দিতে ভাইস চেয়ারম্যান অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় একটি তলবি সভা ডাকেন। উদ্দেশ্য ছিল পদত্যাগপত্র গ্রহণ এবং নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করা। কিন্তু বৈঠকের আগেই শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অমরেন্দ্রনাথ দাস-সহ ১০ জন কাউন্সিলর মহকুমাশাসকের কাছে তাদের পদত্যাগপত্র জমা দেন। এর ফলে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচনের উদ্যোগ ভেস্তে যায়। ভাইস চেয়ারম্যান জানান, বোর্ডে থাকা ১০ জন সদস্যের পদত্যাগের ফলে কার্যত পুর বোর্ড ভেঙে গিয়েছে। বিষয়টি বুধবার লিখিতভাবে মহকুমাশাসককে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে দু'মাস ধরে বেতন না পেয়ে চরম সংকটে পড়েছেন অস্থায়ী কর্মীরা। জুন মাসের বেতন পাওয়ার সম্ভাবনাও অনিশ্চিত বলে মনে করা হচ্ছে। কর্মীদের আন্দোলন অব্যাহত থাকায় পুরসভার পরিষেবা আরও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বর্তমানে দাঁইহাট পুরসভার ভবিষ্যৎ প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন শহরবাসী ও কর্মীরা।

পৌরপ্রধান হতেই মাটির বাড়ি রাতারাতি 'রাজপ্রাসাদ'

আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ কোথায় পেলেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাঁশকুড়া, ৩ জুনঃ ছিল মাটির বাড়ি। পৌরপ্রধান হওয়ার পর সেই বাড়িই ভেঙে হল রীতিমতো রাজপ্রাসাদ। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ কি পেয়েছিলেন পাঁশকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান নন্দ মিশ্র? বিজেপি আর সিপিএম বলছে, এই আশ্চর্য প্রদীপ হল তোলাবাজি, আবাস যোজনার কাটমানি। তবে এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিলেন না প্রাক্তন পৌরপ্রধান নন্দ মিশ্র। তাঁর দাবি, কোনও দুর্নীতি করেননি তিনি। নিজের ও পুত্রের কষ্টার্জিত টাকাতেই বাড়ি করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, ২০১৭ সালে পাঁশকুড়া পৌরসভার পৌরপ্রধান নির্বাচিত হন নন্দ মিশ্র। সেই সময় তাঁর মাটির বাড়ি ছিল। পৌরপ্রধান হওয়ার পরই উল্কার গতিতে উত্থান শুরু হয় নন্দ মিশ্রের। মাটির বাড়ি ভেঙে তৈরি করেন সুসজ্জিত বাড়ি। বাড়ির নাম প্রেরণা। বারান্দায় কাচ-সহ বাড়িতে দামি পাথর বসানো হয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য। কীভাবে বদলে গেল নন্দ মিশ্রের আর্থিক অবস্থা? বামেদের অভিযোগ, আবাস যোজনা, তোলাবাজি, কাটমানি, সরকারি জমি বিক্রি- সব কিছুতেই নাম জড়ায় প্রাক্তন পৌরপ্রধান নন্দ মিশ্রের। সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি বলেন, ''আগে কী বাড়ি ছিল, আর তৃণমূলের জমানার পরে কী বাড়ি হয়েছে বা সম্পত্তি হয়েছে, সেটা মানুষ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। পুরোটাই তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে হয়েছে। আবাস যোজনার

কাটমানি, তোলাবাজি এসব করেই সম্পত্তি করেছেন।'' অন্যদিকে, বিজেপির পাঁশকুড়া নগর মণ্ডল সভাপতি সুকুমার ভুঁইয়া বলেন, ''তৃণমূল মানেই কাটমানি। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বর্তমানে পৌরসভার প্রশাসক দুর্নীতির তদন্ত করছেন। দুর্নীতিতে দোষী সাব্যস্ত হবেই।'' তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে পাঁশকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপ্রধান নন্দ মিশ্র ফোনে বলেন, ''আমি যদি কারও পয়সায় চা খেয়ে থাকি, যদি সেটা প্রমাণ করতে পারে, তাহলে কান ধরে উঠবস করব। বিরোধীরা বিরোধিতা করবেই। আমি এলআইসি এজেন্ট, আমার ছেলে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, সেই পয়সা থেকেই বাড়ি করেছি। বিরোধীদের ভিত্তিহীন অভিযোগ।'' বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের প্রভাব খাটিয়ে নন্দ মিশ্রের ছেলে সমবায় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছেন। সবমিলিয়ে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের নেতাদের বৈভবের ছবি সামনে আসছে।

'আবাসের টাকা ঢুকতেই পৌঁছে যান শাহাজান', মুহূর্তে 'গায়েব' ৪০ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী, ৩ জুনঃ আবাস প্রাপকের তালিকায় নাম উঠেছে। এবার পাকা বাড়ি হবে। এই আশাতেই বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু, আবাসের টাকা ঢুকতেই পৌঁছে গেলেন তৃণমূল নেতা। অভিযোগ, আবাসের প্রাপ্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে যান ওই তৃণমূল নেতা। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর। রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ। রাজ্যের পূর্বতন শাসকদলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার ভূরি ভূরি অভিযোগ নতুন কিছু নয়। সেই কাটমানির থাবা থেকে বাদ গেলেন না ষাটোর্ধ্ব শারীরিক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধ সাইফুদ্দিন সর্দার। তাঁর বাড়ি বাসন্তী বিধানসভার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢুড়ি গ্রামের ৫০ নম্বর বুথ এলাকায়। সাইফুদ্দিনের অভিযোগ, আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই বুথের তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য রেজিনা সর্দারের স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা শাহাজান সর্দার তাঁর আবাস যোজনার ঘরের টাকা থেকে কাটমানি নিয়েছেন। তৃণমূল নেতা শাহাজান সর্দারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সাইফুদ্দিন সর্দার বলেন, সরকার থেকে তাঁর নামে একটি আবাস যোজনার ঘর মঞ্জুর হয়। নিয়ম মেনে ঘরের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পান। অভিযোগ, টাকা পাওয়ার

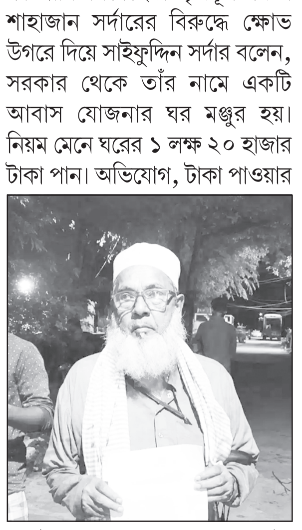

পরেই তৃণমূল নেতা শাহাজান সর্দার তাঁকে ভয় দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকা কাটমানি হিসেবে কেড়ে নেন। সাইফুদ্দিনের কথায়, ''আমি একজন প্রতিবন্ধী মানুষ। দু'চোখে ভালোভাবে দেখতে পাই না। তখন ভয়ে মুখ খুলতে পারিনি, কিছু বলতেও পারিনি। আজ সাহস পেয়েছি, তাই সঠিক বিচার চেয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছি।'' শুধুমাত্র সাইফুদ্দিন সর্দারই নন, হাফিজুল সর্দার নামে আরও এক ব্যক্তি ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার একই অভিযোগ তুলেছেন। তৃণমূল নেতা শাহাজান সর্দার তাঁর কাছ থেকেও ৩০ হাজার টাকা কাটমানি হিসাবে নিয়েছেন বলে অভিযোগ করে তিনিও পুলিশের দ্বারস্থ হন। জানা গিয়েছে, অভিযোগকারীরা প্রথমে বাসন্তীর শিমুলতলা পুলিশ ক্যাম্পে যান। এরপর সেখান থেকে রাতে বাসন্তী থানায় গিয়ে তৃণমূল নেতা শাহাজান সর্দারের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

মাথাপিছু ৩০ হাজার টাকায় ভারতে আসা, বছরের পর বছর বসবাস!

কুলতলী থানা এলাকায় আটক ১৮ জন বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিন ২৪ পরগনা, ৩ জুনঃ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশের এক মারাত্মক ও আন্তর্জাতিক চক্রের হদিস পেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলী থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এক বিশেষ অভিযান চালিয়ে বুধবার ভোরে কুলতলীর গোদাবর এলাকার একটি স্থানীয় ইটভাটা থেকে মোট ১৮ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ১২ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা এবং বাকি ৬ জন শিশু রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কোনও বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে এসে, গত কয়েক বছর ধরে এরা এ দেশেই রীতিমতো ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে অনুপ্রবেশের সুপরিকল্পিত ছক। জেরার মুখে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে, তারা প্রত্যেকেই এক প্রভাবশালী দালাল চক্রের মাধ্যমে বেআইনিভাবে কাঁটাতারের বেড়া টপকে ভারতে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত পার করার জন্য সীমান্ত সংলগ্ন আন্তর্জাতিক দালালদের মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছিল তাদের। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কাঁটাতারের বেড়া টপকে এই বাংলাদেশিরা প্রথম ভারতে ঢোকে। ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচতে তারা প্রথমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকার বিভিন্ন ইটভাটায় নিজেদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন করে সাধারণ দিনমজুর বা শ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করে। তদন্তে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, ভাঙড়ের ইটভাটায় কিছুদিন কাজ করার পর এই দলটি নিজেদের আড়াল করতে আরও নিরাপদ ও প্রত্যন্ত আশ্রয়ের খোঁজে সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা কুলতলীর গোদাবর এলাকায় চলে আসে। সেখানকার একটি স্থানীয় ইটভাটায় তারা নতুন করে শ্রমিকের কাজ নেয়। এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ইটভাটার মালিক বা স্থানীয় প্রশাসন, কেউই প্রাথমিক স্তরে টের পায়নি যে এরা প্রত্যেকেই আসলে ভিনদেশের নাগরিক। ভিসা, পাসপোর্ট বা ভারতের কোনও বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র ছাড়াই কেউ দু'বছর, আবার কেউ দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই এলাকায় অত্যন্ত নিশ্চিন্তে বসবাস করছিল। প্রশাসন সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরেই কুলতলী থানার পুলিশের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর আসছিল যে, সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার বেশ কিছু ইটভাটাতে পরিচয় লুকিয়ে বহিরাগত কিছু শ্রমিক কাজ করছে, যাদের গতিবিধি সন্দেহজনক। তারপরই কুলতলী থানার আইসি-র নেতৃত্বে একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী বুধবার ভোরে গোদাবর এলাকার ওই নির্দিষ্ট ইটভাটায় আকস্মিক হানা দেয়। জেরার মুখে বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা বা ভারতের কোনও বৈধ নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র দেখাতে না পারায়, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকেই ওই ১৮ জনকে আটক করে সরাসরি থানায় নিয়ে আসে। কুলতলী থানার পুলিশ জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের থানায় এনে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। আইনি নিয়ম অনুযায়ী, ধৃতদের মধ্যে থাকা ৬টি শিশুকে সার্বিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক আইনি প্রক্রিয়ার পর আপাতত একটি 'হোল্ডিং সেন্টারে' পাঠানো হয়েছে। ধৃত অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট-সহ সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পরবর্তী কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/1131/ 2026 dt. 02.06.2026

tender is invited by the Principal from the reputed contractors/agencies for outsourcing of GDA. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in, Last date of Bidding is 23/06/26.
Sd/-Principal

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী নিমাই ঘুঘু, পিতা স্বর্গীয় বিষ্টুপদ ঘুঘু, সাং-ঘুঘুপাড়া, পোঃ-ভট্টনগর, থানা-লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, মহাশয় ২৩.১১.১৯৯০ তারিখে হাওড়া অ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত বিয়িং নং.-৬৬৯/১৯৯০ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা শ্রীমতি কমলা ঘুঘু, স্বামী নিমাই ঘুঘু মহাশয় নিকট হইতে আমমোক্তার গ্রহণ করেন। মৌজা-চকপাড়া, জে.এল. নং-১১১ সাবেক দাগ নং-৬১২, হাল দাগ নং-৭৯৯, হাল খতিয়ান নং-৫৫৮ মোট ১.২২ একর শালি জমি বিক্রিয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে দাতার কোন আপত্তি থাকিলে তিনি বালি জগাছা বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

OFFICE OF THE PRINCIPAL
TAMRALIPTO GOVT. MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL
TAMLUK, PURBA MIDNAPUR
TENDER NOTICE
Memo No. TGMCH/1132/ 2026 dt. 02.06.2026

tender is invited by the Principal from the reputed contractors/agencies for outsourcing of securities. Details can be downloaded from www.wbhealth.gov.in & www.wbtender.gov.in, Last date of Bidding is 23/06/26.
Sd/-Principal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

E-tender is invited by the Commissioner of Police Kolkata for **1)** "Repairing & painting of Barracks & bathrooms with APP work of Beniapukur PS, during the year 2026-2027." **2)** "Painting & necessary repairing of ceiling & wall of all bathrooms including doors & windows of Lake PS, during the year 2026-2027." **3)** "Thorough outside repairing and painting of Annex Building of Tala PS situated at 6, Tarasankar Sarani, Kolkata-700037, during the year 2026-2027." **4)** "Modification of Courtyard with Cement Concreting at DMG Office premises within the Compound of PTS, during the year 2026-2027." **5)** "Sinking of a deep tube well 100mm dia with top enlargement 200mm dia upto 120 mtr. Depth by rig boring system within Hare Street Police Station located at 42, C.R. Avenue, Kolkata-700012, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is **15/06/2026 up to 12:00 hours.** The NIT Document and other details will be available in the website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.
ICA-T9167(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/KMCESD/PW Dte. invite online tender for the work of "SITC of Concealed Split type AC machine in Room No-211 (Teaching Bay), under RIO Medical College & Hospital, kolkata-Electrical Installation Work." NIQ No.:- WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-01/2026-27, Tender Id : 2026_WBPWD_5014192_1. Bid Submission Start Date:18/05/2026. Bid Submission Closing Date: 12/06/2026 up to 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/PW Dte/Govt. of W.B.
ICA-T9190(1)/2026

OFFICE OF THE LADHURKA GRAM PANCHAYAT
Vill+PO-Ladhurka, PS-Hura, Purulia, Pin-723148
e-mail id: ladhurkagp@gmail.com

NIeT No. WBPUR/LGP/ HURA/NIT(e)-01/26-27, Memo No-89/LGP/26-27, Date-03/06/2026
Sale of Tender form (Online) **03/06/2026 to 12/06/2026 5:00 PM.** Last date of Dropping Tender Paper (Online)- **12/06/2026 (up to 05:00 PM).** Opening of Tender (Online) **15/06/2026 (03:00 PM.).**
Sd/- **Pradhan Ladhurka Gram Panchayat**

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. EE(E/M)/GAP-I/EM/KMDA/ T-01(E)/2026-27

Online two-part item rate e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/GAP-I, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from reliable, resourceful, bona-fide and experienced agencies, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money to be Deposited, Time of Completion,** Supply, delivery of necessary consumables for smooth functioning of sewage pumps at Serampore LS-I, Serampore LS-II & Serampore LS-III under GAP-I, EM, KMDA., Rate to be quoted, Rs.4,700/- (Balance amount to determine @2% of contract/accepted amount is to be deposited before issuing of work order), 10 days, **Last date & time for online Tender Submission:** 19.06.2026, 13:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in (KMDA-65)
www.wbtenders.gov.in ICA-T9143(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W. Dte., South Kolkata Health Electrical Sub-Division-I, P.W. Dte invites online bids for Name of work : "SITC of AC machines and allied Electrical Installation work at Labour room of Baghajatin State General Hospital, Jadavpur." Vide Tender ref. no.- WBPWD/AE/SKHESD-I/NIQ-03/26-27 and Tender ID.: 2026_WBPWD_5014656_1. Last date of document download and bid submission for the tender is 16.06.2026 up to 12:00 P.M. Detail information/ download/upload will be available from the website: **http://etender.gov.in** and **http://pwdwb.in** Sd/- Assistant Engineer, South Kolkata Health Electrical, Sub-Division-I, P.W. Dte.
ICA-T9181(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 15/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014864_1, Date: 02.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 06.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 15.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 17.06.2026 at 12.00 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA-T9214(1)/2026

E-TENDER NOTICE
Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 01/BDO/2026-27

E-Tenders are invited for 1 no Civil work. Bid submission start-03/06/2026. Ends-10/06/ 2026. For more details, please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/- Block Development Officer
Labpur Development Block

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension

Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Replacement of old VRF type Air Conditioning Machine by new Conceal Split and Cassette type Air Conditioning Machine with allied Electrical Works at Seminar Hall, Senior Special Secretary Chamber, Additional Secretary Chamber at Department of "Sundarban Affairs" Mayukh Bhawan (3rd floor), Salt Lake, Kolkata-91" **Tender No : WBPWD/EE/BED/e-NIQ-183/2025-26_2nd call & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5013917_1.**

Bid submission Closing Date (Online)	01.06.2026 up to 15:00 Hrs.	15.06.2026 up to 15:00 Hrs.
Technical Bid Opening Date	03.06.2026 at 15:05 Hrs.	17.06.2026 at 15:05 Hrs.

Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.
ICA-T9203(1)/2026

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
E-TENDER NOTICE

E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide
Notice no.: NIT-293, Dated-18.05.26
33 NOS OF WORKS (fund-MPLADAS,15th FC,BEUP,SBM)
Sd/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, Dum Dum Sub-Division, P.W. Dte. invites online 04(four) Nos e-tender for the work of **1) Restoration work of damage done by various service providers at DP Sashmal Avenue under Kolkata North Division, P.W.Dte., during the year 2026-2027,** Estimate Amount Rs. 4,98,497.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5014794_1. **2) Emergent restoration work of damage to be done by various service providers near Paikpara crossing on BT Road, Kolkata bound lane (Ch. 6.95 KMP), during the year 2025-26, under Kolkata North Division, P.W. Dte.** Estimate Amount Rs. 2,78,226.00, TenderID : 2026_WBPWD_5014794_2. **3) Restoration of black top & ICBP surface damaged due to cutting done by North Dum Dum Municipality for repairing underground pipeline at various location in between Mahajati Girls'high School (ch.0.300km) & LL'L2k khal (ch. 0.750 km) on Madhusudan Banerjee Road under Kolkata North Division, P.W. Dte. during the year 2026-2027.** Estimate Amount Rs. 285311.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5014794_3. **4) Group list for day to day mtc & repair of Sanitary & plumbing works of Dum Dum Sub-Division & Kolkata North Division office building under Kolkata North Division (PWD) during the year 2026-27.** Estimate Amount Rs.100000.00, Tender ID : 2026_WBPWD_5014794_4, NIeT No: WBPWD/AE/DDSD/NIeT-01/2026-2027. Bid Submission upload start date 06.06.2026 from 12:00 Hours, Bid Submission upload end date : 15.06.2026 up to 12:00 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- AE, DDSD, PWDte. GOVT. OF W.B.
ICA-T9187(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P W (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 14/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014848_1. Date: 02.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 06.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 15.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date: 17.06.2026 at 11.30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division P.W.(Roads) Directorate.
ICA-T9212(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 11/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014820_1, Date : 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date: 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date : 15.06.2026 at 01:15 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T9200(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 07/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014809_1, Date: 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date : 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date : 15.06.2026 at 12:15 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T9196(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Overhauling, cleaning, servicing and checking of 2 nos. 500KVA Dry type Transformer, 11 kV 3-Panel HT VCB and LT ACB Panel with replacement of faulty spare parts including earthing installation in the Sub-station of Barasat Government Medical College and Hospital in North 24 Parganas district." NIT No: 144/T of 25-26 2nd Call of AE/BESD, Tender Id : 2026_WBPWD_5014850_1. Bid Submission Start date (Online) : 02.06.2026. Bid Submission Closing date (Online) : 15.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- P Nandi, ASSISTANT ENGINEER, P.W.D, BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.
ICA-T9183(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Due to non-availability of minimum required number bidders, the last date of submission of Bid for this office e-Tender No: WBPWD/EE/03/IR/T/ KCED/II of 2026-27, (Tender ID: 2026_WBPWD_5014106_1) Is hereby extended up to 02.00 P.M. on 11.06.2026. NIT, Tender documents and corrigendum may be downloaded from the Website: http://www.pwdwb.in and e-Tender portal https://wbtenders.gov.in Sd/- B.Mandal Executive Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Division
ICA-T9175(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM to e-NIT

WBIW/EE/BDD/e-NIT-01e/2026-27, Sl-01 TO 04. Due to unavoidable circumstances changes have been made in Clause- 25, Schedule for important dates of the above e-NIT:-5) Document Download end date shall be read as : 11.06.2026 till 11.30 Hrs. 6) Bid Submission end date shall be read as 11.06.2026 till 12.00 Hrs. **7) Technical** Bid Opening Date shall be read as : 11.06.2026 at 13:00 Hrs. Details may also be had in Government website www.wbiwd.gov.in or https://wbtenders.gov.in All other terms and conditions shall remain unchanged. Sd/- Executive Engineer Bidyadhari Drainage Division Taki Road Barasat, Kol-700124.
ICA-T9157(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 04/EE/O&M-IA/W&S/ KMDA/2026-27

Online tender is invited by The Executive Engineer, Division-O&M-IA, W&S Sector, KMDA, 3rd Floor, HIT (Annex) Building, Howrah Maidan, Howrah-711101, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firm / company / individual contractor, for the work, **Name of the Work, Cost of work, Earnest Money, Time of Completion,** Surging & development of (300x200) mm dia three (3) Nos DTWs at Prasastha Kalitala, Panchpara Badamtala & Raghudevbati Kanyamoni PH under Division (O&M-IA), Howrah., Rs.2,35,490/-, Rs.4,710/-, 30 days, **End date & time of Online Bid submission:** 17.06.2026 (Up to 17.00 hrs.), for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-75)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T9146(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

A.E., PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division invites e-Tender vide **N.I.T. No. WBPWD/AE-KRESD/NIT-08/2026-27** with Tender ID- **2026_WBPWD_5014860_1** for **"Special Repairing and replacement of old electrical installation work of North side (Ground floor) Minister Quarter and South Side (Ground Floor) Minister Quarter at Great Eastern End in parity with related civil works under Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-division, PWDte."** Last date of bid submission is 15.06.2026 upto 1:00 P.M. Other details may be seen at Website: **http://www.tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Raj Bhavan Electrical Sub-Division.
ICA-T9208(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/KMCESD/P.W. Dte. invite online tender for the work of "Supply and Fixing 2X2 LED Light Fittings at Different Building Under JE-3 Kolkata Medical College and Hospital, Kolkata." NIQ No. :- WBPWD/AE/KMCESD/NIQ-02/2026-27, Tender Id : 2026_WBPWD_5014223_1. Bid Submission Start Date : 19/05/2026. Bid Submission Closing Date : 15/06/2026 upto 01:00 P.M. Sd/- A. Bose/AE/KMCESD/P.W. Dte/Govt. of W.B.
ICA-T9206(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING QUOTATION

Office of the Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites quotations for the supply of AC Motor/Maxi Cab with Engine capacity less than or equal to 2000 C.C on hire basis. Ref : NIQ No. 09/2026-2027 & Tender Id: 2026_WBPWD_5014813_1, Date : 01.06.2026 of AE, Kolkata MSD, PWR. Bid submission start date : 05.06.2026 at 11:00 A.M. Bid submission Last date up to 13.06.2026 at 11:00 A.M. Bid opening date : 15.06.2026 at 12:45 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.Q. and Tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Assistant Engineer, Kolkata Mechanical Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate.
ICA-T9198(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Surya Mondal,** Father's Name - **Lt. Bhupal Mondal**, of Vill+PO - Gangrai, PS - Bishnupur, Dist - South 24 Parganas, who has been missing Since 30.04.2026, under Bishnupur PS area , Description of this missing person is: **Age -** 52 Years, **Complexion** - Fair, **Height** - 5 Feet 5 Inch, **Wearing** - Black Pant & Sky Shirt. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA-D794(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Sunyana Laskar,** Father's Name - **Sahida Laskar**, of Vill - Jayanpur, PO - Dinggelpota, PS - Narendrapur, Kolkata - 151, Dist - North 24 Pgs, who has been missing Since 21.03.2026, at about 10.00 hrs, Residence Under Narendrapur PS, Description of this missing person is: **Age -** 13 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 4 Feet 5 Inch, **Wearing** - Pink Churidar. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA-D796(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
INFORMATION WANTED

This is the Photograph of **Soniya Mondal,** Father's Name - **Abdul Hai Mondal**, of Vill + PO - Dharampukuriya, PS - Bangaon, Dist - North 24 Pgs, A/P - Gheedha Sukanta Pally, PO - Nilganj Bazar, PS - Mohanpur, Dist - North 24 Pgs, who has been missing Since 21.02.2026, at about 09.00 hrs, Residence under Mohanpur PS, Description of this missing person is: **Age -** 16 Years, **Complexion** - Sallow, **Height** - 5 Feet 1 Inch, **Wearing** - Orange Churidar and Blue Leggings with red Orna, **Language** - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata - 700027, Phone No: 033-24506120
ICA-D800(3)/2026

বেড়ানো

গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছেন? ব্যাগ গোছানোর এই ৩ ভুলেই নষ্ট হতে পারে পুরো ট্রিপ!

গরমের ছুটি মানেই ভ্রমণের পরিকল্পনা। কেউ পাহাড়ের পথে, কেউ সমুদ্রের ধারে, আবার কেউ বা পরিবারের সঙ্গে ছোট্ট সপ্তাহান্তের সফরে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু ট্যুরের আনঃদ শুরু হওয়ার আগেই অনেকের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটি কাজ-লাগেজ গোছানো। কী নেবেন, কতটা নেবেন, কীভাবে ব্যাগে রাখবেন-এসব ভাবতে গিয়েই ঘটে একাধিক ভুল। আর সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় ভ্রমণের মাঝপথে। অনেকেই মনে করেন, ব্যাগ গোছানো একটি সাধারণ কাজ। কিন্তু অভিজ্ঞ পর্যটকদের মতে, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া লাগেজ প্যাক করলে নানা ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় না, কখনও আবার অতিরিক্ত বোঝা টানতে গিয়ে ভ্রমণের আনঃদটাই মাটি হয়ে যায়। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু সাধারণ ভুল প্রায় প্রত্যেক পর্যটকই করে থাকেন। আর এই ভুলগুলো এড়াতে পারলেই সফর অনেক বেশি আরামদায়ক ও ঝামেলামুক্ত হতে পারে।

১. সু ঃদর দেখতে ব্যাগের মোহে ব্যবহারিক দিক ভুলে যাওয়া-অনেকেই ভ্রমণে বেরোনোর আগে এমন ব্যাগ বা স্যুটকেস বেছে নেন, যা দেখতে আকর্ষণীয় এবং ছবিতে ভালো লাগে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে স্টাইলিশ লাগেজ যেন অনেকের কাছেই ফ্যাশনের অংশ হয়ে উঠেছে। কিন্তু শুধুমাত্র বাহ্যিক সৌঃদর্য দেখে ব্যাগ নির্বাচন করা বড় ভুল হতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, ব্যাগটি দেখতে চমকার হলেও ভিতরে পর্যাপ্ত জায়গা নেই। ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ব্যাগ নিতে হয়। এতে একদিকে যেমন যাত্রা জটিল হয়ে ওঠে, অন্যদিকে বিমান সফরের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লাগেজের জন্য আলাদা খরচও গুনতে হতে পারে। ভ্রমণের জন্য ব্যাগ নির্বাচন করার সময় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত তার ধারণক্ষমতা, ওজন, চাকার মান, বিভিন্ন কম্পার্টমেঃটর সুবিধা এবং বহন করার আরামকে। মনে রাখতে হবে, একটি ভালো ভ্রমণ ব্যাগ শুধু সু ঃদর হলেই চলবে না, সেটি ব্যবহারিকও হতে হবে।

২. প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস ভরে ফেলা-ভ্রমণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ভুলগুলোর একটি হল ‘ প্রয়োজন হয়’ ভাবনা থেকে অতিরিক্ত জিনিসপত্র নেওয়া।

অনেকের মনে হয়, জামাকাপড় ভিজে যেতে পারে, জুতো নষ্ট হতে পারে, ওষুধ লাগতে পারে, খাবার কম পড়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই তাঁরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জিনিস ব্যাগে ভরে ফেলেন।

ফলাফল কী হয়? হোটেলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। পুরো ব্যাগ ওলটপালট করেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি হাতের কাছে পাওয়া যায় না। এছাড়া ভারী লাগেজ বহন করতে গিয়ে শারীরিক ক্লান্তিও বেড়ে যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভ্রমণের আগে একটি তালিকা তৈরি করা সবচেয়ে কার্যকর উপায়। কোথায় যাচ্ছেন, কত দিনের জন্য যাচ্ছেন এবং আবহাওয়া কেমন থাকবে-এসব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা বানিয়ে ফেলুন। তালিকার বাইরে অপ্রয়োজনীয় কিছু না নেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রয়োজনে মোবাইলের নোটপ্যাড বা একটি ছোট ডায়েরিতে প্রয়োজনীয় জিনিসের তালিকা লিখে রাখুন। এতে প্যাকিংয়ের সময় যেমন সুবিধা হবে, তেমনই কিছু বাদ পড়ার সম্ভাবনাও কমবে।

৩. ব্যাগের অবস্থা পরীক্ষা না করেই রওনা দেওয়া জামাকাপড়, প্রসাধনী, চার্জার কিংবা প্রয়োজনীয় নথিপত্র নেওয়ার দিকে সবার নজর থাকে। কিন্তু যে ব্যাগে এসব বহন করা হবে, তার অবস্থাই যদি ঠিক না থাকে, তাহলে বিপদ অনিবার্য। অনেক পরিবারের ক্ষেত্রেই বছরে এক বা দু'বার ভ্রমণে বেরোনোর অভ্যাস রয়েছে। ফলে বছরের বাকি সময় ব্যাগ বা স্যুটকেস বাড়ির কোনও কোণে তুলে রাখা থাকে। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ার কারণে ব্যাগের চাকা, হ্যান্ডেল, চেন কিংবা স্ট্র্যাপ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ভ্রমণের দিন তাড়াহুড়োয় এসব খেয়াল না করলে মাঝপথে বড় সমস্যার মুখে পড়তে হতে পারে।

ভাবুন তো, বিমানবঃদর বা রেলস্টেশনে পৌঁছে যদি স্যুটকেসের চাকা খুলে যায়, কিংবা ব্যাকপ্যাকের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যায়, তাহলে কতটা অসুবিধায় পড়তে হবে! তাই যাত্রার অন্তত এক-দু'দিন আগে ব্যাগটি ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া জরুরি। চেন ঠিকমতো কাজ করছে কি না, চাকা ঘুরছে কি না, হ্যান্ডেল শক্ত আছে কি না-সবকিছু দেখে নিন। প্রয়োজনে আগেভাগেই মেরামত করিয়ে নিন। ভ্রমণকে সহজ করতে আরও কিছু টিপস-লাগেজ গোছানোর সময় ভারী জিনিস নিচে এবং হালকা জিনিস উপরে রাখুন। জামাকাপড় ভাঁজ করার বদলে রোল করে রাখলে জায়গা কম লাগে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র, ওষুধ এবং চার্জার এমন জায়গায় রাখুন, যাতে সহজে বের করা যায়। এছাড়া একটি ছোট ব্যাগে জরুরি জিনিস আলাদা করে রাখলে ভ্রমণের সময় অনেক সুবিধা হয়।

ভ্রমণ মানেই নতুন অভিজ্ঞতা, আনঃদ আর স্মৃতি তৈরি করা। কিন্তু ছোটখাটো অসাবধানতা সেই আনঃেদ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সফরের আগে একটু পরিকল্পনা, সঠিক ব্যাগ নির্বাচন এবং প্রয়োজনমতো প্যাকিং-এই তিনটি বিষয় মাথায় রাখলেই আপনার ট্রিপ হবে আরও স্বস্তিদায়ক, নিরাপদ এবং উপভোগ্য। মনে রাখবেন, সফল ভ্রমণের প্রথম ধাপ শুরু হয় সঠিকভাবে ব্যাগ গোছানো থেকেই।

কেরলে দরজায় কড়া নাড়ছে বর্ষা! স্বস্তির বৃষ্টিতে কবে ভিজবে বাংলা? জানাল আবহাওয়া দপ্তর

তীব্র গরম, অস্বস্তিকর আর্দ্রতা আর দাবদাহে কার্যত নাজেহাল দেশের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ। যেন বৃষ্টির প্রতীক্ষায় দিন গুনছে গোটা ভারত। এই পরিস্থিতির মধ্যেই সুখবর শোনাল ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি)। আবহাওয়াবিদদের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সবকিছু অনুকূলে থাকলে আগামী ৪ জুন কেরলে প্রবেশ করতে পারে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। এর ফলে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শুরু হবে বর্ষার বৃষ্টিপাত। তবে বাংলার মানুষ এখন একটাই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন-কবে রাজ্যে পৌঁছবে বর্ষা? প্রতিবছর সাধারণত ১ জুন কেরলে বর্ষার আগমন ঘটে। সেখান থেকেই ধাপে ধাপে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে মৌসুমি বায়ু। এ বছরও সেই সময়সূচি মোটামুটি বজায় থাকছে বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আইএমডির সাম্প্রতিক পূর্বাভাস অনুযায়ী, ৪ জুন কেরলে বর্ষার প্রবেশের পর দক্ষিণ ভারতের একাধিক এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কেরল, উপকূলীয় কর্নাটক এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশে আগামী কয়েক দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিপাত হতে পারে। কোথাও কোথাও ৭ থেকে ২০ সেঃটিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নিম্নাঞ্চলে জল জমা, যান চলাচলে বিঘ্ন এবং স্থানীয় পর্যায়ে বন্যা পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অন্যদিকে বাংলার দিকে

নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা। আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি গড় হিসাব অনুযায়ী, উত্তরবঙ্গে সাধারণত ১০ জুনের আশপাশে বর্ষার আগমন ঘটে। এরপর ধীরে ধীরে দক্ষিণবঙ্গের দিকে অগ্রসর হয় মৌসুমি বায়ু। তবে প্রতি বছরই বিভিন্ন আবহাওয়াগত কারণের জন্য এই সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। তাই এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে বর্ষা কবে ঢুকবে, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা। তবে আশার খবর হল, বর্ষা আনুষ্ঠানিকভাবে না এলেও আগামী কয়েক দিনে বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, পূর্ব ভারত, মধ্য ভারত এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের একাধিক এলাকায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে সেই তালিকায়। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েক দিন ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর সঙ্গে বজ্রবিদুৎ-সহ বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে এবং গরমের হাত থেকে সাময়িক স্বস্তি মিলবে। বিশেষ করে দীর্ঘদিনের দাবদাহের পর এই বৃষ্টি সাধারণ মানুষের কাছে অনেকটাই স্বস্তির বার্তা নিয়ে আসতে পারে। শুধু বাংলা নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও আবহাওয়ার পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। রাজধানী দিল্লি, রাজস্থান এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইভাবে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডেও বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ফলে তাপপ্রবাহের প্রকোপ কিছুটা কমতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির উপরই নির্ভর করছে বাংলায় বর্ষার আগমনের দিনক্ষণ। যদি কেরলে প্রবেশের পর মৌসুমি বায়ু স্বাভাবিক গতিতে এগোয়, তাহলে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই উত্তরবঙ্গে বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এরপর দক্ষিণবঙ্গেও ধীরে ধীরে বর্ষার প্রভাব বাড়বে। তবে আবহাওয়ার খামখেয়ালি আচরণের কারণে এখনই কোনও নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা সম্ভব নয়। বঙ্গোপসাগরের পরিস্থিতি, বায়ুর গতিপ্রকৃতি এবং বিভিন্ন নিম্নচাপের অবস্থানের উপর নির্ভর করবে পরবর্তী পরিস্থিতি। এদিকে গরমে অতিষ্ঠ বাংলার মানুষ এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে। কালো মেঘ জমলেই যেন নতুন আশার সঞ্চার হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস যদি সত্যি হয়, তাহলে খুব শীঘ্রই বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির মাধ্যমে মিলতে পারে স্বস্তি। আর বর্ষার আনুষ্ঠানিক আগমন হলে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে। এখন দেখার, কেরলে বর্ষার প্রবেশের পর কত দ্রুত মৌসুমি বায়ু উত্তর ও পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ সেই পথ ধরেই বাংলার আকাশেও নামবে বর্ষার প্রথম বৃষ্টি, আর তাতেই শেষ হবে দীর্ঘ গ্রীষ্মের দহনজ্বালা।

পাক রাষ্ট্রদূতের উদ্বোধন, পরে ‘বেআইনি তকমা! জাপানে ভাঙার মুখে পাকিস্তানিদের তৈরি বিতর্কিত মসজিদ

৩ জুন ঃ জাপানে পাকিস্তানি সম্প্রদায়ের তৈরি একটি মসজিদ ঘিরে তীব্র বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমতি ছা।াই নির্মাণ করা হয়েছিল ওই মসজিদটি। আর সেই কারণেই এবার সেটি ভেঙে ফেলার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে অস্বস্তিতে প।ছে টোকিওতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসও। কারণ, চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই জাপানে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল হামিদ আনুষ্ঠানিকভাবে ওই মসজিদের উদ্বোধন করেছিলেন।জাপানের কাওয়াগো শহরে অবস্থিত এই মসজিদ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয় স্থানীয় প্রশাসনের এক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর। সেখানে দাবি করা হয়, ভবনটি নগরোন্নয়ন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে বিশেষ অনুমতি ছা।া কোনওরকম স্থায়ী নির্মাণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রশাসনের বক্তব্য, মসজিদ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদনের কোনও বৈধ নথি পাওয়া যায়নি। সেই কারণেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভবনটি ভেঙে ফেলার প্রস্তাব জমা প।ছে। বর্তমানে সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় পৌর প্রশাসন।ঘটনার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক গুরুত্ব আরও বে।ে যায় যখন জানা যায়, গত ৩ এপ্রিল এই মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবদুল হামিদ। সেই অনুষ্ঠানের ছবি এবং ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছ।িয়ে প।তেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে- যদি নির্মাণটি অবৈধ হয়, তাহলে কীভাবে রাষ্ট্রদূত সেখানে উপস্থিত হলেন?সমালোচনার মুখে প।ে পরে পাকিস্তান দূতাবাস ব্যাখ্যা দেয়। দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আগে তাঁদের জানানো হয়েছিল যে জাপানের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সমস্ত অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। তাই বৈধতা সম্পর্কে সংঃদেহের কোনও কারণ তারা দেখেনি। তবে বিতর্ক সামনে আসার পর দূতাবাস নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে বাধ্য হয়।১ জুন সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ পাকিস্তান দূতাবাসের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, জাপানের আইন লঙ্ঘন করে তৈরি কোনও প্রকল্পের সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসের কোনও সম্পর্ক নেই। পাশাপাশি জাপানে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের সেদেশের সমস্ত আইন ও বিধিনিষেধ মেনে চলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।এই ঘটনাকে কেঃদ্র করে জাপানে ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। গত কয়েক বছরে জাপানের বিভিন্ন শহরে একের পর এক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মূলত দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা বা।ার কারণেই এই প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না।বিশেষত উপকূলবর্তী শহর ফুজিসাওয়াতে সম্প্রতি ব।স। প্রতিবাদ কর্মসূচি দেখা যায়। হাজার হাজার স্থানীয় বাসিঃদা রাস্তায় নেমে মসজিদ নির্মাণের বিরোধিতা করেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, আবাসিক এলাকায় নতুন ধর্মীয় স্থাপনা গ।ে উঠলে এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। প্রতিবাদকারীদের হাতে থাকা পোস্টার ও ব্যানারে লেখা ছিল- আমাদের শহরে আর কোনও মসজিদ নয়। সেই বিক্ষোভের ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হয়ে প।ে সামাজিক মাধ্যমে এবং তা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও আলোচনা শুরু হয়।যদিও মানবাধিকার সংগঠনগুলির একাংশ মনে করছে, ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনও স্থাপনার বিরোধিতা করা ঠিক নয়। তাঁদের বক্তব্য, জাপানে বসবাসকারী বিদেশিদেরও ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকারকে সম্মান জানানো উচিত। তবে একইসঙ্গে তাঁরা এটাও স্বীকার করছেন যে, যে কোনও নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয় আইন ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক।কাওয়াগোর এই মসজিদ বিতর্ক সেই বৃহত্তর টানাপো।েনকেই সামনে এনে দিয়েছে- একদিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা, অন্যদিকে স্থানীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ও নাগরিকদের উদ্বেগ। ফলে বিষয়টি শুধুমাত্র একটি অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে সীমাবদ্ধ নেই এটি এখন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক আলোচনার কেঃদ্র উঠে এসেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, জাপানের মতো দেশে যেখানে নগর পরিকল্পনা এবং নির্মাণ আইন অত্যন্ত কঠোর, সেখানে কোনও ধর্মীয় বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে গেলে নিয়ম ভাঙার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। তাই যদি সত্যিই অনুমতি ছা।া নির্মাণ করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিতেই পারে। এমনকি ভবন ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তও অস্বাভাবিক নয়।এদিকে পাকিস্তান দূতাবাস এখন স্পষ্টতই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে। কারণ, রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতি এই ঘটনাকে সাধারণ প্রশাসনিক বিতর্কের গণ্ডি ছা।িয়ে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক আলোচনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন, কোনও বিদেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধি কি নির্মাণের বৈধতা যাচাই না করেই এমন অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া উচিত ছিল?সব মিলিয়ে কাওয়াগোর এই মসজিদ এখন জাপানে বিদেশি সম্প্রদায়ের ভূমিকা, ধর্মীয় স্থাপনা নির্মাণ এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগ- এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে নতুন করে সামনে এনে দিয়েছে। প্রশাসন শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেদিকেই নজর আন্তর্জাতিক মহলের।

সুদানে ভারতীয় সেনার দাপট, ৫৬৫ জন ‘ হেলমেটস’ পেলেন রাষ্ট্রসংঘের শান্তি পুরস্কার

৩ জুন ঃ ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের উপর ফের নতুন চাপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন প্রশাসন ভারত-সহ প্রায় ৬০টি দেশের পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। প্রস্তাব অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ভারতের রপ্তানি পণ্যের উপর ১২.৫ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হতে পারে। যদিও বিষয়টি এখনও চূড়ান্ত হয়নি, তবু এই পদক্ষেপ ভারতের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ে আপাতত সংযত অবস্থান নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেঃদ্রের বাণিজ্য মন্ত্রক স্পষ্ট জানিয়েছে, বিষয়টি এখনও আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে এবং ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা অব্যাহত আছে। ফলে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগ নেই। মার্কিন প্রশাসন তাদের বাণিজ্য আইনের ৩০১ ধারার আওতায় এই নতুন শুল্ক কাঠামোর প্রস্তাব দিয়েছে। হোয়াইট হাউসের যুক্তি, জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য রুখতেই এই পদক্ষেপ বিবেচনা করা হচ্ছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী, যেসব দেশ এই ধরনের পণ্যের আমদানি রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়নি বা সংশ্লিষ্ট আইন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। এই তালিকায় শুধু ভারত নয়, বিশ্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি রয়েছে। প্রস্তাবিত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রিটেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। ফলে বিষয়টি শুধু ভারত-আমেরিকা সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার উপরও এর প্রভাব প।তে পারে। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চলছে। একইসঙ্গে দুই দেশের মধ্যে প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার কাজও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, বাণিজ্য সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করতে উভয় পক্ষই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসেছে এবং শুল্ক সংক্রান্ত বিষয়ও সেই আলোচনার অংশ। ভারতের পক্ষ থেকে এটাও জানানো হয়েছে যে, মার্কিন প্রশাসনের প্রস্তাবিত শুল্ক ব্যবস্থার আওতা থেকে কিছু পণ্য ইতিমধ্যেই বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যেসব পণ্য অন্য শুল্ক কাঠামোর আওতায় রয়েছে, সেগুলির ক্ষেত্রে আলাদা বিবেচনা করা হচ্ছে। ফলে প্রস্তাবিত ১২.৫ শতাংশ শুল্ক সব ধরনের ভারতীয় পণ্যের উপর কার্যকর হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত, বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের মধ্যে এই ধরনের অতিরিক্ত শুল্ক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলতে পারে। বিশেষত ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি এবং আমেরিকার সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্কও ক্রমশ গভীর হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে নতুন শুল্ক ব্যবস্থা কার্যকর হলে কিছু রপ্তানি খাতের উপর চাপ বাড়তে পারে।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

NAME CHANGE

I, Reshma Khatun D/o Lt. Golam Rabbani residing at Vill-Esserpara, P.O.-Islampur, P.S.-Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 WB do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name Golam Rabbani instead of Dilip Sekh alias Dilip Sk alias Sekh Dilip and my grand father's actual name Saber Ali instead of Saber Sk alias Saber Sekh, vide an affidavit sworn before the Ld. J.M. (1st Class) at Lalbagh, Msd, on 22.01.2026. That Golam Rabbani, Dilip Sekh, Dilip Sk and Sekh Dilip all are same and one identical person. Saber Ali, Saber Sk and Saber Sekh all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Janiruddin Shaikh (Old Name) S/O–Hossain Sekh resident of Vill-Bajegajipur , Po-Kashimnagar , Ps-Suti-II , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742224 do hereby declared that I have changed my name from Janiruddin Shaikh to Jamiruddin Sk and henceforth I shall be known as Jamiruddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 03/06/2026. My name Jamiruddin Sk & Janiruddin Shaikh both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, MD ABUL KASHEM (old name) S/O - MD NAIMUDDIN residing at VILL & PO - BEGUNBARI PS - BELDANGA DIST- MURSHIDABAD PIN -742133 (WB), do hereby declare that I have changed my name from MD ABUL KASHEM (old name) to ABUL KASHEM MOLLA (new name) and henceforth, I shall be known as ABUL KASHEM MOLLA (new name) in all purpose, vide anaffidavit sworn before the notary public at Berhampore court on 03/06/2026. MD ABUL KASHEM (old name) and ABUL KASHEM MOLLA (new name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seunti Mitra @ Seunti Mitra (Ghosh), W/O- Partha Mitra resident of Tarabag, P.O.-Rajbari, P.S.- Burdwan Sadar, Dist - Purba Bardhaman, PIN-713104, W.B., do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEUNTI GHOSH vide Affidavit No.-19837 dated 03/06/2026 sworn before The Executive Magistrate at Purba Bardhaman. That Seunti Mitra, Seunti Mitra (Ghosh), and Seunti Ghosh all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK ABDUL ALIM @ SEKH ABDUL ALIM, S/O- LT SOFIYAR SEKH, resident of Vill- Bohera P.O.- Nimo, P.S.- Memari, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL ALIM SEKH vide Affidavit No.-06 dated 11/05/2026 sworn before The 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman. That SK ABDUL ALIM, SEKH ABDUL ALIM and ABDUL ALIM SEKH all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SEKH MIYEJAN S/O- LATE IYAKUB SEKH, resident of Vill-Serorai, P.O.- Serorai, P.S.- Galsi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713428, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH MIANJAN vide Affidavit No.-01 dated 01/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That SEKH MIYEJAN and SEKH MIANJAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sagar Sk (Old Name) S/O–Mohammad Murshed Sk resident of Vill-Uladanga , Po-Pilki , Ps-Sagardighi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742237 do hereby declared that I have changed my name from Sagar Sk to Sajidul Sk and henceforth I shall be known as Sajidul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Ld S. D. E. M 1st class Magistrate Jangipur court on 13/04/2026. My name Sajidul Sk & Sagar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SHAIKH HASIBUR RAHAMAN S/O- SEKH MIANJAN, resident of Vill- Serorai, P.O.- Serorai, P.S.- Galsi, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713428, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as HASIBUR RAHAMAN SEKH vide Affidavit No.-02 dated 01/06/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman.That SHAIKH HASIBUR RAHAMAN and HASIBUR RAHAMAN SEKH both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I,SANKAR SARKAR S/O GOURANGA SARKAR RESIDENT OF VILL BARASAT PO BHADURI P.S TAHERPUR DIST NADIA PIN 741121 DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SANKAR SARKAR TO SHANKAR SARKAR AND MY FATHER GOURANGA SARKAR TO GAURANGA SARKAR SHANKAR SARKAR AND SANKAR SARKAR AND MY FATHER GAURANGA SARKAR AND GOURANGA SARKAR AND HENCE FORTH SHALL BE KNOWN AS IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 21-5-26 SHANKAR SARKAR AND SANKAR SARKAR AND MY FATHER GAURANGA SARKAR GOURANGA SARKAR BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PER SON.

NAME CHANGE

I, SUBHAS DAS, S/O LT. BHAGIRATH DAS RESIDING AT VILL HIRAPOLE, P.O. BANIPUR, P.S. HABRA, DIST NORTH 24 PGS DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM SUBHAS DAS TO SUBHASH DAS AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS SUBHASH DAS IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO.777 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC COURT AT BARASAT ON 2.6.2026. SUBHAS DAS AND SUBHASH DAS BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sangeeta Singh, daughter of Late Ram Awadh Singh, residing at 95/1/2/h/10 Cossipore Road, kolkata- 700002, do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit from Alipore Court on Date- 29/01/2026 that the names “Ram Awadh Singh, Rama bodh Singh and Ramawadh Singh refer to one and the same person, namely my deceased father, Late Ram Awadh Singh

NAME CHANGE

I, Aktarul sekh (old name) S/o- Liakt Hossain residing at Nowda, Gankar, Nowda, Dist-Murshidabad, Pin-742227 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from AKTARUL SEKH to AKTARUL SEIKH and henceforth I shall be known as AKTARUL SEIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. AKTARUL SEKH (old name) and AKTARUL SEIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Janek Sk (old name) S/o- Hasen Ali residing at Kumripur, Kumripur, Saktipur, Dist-Murshidabad, Pin-742163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JANEK SK to NUR MOHAMMAD SK and henceforth I shall be known as NUR MOHAMMAD SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Executive 1st class Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 06/02/2026. JANEK SK (old name) and NUR MOHAMMAD SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mahmuda Islam (old name) W/o- Saidul Islam residing at Herampur, Huda, Herampur, Islampur, Dist-Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAHMUDA ISLAM to MAHMUDA KHATUN and henceforth I shall be known as NAHMUDA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. MAHMUDA ISLAM (old name) and MAHMUDA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjoy Sen (old name) S/o- Ananta Kumar Sen residing at Mahata Bazar, Saktipur, Saktipur, Dist-Murshidabad, Pin-742163 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANJOY SEN to PRADIP SEN and henceforth I shall be known as PRADIP SEN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Executive 1st class Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 06/02/2026. SANJOY SEN (old name) and PRADIP SEN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Abdul Latif Shaikh (old name) S/o- Amir Ali Sk residing at Paharpur, Bali Gokulpur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ABDUL LATIF SHAIKH to ABDUL LATIF SK and henceforth I shall be known as ABDUL LATIF SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. ABDUL LATIF SHAIKH (old name) and ABDUL LATIF SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I SAJIA KHATUN D/O APTAR SEKH MY NAME HAS BEEN RECO ARDED IN MY BIRTH CERTIFICATS AS SUJIOYA KHATUN D/O AKTAR ALI SK MOTHER SUFIA BIBI AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGIS TRATE RANAGHAT COURT ON 24/12/2025 I SUJIA KHATUN D/O APTAR SEKH AND SUPRIYA BIBI SEKH, SAJIYA KHATUN. D/O AKTAR ALI SK, SUFIYA BIBI ALL ARE SAME PERSON. MY ACTUAL NAME IS SUJIIA KHATUN .

নাম পরিবর্তন

আমি SK Ibrahim Ali SO - SK Rohim (পুরাতন নাম), ঠিকানা গ্রাম - উদনা , পোঃ - বালিপুর, থানা - খানাকুল, জেলা - হুগলী পিন- ৭১২৪০১,পশ্চিমবঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা পিতার নাম SK Abdul Rahim (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত ০২.০৬.২৬ তারিখে (SL. NO-3998) এফিডেভিট বলে SK Rohim (পুরাতন নাম) এবং SK Abdul Rahim (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হল।

নাম পরিবর্তন

I SK Manowar Ali ,(পুরাতন নাম) S/o মৃত .- SK Sazed Ali কালিপুর,ওয়ার্ড নং১৮, পোঃ ও থানা - আরামবাগ, জেলা হুগলী পিন ৭১২৬০১ পশ্চিমঙ্গ স্থায়ী বাসিন্দা। নোটারী আফিসার আরামবাগ হুগলী এফিডেভিট দ্বারা SK Manoyar Ali (নতুন নাম) পরিচিত হইলাম। গত - ০৩.০৬.২৬ তারিখে (SL. NO-2831) এফিডেভিট বলে SK Manowar Ali (পুরাতন নাম) এবং SK Manoyar Ali (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

NAME CHANGE

I, Nasima Bibi (old name) W/o- Abdullahil Rafi residing at Kashipur Paschimpara, Kashipur, Rejinagar, Dist-Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NASIMA BIBI to NASIMA KHATUN and henceforth I shall be known as NASIMA KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. NASIMA BIBI (old name) and NASIMA KHATUN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Amir Ali (old name) S/o- Sumaruddin Seikh residing at Paharpur, Bali Gokulpur, Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SHAIKH AMIR ALI to AMIR ALI SK and henceforth I shall be known as AMIR ALI SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. SHAIKH AMIR ALI (old name) and AMIR ALI SK (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Meghnath Paul (old name) S/o- Bibhuti Bhusan residing at Srinagar Dakshinpara, Bangaljhi, Chapra, Dist-Nadia, Pin-741123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MEGHNATH PAUL to MEGHNATH PAL and henceforth I shall be known as MEGHNATH PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 03/06/2026. MEGHNATH PAUL (old name) and MEGHNATH PAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Krishna Mundal (old name) W/o- Kartick Chandra Biswas residing at Kamnagar, Kamnagar, Saktipur, Dist-Murshidabad, Pin-742405 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KRISHNA MUNDAL to KRISHNA BISWAS and henceforth I shall be known as KRISHNA BISWAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Court of Executive 1st class Magistrate at Berhampore, Murshidabad dated 06/02/2026. KRISHNA MUNDAL (old name) and KRISHNA BISWAS (new name) both are same and one identical person.

বিধায়কদের পর এবার কি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদরা পাল্টি খাবেন? ছেড়ে যাবেন মমতাকে?

মিঠুন হালদারঃ এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল খারাপ হতেই দলের অন্দরেই অভাবনীয় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং দলের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্ব। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার এক মাসের মধ্যে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল 'উঠে' যাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে। মমতা ব্যানার্জি ঠিক করে দেওয়া পরিষদীয় দলনেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে মানতে রাজি না হয়ে পৃথক একটি 'ব্লক' তৈরি করে বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের ৫৮ জন বিধায়কের সই করা আরও একটি চিঠি বিধানসভায় স্পিকারের কাছে জমা পড়েছে। সেই চিঠিতে তৃণমূলের ৫৮ জন বিধায়ক ঋতব্রত ব্যানার্জিকে পরিষদীয় দলের নেতা এবং রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামানকে রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল দলের 'চিফ হুইপ' হিসেবে মনোনীত করে স্বাক্ষর করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল দলের বিধায়করা বিদ্রোহী হতেই এবার এই জেলা থেকে নির্বাচিত তৃণমূল দলের সাংসদরা কী করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রসঙ্গত ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ২২ আসন বিশিষ্ট মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে বিজেপি আটটি, তৃণমূল কংগ্রেস ন'টি, কংগ্রেস দু'টি, বামফ্রন্ট একটি এবং হুমায়ুন কবীর নিজেই তাঁর দল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে দু'টি আসন থেকে জয়ী হয়েছেন।

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার তিনটি লোকসভা আসনেই বর্তমানে তৃণমূলের সাংসদ রয়েছেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন খলিলুর রহমান, বহরমপুর কেন্দ্রে জয়ী হয়েছেন ইউসুফ পাঠান এবং মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে দেশের সংসদে গিয়েছেন আবু তাহের খান। রাজ্য বিধানসভায় পরিষদীয় দলে ভাঙন দেখা দেওয়ার পর এবার মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল সাংসদদের ভূমিকা কী হতে চলেছে তা নিয়ে সকলের আগ্রহ তৈরি হয়েছে। দলের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন, গত বেশ কিছুদিন ধরে আমি খুবই অসুস্থ রয়েছি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে খুব একটা বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না। তবে দলের অভ্যন্তরে যা চলছে সেই সম্পর্কে আমি অবগত রয়েছি। তিনি বলেন, তবে এই মুহূর্তে আমি দিদিকে (পড়ুন মমতা ব্যানার্জি) ছাড়ার কথা ভাবছি না। আমাদের দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে গত কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা ঘটনা নিয়ে আমার ফোনে কোনও কথা হয়নি। একটু সুস্থ হলেই আমি আগামী সপ্তাহে কলকাতায় যাব এবং আমাদের দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে কথা বলব। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খলিলুর রহমান মমতা ব্যানার্জির পাশে দাঁড়ানোর কথা বললেও জোর দিয়ে দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকার কথা বলতে পারেননি মুর্শিদাবাদের তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খান। ফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আবু তাহের খান বলেন, আমি এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ জেলায় নেই। তাই আমি এই মুহূর্তে আমার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে পারব না। আমাকে গোটা বিষয়টি ভালো করে জানতে হবে ,তারপর দলের কর্মী এবং নেতৃত্বদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবেই আমি এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারব। আবু তাহের খানকে একাধিকবার তিনি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে রয়েছেন কিনা এই প্রশ্ন করা হলেও তিনি সেই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থেকে নির্বাচিত অপর তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে বহু চেষ্টা করেও এই বিষয়ে তাঁর মতামতের জন্য যোগাযোগ করা যায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা বলেন, প্রয়োজনের সময়েই আমরা ইউসুফ পাঠানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে পাই না। আর দল তো এখন খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ইউসুফ পাঠান কবে কখন বহরমপুরে আসবেন তা আগেও দলের বেশিরভাগ কর্মীরাই জানতে পারতেন না। আমাদের আশঙ্কা তৃণমূল দল এখন রাজ্যে যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তাতে তিনি বহরমপুরে আসা সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবেন। আজ থেকে জেলায় দলের আর কোনও সংগঠন নেই, কে তাঁকে নিয়ে কোথায় ঘুরবে? তৃণমূল দলের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, আজ দুপুরে আমাদের দলের সমস্ত সংগঠন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমি আর দলের সাংগঠনিক সভাপতি পদে নেই। তাই দলে কী চলছে , কী হবে এই বিষয়ে আমার কোনও মন্তব্য নেই।

নসরতপুর পঞ্চায়েতে বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারের আকস্মিক পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৩ জুন ঃ নবনির্বাচিত পূর্বস্থলী দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে পরিদর্শনে যান। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি পঞ্চায়েত ভবনে পৌঁছে সাধারণ মানুষের জন্য কী কী পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা পেতে এলাকাবাসীর কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। পঞ্চায়েত কার্যালয়ে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে বিধায়ক বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করেন। সরকারি পরিষেবা প্রদানের প্রক্রিয়া, নথিপত্র সংরক্ষণ, আবেদন নিষ্পত্তির গতি এবং সাধারণ মানুষের অভিযোগ গ্রহণ ও তার সমাধানের বিষয়গুলি নিয়েও তিনি খোঁজখবর নেন। উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে দৈনন্দিন কাজের অগ্রগতি এবং পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।পরিদর্শনের সময়

স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন বিধায়ক। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও জটিলতা বা বিলম্ব হচ্ছে কি না, তা জানতে চান তিনি। মানুষের সুবিধার্থে প্রশাসনিক পরিষেবাকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন বিধায়ক।তবে পরিদর্শনের সময় পঞ্চায়েত প্রধান কানন বর্মন এবং এক সরকারি আধিকারিক নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না থাকায় .বিষয়টি বিধায়কের নজরে আসে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, কেন তাঁরা উপস্থিত ছিলেন না, তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলা হবে। প্রশাসনিক কাজে সময়ানুবর্তিতা এবং দায়িত্বশীলতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন।বিধায়ক বলেন, পঞ্চায়েত স্তরে সাধারণ মানুষের পরিষেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করাই তাঁর মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও সরকারি দপ্তরে নিয়মিত পরিদর্শন চালিয়ে প্রশাসনিক পরিষেবার মান উন্নয়নে নজর রাখা হবে বলে তিনি জানান।এই পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে নসরতপুর পঞ্চায়েত এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে যথেষ্ট চর্চা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, বিধায়কের এই উদ্যোগের ফলে পঞ্চায়েত স্তরে পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

পাঁচ বছর ধরে অব্যবহৃত ৩১৩ কোটি! চা শ্রমিকদের কল্যাণে এবার তৎপর সরকার, শুরু পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে বরাদ্দ হওয়া ৩১৩ কোটি টাকা দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ২০২১ সালে রুগ্ন ও বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের কল্যাণে বরাদ্দ হওয়া এই বিপুল অর্থ বছরের পর বছর পড়ে ছিল। এবার সেই অর্থ দ্রুত ব্যয়ের উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান প্রশাসন। নারী ও শিশু কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই পুরো অর্থ ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মঙ্গলবার শিলিগু।রি উত্তরকন্যায় এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চা-বাগান এলাকার নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য কী ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে, তার বিস্তারিত প্রস্তাব দ্রুত জমা দিতে হবে। চলতি মাসের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিধায়কদের কাছ থেকে প্রকল্পের তালিকা চাওয়া হয়েছে। প্রশাসনের লক্ষ্য, চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই সম্পূর্ণ ৩১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা। কারণ অর্থ বরাদ্দের মেয়াদ ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার কারণে হাতে সময় খুবই সীমিত। ফলে দ্রুত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ত দাবি করেছেন, কেঃদ্রীয় সরকারের দেওয়া এই বিপুল তহবিল দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। তাঁর বক্তব্য, চা শ্রমিকদের উন্নয়নে এই অর্থ বহু আগেই ব্যবহার করা উচিত ছিল। এখন হাতে সীমিত সময় থাকলেও দ্রুত প্রকল্প গ্রহণ করে সেই অর্থ মানুষের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। অন্যদিকে, শ্রমিক সংগঠনগুলির একাংশের বক্তব্য ভিন্ন। আইএনটিটিইউসি নেতৃত্বের দাবি, বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তি

রয়েছে। তাঁদের মতে, টাকা বরাদ্দ করা হলেও তা রাজ্য সরকারের হাতে বাস্তবে পৌঁছেছিল কি না, সে বিষয়ে পরিষ্কার তথ্য নেই। ফলে অর্থ ব্যয় না হওয়ার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে চা শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রায় ৩০০টি চা-বাগানে কর্মরত রয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার শ্রমিক। অথচ দীর্ঘদিন ধরেই শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে নানা সমস্যা রয়েছে। অনেক শ্রমিক পরিবার এখনও ন্যূনতম পরিকাঠামোর অভাবে ভুগছে। চা শিল্পকে ঘিরে অতীতেও রাজ্য ও কেঃদ্রর মধ্যে একাধিক বিষয়ে মতবিরোধ দেখা গিয়েছে। বন্ধ চা-বাগান অধিগ্রহণ, শ্রমিকদের আবাসন প্রকল্প, পর্যটন শিল্প গ।ে তোলার জন্য জমি ব্যবহারের মতো নানা ইস্যু রাজনৈতিক বিতর্কের কেঃদ্রবিঃদু হয়েছে। তবে এসব বিতর্কের মধ্যেও শ্রমিকদের মৌলিক সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই অধরাই থেকে গেছে বলে অভিযোগ। বৈঠকে চা-বাগান সংক্রান্ত আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উঠে আসে। রাজু বিস্তের দাবি, উত্তরবঙ্গের বহু চা-বাগানে শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড (পিএফ) বকেয়া রয়েছে। এই সংক্রান্ত ১৭৫টিরও বেশি অভিযোগ দায়ের হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যার দ্রুত সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছা।া চা-বাগানের বোনাস, গ্র্যাচুইটি এবং শ্রমিকদের অন্যান্য আর্থিক অধিকার সুরক্ষার বিষয়েও কঠোর অবস্থান নেওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সাংসদের বক্তব্য, চা-বাগান মালিকদের দায়িত্ব এ।িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে বন্ধ হয়ে যাওয়া বাগান সমবায় ভিত্তিতে চালানোর বিষয়ও বিবেচনা করা হবে। তবে উত্তরবঙ্গে ঠিক কতগুলি চা-বাগান বর্তমানে বন্ধ রয়েছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য সামনে আসছে। প্রশাসন জানিয়েছে, প্রকৃত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে একটি নির্ভুল তালিকা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিকে শ্রমিক সংগঠন ও বামপন্থী সংগঠনগুলির দাবি, এই ৩১৩ কোটি টাকা শুধু উন্নয়ন প্রকল্পে নয়, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিষেবা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ব্যয় করা উচিত। তাঁদের মতে, বহু চা-বাগান এলাকায় হাসপাতালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পাশাপাশি শিশু ও মহিলাদের পুষ্টি নিশ্চিত করতে আরও বেশি অঙ্গনওয়া।ি কেঃদ্র এবং স্বাস্থ্য প্রকল্প চালু করা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিন অব্যবহৃত প।ে থাকা ৩১৩ কোটি টাকার ব্যবহার নিয়ে নতুন করে আশার আলো দেখছেন উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকরা। এখন দেখার, ঘোষিত পরিকল্পনা কত দ্রুত বাস্তবে রূপ পায় এবং সেই অর্থ কতটা কার্যকরভাবে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কাজে লাগে।

পূর্ব রেলের আঞ্চলিক রেল রাজভাষা বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক সম্পন্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ পূর্ব রেলে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ ত্রৈমাসিকের আঞ্চলিক রেল রাজভাষা বাস্তবায়ন কমিটির বৈঠক বুধবার পূর্ব রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ দেওস্করের সভাপতিত্বে নতুন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পূর্ব রেল সদর দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, বিভাগীয় আধিকারিক, মুখ্য রাজভাষা আধিকারিক, রাজভাষা বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সরাসরি উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগীয় রেলমণ্ডল ও কারখানার আধিকারিকরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের সূচনায় উপ-মহাপ্রবন্ধক (রাজভাষা) শ্রী বিক্রম সিং মহাপ্রবন্ধক, অতিরিক্ত মহাপ্রবন্ধক, মুখ্য রাজভাষা আধিকারিক, প্রধান বিভাগীয় আধিকারিক এবং বিভিন্ন মণ্ডল ও কারখানার প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান। এরপর তিনি মুখ্য রাজভাষা আধিকারিক তথা প্রধান মুখ্য যান্ত্রিক প্রকৌশলী শ্রী পরমানন্দ শর্মাকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী পরমানন্দ শর্মা বলেন, রাজভাষা হিন্দির প্রসার ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের গত বছরের সাফল্য অত্যন্ত সন্তোষজনক। তিনি বলেন, পূর্ব রেলের অধীনস্থ সমস্ত রেলমণ্ডলকে বড় স্টেশনগুলিতে রাজভাষা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে, যাতে রেলকর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীরাও হিন্দি ভাষার প্রতি আরও আগ্রহী হন। একইসঙ্গে তিনি কর্মীদের দাপ্তরিক কাজকর্মে যত বেশি সম্ভব হিন্দির ব্যবহার বাড়ানোর আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে মহাপ্রবন্ধক শ্রী মিলিন্দ দেওস্কর দপ্তরীয়. কাজে হিন্দির ব্যবহার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রাজভাষার প্রচার ও প্রসারে আরও গুরুত্ব দেওয়ার ওপর জোর দেন। তিনি হিন্দিতে দক্ষ আধিকারিক ও কর্মচারীদের নিয়মিতভাবে হিন্দিতে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, রেলের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দি-উভয় ভাষাতেই অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা উচিত। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য স্টেশনগুলিতে বাংলা, হিন্দি এবং সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করারও পরামর্শ দেন তিনি। মহাপ্রবন্ধক বলেন, স্থানীয় ভাষার মর্যাদা বজায় রেখেই রাজভাষা হিন্দির প্রচার ও বিকাশ ঘটাতে হবে। বড় বড় স্টেশনগুলিতে হিন্দি ভাষায় অর্থবহ ও জনমুখী কর্মসূচির আয়োজনের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহারও বাড়াতে হবে। বৈঠকের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্বে মহাপ্রবন্ধক পূর্ব রেল সদর দপ্তর থেকে প্রকাশিত রাজভাষা পত্রিকা প্রতিবিম্ব জানুয়ারি-মার্চ ২০২৬ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অ্যাডভান্সড রেল-বর্ন মেইনটেনেন্স ভেহিকল অন্তর্ভূক্ত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩ জুনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি 'রেল-বোর্ন মেইনটেন্যান্স ভেহিকল' (আরবিএমডি) অন্তর্ভুক্ত করে পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতাকে আরও উন্নত করেছে। এই বাহনটিকে রেললাইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সাথে জ।তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজগুলি অধিক দক্ষতা, নিখুঁততা এবং সুরক্ষার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ডিজাইন করা হয়েছে। সম্প্রতি কিনা এই বাহনটি, কঠিন ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে সেকশনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তা প্রদানে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে-বিশেষ করে মিজোরামে বর্তমানে নির্মাণাধীন ও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং 'ভৈরবী-সাইরাং' রেলওয়ে প্রকল্পতে।এই উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ বাহনটি আধুনিক বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত, যা প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকায় অবস্থিত কর্মস্থলে কর্মী, সরঞ্জাম এবং রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রী সরাসরিভাবে পরিবহনে সক্ষম। এই বাহনটিতে বিশেষ লিফটিং ও হ্যান্ডলিং ব্যবস্থা সংযোজিত করা হয়েছে, যাতে রেলওয়ে কর্মীরা ট্র্যাক-সংক্রান্ত কাজ, যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন এবং জরুরীকালীন মেরামতের কাজ সুরক্ষিতভাবে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে পারেন। বাহনটির মোতায়েনের ফলে রক্ষণাবেক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে এবং সামগ্রিকভাবে কাজের দক্ষতা উন্নত হবে।ভৈরবী-সাইরাং সেকশন, যা পাহাড়ি ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে, এবং যেখানে অনন্য ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যালেজ বিদ্যমান, সেখানে সুরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য রেল চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ সহায়তার প্রয়োজন। এই রক্ষণাবেক্ষণ বাহনটি সংযোজনের ফলে পরিদর্শন এবং পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কাজ চলাকালীন সময়ে কাজটি সহজতর করে তুলবে। বাহনটি প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ সম্পাদনেও সহায়ক হবে, যার ফলে বিঘ্ন কম করতে এবং সম্পদের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জন্য সুরক্ষা প্রথম অগ্রাধিকার হিসেবেই রয়েছে। এই আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ বাহনটির মোতায়েন সুরক্ষা মানদণ্ড আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, কারণ এটি রেলওয়ে কর্মচারীদের প্রতিকূল ফিল্ড কন্ডিশনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও দক্ষ মাধ্যম প্রদান করবে।

NIT
Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Renovation of EPABX telephone network and HDMI Connectivity for Display at the the office of the Paschim Banga Samagra Shiksha Mission, Bikash Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Kolkata- 700 091 **[Job No: KIT/OW/028 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-034/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014721_1
Bid Submission Closing: **10.06.2026 up to 03.00 PM**

2. Name of Work: "Providing support for day to day activities in different Applications running in PWD for 01(One) year. **[Job No: KIT/RW/036 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-035/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014728_1
Bid Submission Closing: **09.06.2026 up to 03.00 PM**

3. Name of Work: "Deployment of Service (Operation and Maintenance) Support Manpower for IT Infrastructure for PWD offices in Khadya Bhavan, Block-A & B at 11-A, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 087 for 01(One) Year **[Job No: KIT/RW/040 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-036/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014785_1
Bid Submission Closing: **12.06.2026 up to 03.00 PM**

4. Name of Work: "Deployment of Service (Operation and In-house on-call) Support Manpower for IT, Telecom, CCTV Surveillance, Audio Video and Allied Infrastructure at 'Soujanya', Judges' Court Road, Alipore, Kolkata -27 for 01(One) year. **[Job No: KIT/RW/041 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-037/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014790_1
Bid Submission Closing: **19.06.2026 up to 03.00 PM**

5. Name of Work: "All Inclusive Annual Maintenance of Existing x-Ray Baggage scanner system and DFMD (door frame metal detector) installed at Banga Bhawan-I at Hailey Road,New Delhi & Banga Bhawan-II at pt.uma Shanker Dikshit Marg, Chanakyapuri,New Delhi for 01(one)Year. **[Job No: KIT/RW/042 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-038/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014893_1
Bid Submission Closing: **15.06.2026 up to 03.00 PM**

6. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP with the Connection for temporary set up for live telecast at Block-B, Upper Lobby, Assembly House from 18th June, 2026 **[Job No: KIT/RW/044 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-039/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014958_1
Bid Submission Closing : **11.06.2026 up to 03.00 PM**

7. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet Connectivity during the programme to be attended by VVIP with the Connection for temporary set up for live telecast at Block-B, Upper Lobby, Assembly House from 18th June, 2026 **[Job No: KIT/RW/045 of 26-27]"**
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-040/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014960_1
Bid Submission Closing: **11.06.2026 up to 03.00 PM**

Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/- **Executive Engineer, PWD**
Kolkata IT Division

তীব্র গরমের মোকাবিলা করছে পূর্ব রেল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ০৩ জুনঃ নৈহাটি থেকে শিয়ালদহের নিত্যযাত্রী সুমন দাসের (পরিবর্তিত নাম) কাছে গরমকাল মানেই ছিল এক অজানা আতঙ্ক। আজ, এটা কত সহজ হয়ে গেছে। আমি ট্রেন থেকে নামি, আর ঠিক সামনেই ঠান্ডা জল পেয়ে যাই।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

NIT No. 110/PWD/ROAD/BMC, Dated- 03/06/2026. e-Tender has been invited for Construction of masonry box drain and road at different locations within ward no. 20 under BMC. For details, please follow **[Tender Id 2026_MAD_1026460_1]** in **www.wbtenders.gov.in**, Office Notice Board. **Last date of Bid submission- 13/06/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

নোটিশ

আমি কমল রায়, পিতা নরেন্দ্রনাথ রায় সাং ১৯ নং আন্দুল ১ম বাই লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়ার বসিন্দা। আমি সুলতানপুর মৌজা হাল দাগ ১১২, হাল খতিয়ান-৪৪৫ এবং এক কাঠা নয় ছটাক জমি ডিএসআর হাওড়ায় দলিল করি, যার নম্বর ৮৪৭ ২০২৫ সালে এবং (১) আরতী রাণী দে, স্বামী এককড়ি দে (২) সুশীল কুমার দে, পিতা শ্যামসুন্দর দে দক্ষিণ বাসকাড়া, থানা-সাঁতরাগাছি, জেলা- হাওড়া নিবাসী (১) সঞ্জয় সাঁতরা, পিতা আনন্দ সাঁতরা (২) সঞ্জীব সামন্ত, পিতা বাসুদেব সামন্ত-এর নিযুক্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। ডিএসআর হাওড়া অফিসে ২২.০৯.২০১৪ সালে যার মৌজা সুলতানপুর, জে.এল. নং ৯, হাল দাগ-১১২ হাল খতিয়ান-৪৪৫, জমির পরিমান- ১ কাঠা ৯ ছটাক। কারও কোনও আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করবেন।

নোটিশ

(১) আমি জাইগীর আলম মন্ডল (২) জাহির আলী মন্ডল (৩) খুরশিদ মন্ডল সকলের পিতা সাহা আলম বাদসা মন্ডল ও সকলের সাং উনসানি গোয়ালবাটি, সাঁতরাগাছি বাসিন্দা। আমরা তিন ভাই এখানকার বাসিন্দা। সাবির আলি নাম্বার ও সাকিল আলি নাম্বরে নিযুক্ত আমমোক্তারনামা যার দলিল নং-I-050100636 Date 2023 এডি.এস.আর হাওড়া অফিসে হয়। আমরা জমি ক্রয় করি যার মৌজা উনসানি জে.এল নং-২২০ হাল দাগ-৪৯৯৫, হাল খতিয়ান-৫৬৭৯, ৫৬৮০ এবং অমাদের দলিল নং-I-050105707 Date 16.10.25 ডি.এস.আর হওড়া। যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করবেন।

GE VERNOVA T&D INDIA LIMITED
Regd. Office: A - 18, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi, Delhi, 110020.

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the undermentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities/ applicant [s] has/have applied to the Company to issue duplicate cum transmission certificate[s]. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, the Company will proceed to issue duplicate certificate[s] without further intimation.

Name[s] of Holder[s]	Folio No.	Certificate Nos.	Distinctive Nos.	No. of Shares	Kind of Securities and Face Value
KRISHAN KUMAR AGARWAL (Deceased) jointly with SWARAJ AGARWAL (Deceased)	01010560	242050	14671 To 15095	425	Equity and F.V. Rs. 2/-

Place: Delhi
Date: 01/06/2026

Name of the Claimant(s)
Rohit Agarwal

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতাতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয়ের সমাধান (বিইএসএস তথা টিইএসএস)। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৪৮,২৯,৬১,৮৮২.৬৯ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৭.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **প্রাক্ দরপ্রস্তাব সভার তারিখ ও সময়ঃ** ০৯.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে (ভারতীয় প্রমাণ সময়)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানাঃ** প্রিন্সিপাল চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১। **ওয়েবসাইট বিবরণ ঃ https://www.ireps.gov.in**
টেন্ডার নং. ঃ ইএলএম১৬০_বিইএসএস-টিইএসএস_ডি২৭-৫-২৬

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
জওহরলাল নেহরু রোড শাখা
৩৫/১ জে.এন. রোড, কৈলাশ অ্যাপার্টমেন্ট
কলকাতা-৭০০০৭১

তারিখঃ ০২.০৬.২০২৬

দখলের বিজ্ঞপ্তি
অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী-যিনি সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র একজন অনুমোদিত আধিকারিক-এবং যিনি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর বিধি ৩-এর সাথে পঠিত ধারা ১৩(২)-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত ০৬-১১-২০২৫ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিলেন যা স্পিড পোস্টের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যথাক্রমে ১২-১১-২০২৫ ও ১৫-১১-২০২৫ তারিখে মেসার্স অগ্নিক ট্রেড এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালক শ্রী দেবপ্রিয় দাস ও শ্রী রঞ্জন কুমার দাসের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতা শ্রী দেবপ্রিয় দাস ও শ্রী রঞ্জন কুমার দাসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন তাঁরা নোটিশে উল্লিখিত অর্থরাশি-যা ২৪,৬০,৩৮১.৪৪ টাকা (চব্বিশ লক্ষ ষাট হাজার তিনশ একাশি টাকা ও চুয়াল্লিশ পয়সা) + ০৩.০১.২০২৫ তারিখ থেকে বার্ষিক ১০.৫৯% হারে অর্জিত অনাদায়ী সুদ ইউসিআই + স্বাভাবিক সুদের হারের অতিরিক্ত ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ-উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন (যেখানে সুদ মাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে গণনা করা হবে)।

ঋণগ্রহীতাগণ ঋণকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ২০০২-এর বিধি ৮-এর সহিত পঠিত সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই ২রা জুন, ২০২৬ তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিটির দখল গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত যেকোনো লেনদেন, ২০,৩৫,৩৮১.৪৪ টাকা (কুড়ি লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশ একাশি টাকা ও চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর ওপর বার্ষিক ১০.৫৯% হারে অতিরিক্ত সুদ-তদুপরি স্বাভাবিক সুদের হারের অতিরিক্ত ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ, যা মাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাবকৃত হবে-এই সমুদয় অর্থের বিপরীতে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র দায়ের অধীন বলে গণ্য হবে। সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধার বা দায়মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে, আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানসমূহের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা

প্লট নং ৩৯৪/৯৮/৯৯, হোল্ডিং নং ৫/১৩৫, ব্লক-জি, মৌজা- গোপালপুর, এল.আর. দাগ নং ২৪৯৩(পি) (এল.আর. খতিয়ান নং ২৭৯২-এর অধীন), আর.এস. নং ১৪০, জে.এল. নং ০২, থানা- নারায়ণপুর (পূর্বতন এয়ারপোর্ট), ওয়ার্ড নং ৪, বিধাননগর পৌরনিগম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত একটি G+III (চারতলা) বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের সম্পূর্ণ জমি এবং নিচতলায় অবস্থিত ফ্ল্যাটটি (এসইউবিএ ১,১৩৩.৮৪ বর্গফুট, যার সাথে জমিতে এবং সাধারণ ব্যবহার্য স্থানসমূহে আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী দেবপ্রিয় দাস-এর নামে নথিবদ্ধ আছে (২০২২ সালের দলিল নং ১৯০৩০৩৮৩০ অনুযায়ী)। সম্পত্তিটির চারপাশের সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরেঃ আরএস/এলআরদাগ নং ৪২৯১ দক্ষিণেঃ ১০ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ পূর্বেঃ আরএস/এলআরদাগ দাগ নং ২৪৯৩-এর অধীনস্থ জমি পশ্চিমেঃ আরএস/এলআরদাগ দাগ নং ২৪৯৩-এর অধীনস্থ জমি।

তারিখঃ ০২.০৬.২০২৬ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

*২২.০৪.২০২৬ তারিখে জারিকৃত পূর্ববর্তী ১৩(৪) নোটিশটি বাতিল করা হলো।

পূর্বোত্তর রেলে পর্ষদের বৈঠক

গোরখপুর, ৩ জুনঃ পূর্বোত্তর রেলের মহাপ্রবন্ধক শ্রী উদয় বোরওয়ণকরের সভাপতিত্বে এন.ই. রেলওয়ে .মেন্স কংগ্রেসের সঙ্গে স্থায়ী আলোচনা পর্ষদ (পিএনএম)-এর দ্বি-দিবসীয় বৈঠক গোরখপুরে মহাপ্রবন্ধকের সভাকক্ষে শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার, ৩ জুন বৈঠকের প্রথম দিনে রেল প্রশাসন ও কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপ্রবন্ধক শ্রী বিনোদ কুমার শুক্ল, প্রধান মুখ্য কর্মিবিষয়ক আধিকারিক শ্রী মনোজ কুমার, বিভিন্ন বিভাগের প্রধান আধিকারিক, মুখ্য কর্মিবিষয়ক আধিকারিক (প্রশাসন) শ্রী মনোজ কুমার, মুখ্য কর্মিবিষয়ক আধিকারিক (আইআর) শ্রী মনোজ কুমার পাণ্ডে-সহ একাধিক জ্যেষ্ঠ রেল আধিকারিক।

চন্দননগর পুরনিগম-এর বোর্ড এ বার সেখানে বসছে প্রশাসক

বনস্পতি দে, চন্দননগর, ৩ জুন ঃ পদত্যাগ করেছিলেন চন্দননগর কর্পোরেশনের মেয়র-সহ ৩০ জন তৃণমূল কাউন্সিলার। আগেই ভেঙে গিয়েছিল চন্দননগর পুরনিগম-এর বোর্ড। এ বার সেখানে বসছে প্রশাসক। মঙ্গলবারই এই নিয়ে নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। এ বার প্রশাসক হিসেবে এই পুরনিগমের দায়িত্ব নিচ্ছেন হুগলি জেলা শাসক খুরশিদ আলি কাদরি। বুধবার থেকেই এই দায়িত্ব নেন তিনি। বিধানসভা নির্বাচনে পর্যদুস্ত হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। চন্দননগরেও তৃণমূল প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন পরাজিত হতেই কর্পোরেশনে ডামাডোল তৈরি হয়। পদত্যাগ করেন চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল। তার পরেই পদত্যাগ করেন এই পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য কাউন্সিলাররা। চন্দননগর পুরনিগমের ৩৩ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩১ জনই তৃণমূল কংগ্রেসের। অন্য দু'জন সিপিএমের। ৩১ জন কাউন্সিলরের মধ্যে পদত্যাগ করেছেন ৩০ জন। শুক্রবার সকালেই পদত্যাগ করেছিলেন ৫ জন। আর রাতেই আরও ২৫ জন কাউন্সিলর পদত্যাগ করেন। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে যায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত বোর্ড। রাজ্যে পালাবদলের পরে এই প্রথম কোনও পুরনিগমের বোর্ড ভেঙেছে। রাম চক্রবর্তী জানান, কেউ তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করেননি। পুর পরিষেবার কাজ করতে পারবেন না বুঝতে পেরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জিইএম বিড নং ঃ জিইএম/২০২৬/বি/৭৬১১৩০১, তারিখ ০২.০৬.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/লোকো, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪-পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারের জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **বিবরণ ঃ** "তিন (০৩) বছরের জন্য (৮৯৪টি কাজের দিন) শপ নং ৯, ৯এ, ১০, ১১ এবং লোকো টেস্টিং কাম ডিসপ্যাচ ইয়ার্ড, ১১এ এবং ইএমইউ টেস্টিং কাম ডিসপ্যাচ ইয়ার্ড, ১৪, ৩৪, পিইউ পেন্টিং শেড, রেইন টেস্টিং শেডের শপ ফ্লোর ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার করা ও ঘষা এবং ট্রাক/ডাম্পারের মাধ্যমে লোকো কমপ্লেক্সের মনোনীত বিন থেকে ওয়ার্কশপ এলাকার বাইরে রেলওয়ে নির্ধারিত সাইটে জঞ্জাল অপসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৪,২১,৬৯২ টাকা জিএসটি সমেত। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০৩ (তিন) বছর। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৩.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিষয় ওয়েবসাইট ঃ জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরের ওয়েবসাইটে জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে টেন্ডারের বিডিং ই-টেন্ডারিং দ্বারা জমা দেওয়া যাবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনো ম্যানুয়াল অফার জমা পড়লে তা গৃহীত হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে।

(MISC-62/2026-27)

তড়িতাহিতকরণ সম্বন্ধে জনবিজ্ঞপ্তি
হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২৪-এর তড়িতাহিতকরণ

পূর্ব রেলওয়ের নিম্নলিখিত শাখার সম্পূর্ণ হওয়া অংশের সকল রেলওয়ে লাইন ও পরিসর ব্যবহারকারীদের এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে, ওই শাখার ২৫,০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ, এ.সি. ওভারহেড ট্র্যাকশন ওয়্যার ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ বা তার পর থেকে তড়িতাহিত করা হবে। ০৪.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ওই ওভারহেড ট্র্যাকশন লাইনটি সব সময় তড়িৎবাহী হিসাবে গণ্য হবে এবং কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী স্থানে যেতে বা কাজ করতে পারবেন না।

শাখা ঃ পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনের এসই/২৪/১ ও এসই/২৪/১৮-এর মধ্যবর্তী অংশ হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম নং. ২৪ (দৈর্ঘ্য-৭৫০ মিটার)-এর প্রস্তাবিত তড়িতাহিতকরণ।

তড়িতাহিতকরণের তারিখ ঃ ০৪.০৬.২০২৬

ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(টিআরডি), হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-49/25-26
Name of the work : **Manufacturing, supply and errection of side cladding protective shed with other allied works over the screen chamber of Keorapukur SSE PS under Kudghat unit/ S&D Department;** Estimated Amount **: Rs. 3,04,899.81;** Earnest Money: **Rs. 6,100.00.** Period of completion **: 10 days.**

(2) NIT No.: KMC/S_D/KGPS-59/25-26 (2nd Call)
Name of the work : **Manufacturing, supply, fitting and fixing of M.S gratings and chequered plates at the top of pump chamber and screen chamber with other allied works at Keorapukur MPS under Kudghat Unit/ S&D Department;** Estimated Amount **: Rs. 4,39,275.66;** Earnest Money: **Rs. 8,800.00.** Period of completion **: 30 days.**; Last date and time of submission of bid: **13.06.2026 at 2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**; The bid forms and other details are available on and from **05.06.2026 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The Dy. C.E.(M)/(S&D), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/S_D/KGPS-48/25-26
Name of the work : **Cleaning and removing of floating foreign materials from electro mechanically lifted bar screen with porper safety measure for five months at Keorapukur New PS under Kudghat Unit/ S&D Department;** Estimated Amount **: Rs. 2,12,312.10;** Earnest Money: **Rs. 4,250.00.** Period of completion **: 150 days.** Last date and time of submission of bid: **13.06.2026 at 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **05.06.2026 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

67/26-27

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/1995

ফিটনেস পরীক্ষায় হার্দিক হাজির, রোহিত এখনও অনুপস্থিত!

মুম্বই, ৩ জুন ঃ আইপিএলের পর্দা নামতেই ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের দিকে ঘুরেছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর। আগামী ১৩ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলেছে ভারতের ওয়ানডে সিরিজ, যা অনেকের মতে ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু এই সিরিজ ঘিরে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-ভারতের অভিজ্ঞ ওপেনার ও সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে কি আদৌ দেখা যাবে নীল জার্সিতে? সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্ধারিত ফিটনেস মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এখনও হাজির হননি রোহিত। অন্যদিকে দলের গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে পৌঁছে গিয়েছেন এবং নিজের ফিটনেস মূল্যায়নের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। চলতি আইপিএল মরসুমটা হার্দিক পাণ্ডিয়ার জন্য খুব একটা সুখকর ছিল না। তাঁর নেতৃত্বে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। একইভাবে শারীরিক সমস্যাও তাঁকে বেশ কয়েকবার ভুগিয়েছে। অন্যদিকে রোহিত শর্মাও দীর্ঘদিন ধরেই ফিটনেস এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন। সেই কারণেই আফগানিস্তান সিরিজের সম্ভাব্য দলে দু'জনকেই শর্তসাপেক্ষে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী, দলে চূড়ান্তভাবে জায়গা নিশ্চিত করতে হলে ক্রিকেটারদের বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে সাত দিনের বিশেষ ফিটনেস ও দক্ষতা মূল্যায়ন শিবিরে অংশ নিতে হবে। মঙ্গলবার সেখানে পৌঁছেছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। তবে রোহিত শর্মার অনুপস্থিতি নতুন করে নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ১ জুন থেকে শুরু হওয়া মুম্বই টি-টোয়েন্টি লিগের একটি ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন রোহিত। ফলে তিনি পুরোপুরি বিশ্রামে নেই, তা স্পষ্ট। কিন্তু জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সিরিজের আগে ফিটনেস পরীক্ষার জন্য বেঙ্গালুরুতে না যাওয়ায় প্রশ্ন উঠছে তাঁর প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। যদিও বোর্ড সূত্রে জানা যাচ্ছে, রোহিতকে আলাদা করে একটি বিশেষ ফিটনেস ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ফলে এখনও তাঁর হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। তবে তিনি কবে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যোগ দেবেন, সে বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। রোহিতের ভবিষ্য নিয়ে আলোচনা নতুন নয়। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর ফর্ম নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই বয়স এবং ফিটনেসও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। নির্বাচকদের কাছে এখন শুধু অভিজ্ঞতা নয়, মাঠে ধারাবাহিক অবদান রাখার ক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে আফগানিস্তান সিরিজ এবং পরবর্তী আন্তর্জাতিক সূচি রোহিতের ওয়ানডে ক্যারিয়ারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষ করে চলতি বছরের শেষভাগে ভারতের নিউজিল্যান্ড সফরকে অনেকেই রোহিতের জন্য বড় পরীক্ষা হিসেবে দেখছেন। অক্টোবরের শেষ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডে তিন ফরম্যাটের সিরিজ খেলবে ভারত। সেখানে পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচও রয়েছে। ক্রিকেট মহলের একাংশের মতে, ওই সিরিজই নির্ধারণ করে দিতে পারে ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রোহিত শর্মার ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। তবে আফগানিস্তান সিরিজের আগে ভারতীয় দলকে আরও একটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়ানডে সিরিজের আগে একটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারত। পাঞ্জাবের মুলানপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলা সেই টেস্টকে সামনে রেখে আগামী ৬ জুন থেকে ক্রিকেটাররা শিবিরে যোগ দিতে শুরু করবেন। এই টেস্ট ম্যাচের জন্য নির্বাচকরা কয়েকজন নতুন মুখকে দলে সুযোগ দিয়েছেন। তরুণ ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হতে চলেছে। টিম ম্যানেজমেন্ট ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা মাথায় রেখে নতুনদের সুযোগ দিতে আগ্রহী বলে জানা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন নজর দুটি বিষয়ের দিকে-হার্দিক পাণ্ডিয়ার ফিটনেস প্রত্যাবর্তন এবং রোহিত শর্মার ভবিষ্য। আফগানিস্তান সিরিজের আগে রোহিত কবে ফিটনেস পরীক্ষায় অংশ নেন এবং বোর্ডের নির্ধারিত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে পারেন কি না, সেটাই এখন কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর কৌতূহলের কেন্দ্রবিন্দু। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে, ভারতের ওয়ানডে পরিকল্পনায় এখনও কতটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ধরে রেখেছেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটার।

প্রথমবার স্পিন বোলিং কোচ পেল টিম ইন্ডিয়া, দায়িত্বে অভিজ্ঞ সাইরাজ বাহুতুলে

মুম্বই, ৩ জুন ঃ অশ্বিন-পরবর্তী যুগের প্রস্তুতি! প্রথমবার স্পিন বোলিং কোচ পেল টিম ইন্ডিয়া, দায়িত্বে অভিজ্ঞ সাইরাজ বাহুতুলে ভারতীয় ক্রিকেটে স্পিন বোলিং বরাবরই শক্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই বিভাগে ভবিষ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। অভিজ্ঞ অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ার পর তাঁর শূন্যস্থান এখনও স্পিন বোলিং কোচের অভাব অনুভূত হচ্ছিল। কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী কিংবা তরুণ স্পিনারদের দক্ষতা উন্নয়ন, টেকনিক্যাল সমস্যা সংশোধন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটারদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের যুগে স্পিনারদের নতুন কৌশল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি, যেখানে ভারতের বহু তরুণ ক্রিকেটারের বিকাশে তাঁর অবদান রয়েছে। ভারতীয় দলের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক নতুন নয়। ২০২২-২৩ মরসুমে প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড়-এর আমলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ চলাকালীন স্পিন পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাহুতুলে। সেই সময় তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছিল

পূরণ হয়নি। অন্যদিকে, রবীন্দ্র জাদেজার ক্যারিয়ারও শেষ পর্যায়ের দিকে এগোচ্ছে বলে মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। এমন পরিস্থিতিতে আগামী দিনের স্পিনারদের তৈরি করতে এবং বর্তমান স্পিন আক্রমণকে আরও ধারালো করে তুলতে বড় পদক্ষেপ নিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। প্রথমবারের মতো জাতীয় দলের জন্য আলাদা স্পিন বোলিং কোচ নিয়োগ করল বোর্ড। সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতের প্রাক্তন স্পিনার সাইরাজ বাহুতুলেকে। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। এর মাধ্যমে ভারতীয় দলের কোচিং স্টাফে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। বর্তমান কোচিং কাঠামোয় প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে পেস বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন মর্নি মর্কেল, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ, ব্যাটিং কোচ শীতাংশু কোটাক এবং সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। এবার সেই দলে পঞ্চম সদস্য হিসেবে যোগ দিলেন বাহুতুলে। ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরেই বৈচিত্র্য শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই জায়গাতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন সাইরাজ বাহুতুলে। ৫৩ বছর বয়সী এই প্রাক্তন ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক স্তরে খুব বেশি ম্যাচ না খেললেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তাঁর রেকর্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভারতের হয়ে দুটি টেস্ট এবং আটটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাঁচটি উইকেট পেলেও তাঁর আসল সাফল্য এসেছে ঘরোয়া ক্রিকেটে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৮৮টি ম্যাচে ৬৩০ উইকেট নেওয়ার পাশাপাশি ৬,১৭৩ রানও করেছেন বাহুতুলে। একজন অলরাউন্ড ক্রিকেটার হিসেবে তাঁর এই পরিসংখ্যান ভারতীয় ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সেরা রেকর্ডগুলির মধ্যে গণ্য হয়। দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খেলার অভিজ্ঞতা তাঁকে একজন দক্ষ প্রশিক্ষককে পরিণত করেছে। কোচ হিসেবেও বাহুতুলের অভিজ্ঞতা কম নয়। ২০১৫ সালে তিনি বাংলার সিনিয়র দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব সামলেছিলেন। পরে কেরল ক্রিকেট দলের সঙ্গেও কাজ করেছেন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও (এনসিএ) ক্রিকেট মহলে। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও তাঁর অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। অতীতে তিনি রাজস্থান রয়্যালস-এর বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি পাঞ্জাব কিংস-এর স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। সেখানে তরুণ স্পিনারদের নিয়ে তাঁর কাজ ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে। বিসিসিআইয়ের এই সিদ্ধান্তকে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে নেওয়া একটি কৌশলগত পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। অশ্বিন ও জাদেজার মতো অভিজ্ঞদের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করা এখন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। পাশাপাশি কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী এবং অন্যান্য স্পিনারদের আরও ধারাবাহিক ও কার্যকর করে তোলার দায়িত্বও থাকবে বাহুতুলের কাঁধে। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে স্পিন বোলিং সবসময়ই ম্যাচ জেতানোর অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে। সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে এবং আগামী দিনের তারকা স্পিনারদের গড়ে তুলতে সাইরাজ বাহুতুলের এই নতুন দায়িত্ব কতটা সফল হয়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

আইএসএল পরিচালনায় দুই বছরের দায়িত্ব চাইছে ক্লাব-জোট, এআইএফএফকে বছরে ১৫ কোটি টাকার প্রস্তাব

মুম্বই, ৩ জুন ঃ ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল)। বাণিজ্যিক স্বত্ব এবং লিগ পরিচালনার অধিকার নিয়ে যখন ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) নতুন সিদ্ধান্তের পথে এগোচ্ছে, ঠিক তখনই বড়সড় প্রস্তাব নিয়ে সামনে এসেছে আইএসএলের ক্লাব-জোট। ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি এম সত্যনারায়ণের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে ক্লাব প্রতিনিধিরা আগামী দুই বছরের জন্য আইএসএল পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, এর বিনিময়ে তারা প্রতি বছর এআইএফএফকে ১৫ কোটি টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছে। এই প্রস্তাব সামনে আসার পর ভারতীয় ফুটবলের অন্দরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ এর আগে বাণিজ্যিক অংশীদার হিসেবে জিনিয়াস স্পোর্টস যে আর্থিক প্রস্তাব দিয়েছিল, তা ক্লাবগুলির দেওয়া প্রস্তাবের তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানা গেছে। ফলে ফেডারেশনের সঙ্গে জিনিয়াস স্পোর্টসের সম্ভাব্য চুক্তি এখন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলেই মনে করছেন ফুটবল মহলের একাংশ। কিছুদিন আগেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এআইএফএফের স্পেশাল জেনারেল বডি মিটিং। সেই বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল জিনিয়াস স্পোর্টসকে কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব। তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক জটিলতার কারণে ওই সভায় কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরে ঠিক হয়, বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে। এরপর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি জেনারেল বডির সামনে তোলা হবে। এই পরিস্থিতিতে ফেডারেশন কর্তারা আইএসএলের ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেই বৈঠক হওয়ার আগেই ক্লাবগুলির পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠি পুরো সমীকরণই বদলে দিয়েছে। চিঠিতে শুধু লিগ পরিচালনার আগ্রহই নয়, আর্থিকভাবে আরও লাভজনক প্রস্তাবও তুলে ধরা হয়েছে, যা ফেডারেশনের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে। ক্লাব প্রতিনিধিদের অন্যতম আপত্তি ছিল জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রস্তাব নিয়ে। তাদের দাবি, জিনিয়াস স্পোর্টস ফেডারেশনকে কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা বললেও ক্লাবগুলো কীভাবে লাভবান হবে, সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও রূপরেখা দেওয়া হয়নি। ফলে ক্লাবগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই তারা নিজেদের পক্ষ থেকে বিকল্প পরিকল্পনা সামনে এনেছে। তবে কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার আশঙ্কা অনেকটাই দূর হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে জিনিয়াস স্পোর্টসকে পুরোপুরি বাদ দেওয়ার পক্ষেও নয় ক্লাব প্রতিনিধিরা। তাদের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সংস্থাটি যেহেতু ভারতীয় ফুটবলে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং আধুনিক ক্রীড়া তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে দক্ষ, তাই আইএসএলের ডেটা সংগ্রহ ও তথ্য ব্যবস্থাপনার কাজে জিনিয়াস স্পোর্টসকে যুক্ত রাখা যেতে পারে। অর্থা লিগ পরিচালনার দায়িত্ব

ক্লাব-জোটের এই প্রস্তাবকে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা ঠিক হবে না। কারণ তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, আইএসএল পরিচালনার দায়িত্ব নিলেও ফেডারেশনের প্রশাসনিক ও নিয়ন্ত্রক ক্ষমতায় কোনও হস্তক্ষেপ করা হবে না। বরং ফুটবল পরিচালনার মূল কর্তৃত্ব এআইএফএফের হাতেই থাকবে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রেফারি নিয়োগ এবং ম্যাচ পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব ফেডারেশনই পালন করবে। এছাড়া আইএসএলের আইনি বিষয়, শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, ডোপিংবিরোধী কার্যক্রম এবং প্রতিযোগিতা পরিচালনার যাবতীয় নিয়মকানুনও এআইএফএফের অধীনেই থাকবে। খেলোয়াড়দের ট্রান্সফার সিস্টেম, নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং ফিফা ও এএফসি-র বিধিনিষেধ মেনে চলার বিষয়গুলিও ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হবে। অর্থাৎ ক্লাবগুলো মূলত লিগের বাণিজ্যিক ও সাংগঠনিক দিক পরিচালনা করতে চাইলেও, ভারতীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে এআইএফএফের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার আশ্বাস দিয়েছে। এর ফলে ফেডারেশনের ক্লাবগুলির হাতে থাকলেও প্রযুক্তিগত ও তথ্যভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জিনিয়াস স্পোর্টসের ভূমিকা বজায় থাকতে পারে। ফলে বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের সামনে দুটি আলাদা পথ খোলা রয়েছে। একদিকে রয়েছে জিনিয়াস স্পোর্টসকে কমার্শিয়াল পার্টনার হিসেবে যুক্ত করার প্রস্তাব, অন্যদিকে আইএসএলের ক্লাবগুলির দেওয়া দুই বছরের পরিচালন পরিকল্পনা, যার সঙ্গে রয়েছে ফেডারেশনের জন্য উল্লেখযোগ্য আর্থিক প্যাকেজ। এখন নজর ৪ জুনের বৈঠকের দিকে। ওই বৈঠকে ফেডারেশন কর্তাদের সঙ্গে ক্লাব প্রতিনিধিদের আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সেই বৈঠকের ফলাফলই অনেকাংশে নির্ধারণ করবে আগামী দিনে আইএসএলের ভবিষ্য কোন পথে এগোবে। ফেডারেশন কি জিনিয়াস স্পোর্টসের প্রস্তাবকে অগ্রাধিকার দেবে, নাকি বছরে ১৫ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্লাবগুলির হাতে লিগ পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দেবে- সেই উত্তর পাওয়ার অপেক্ষাতেই রয়েছে ভারতীয় ফুটবল মহল।

লোধা আইনের জালে শেষমেশ মদন ঘোষ! যুগ্ম সচিব পদ থেকে অপসারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জুন ঃ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর অন্দরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা প্রশাসনিক বিতর্কের অবসান ঘটল অবশেষে। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর সিএবি যুগ্ম সচিবের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল মদন ঘোষকে। লোধা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বয়সসীমা অতিক্রম করার পরও তিনি পদে বহাল ছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই বিতর্কের মাঝেই একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও আচরণগত অভিযোগ ঘিরে চাপ বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সিএবি কর্তৃপক্ষ তাঁকে পদ থেকে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয়। মূল বিতর্কের সূত্রপাত বয়সসীমা নিয়ে। লোধা কমিটির সংস্কার নীতিমালা অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেট সংস্থার পদাধিকারী ৭০ বছর বয়স পূর্ণ করলে তাঁকে প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। সেই নিয়মের আওতায় ২১ মে মদন ঘোষের কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। কারণ ওই দিনই তিনি ৭০ বছরে পা দেন। ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে এই নিয়ম অতীতে একাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়েছে। প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি বয়সসীমার কারণে পদ ছাড়তে বাধ্য হন। একইভাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-কেও লোধা কমিটির নির্দেশিকা মেনে 'কুলিং-অফ' পর্বে যেতে হয়েছিল। সিএবির প্রশাসনের সঙ্গেও যুক্ত একাধিক কর্মকর্তা অতীতে একই নিয়মের আওতায় দায়িত্ব ছেড়েছেন। তবে অভিযোগ, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও মদন ঘোষ পদে বহাল ছিলেন এবং প্রশাসনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই বিষয়টি নিয়েই সিএবির অঃদরে অসন্তোষ তৈরি হয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন, নিয়ম সবার জন্য সমান হলে তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন করা হচ্ছে। শুধু বয়সসীমার বিষয় নয়, গত কয়েক মাসে একাধিক বিতর্কেও জা়িয়ে প়ছিলেন মদন ঘোষ। বাংলার জুনিয়র ক্রিকেট দল একটি গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টে ব্যর্থ হওয়ার পর ক্রিকেটারদের বিমানের পরিবর্তে বাসে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সমালোচকদের দাবি ছিল, এটি তরুণ ক্রিকেটারদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেনি। এছাড়া খরচ কমানোর যুক্তিতে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট থেকে তৃতীয় আম্পায়ার ব্যবস্থা সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তও বিতর্ক তৈরি করে। ক্রিকেট মহলের একাংশ মনে করেছিল, এর ফলে প্রতিযোগিতার মান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির প্রধান প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে প্রকাশ্যে মতবিরোধের ঘটনায়। সূত্রের দাবি, অনূর্ধ্ব-১৮ স্তরের একটি ম্যাচে আম্পায়ার নিয়োগ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে, মদন ঘোষ নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আম্পায়ার পোস্টিংয়ে হস্তক্ষেপ করেছিলেন, যা নিয়ে আম্পায়ার মহলে অসন্তোষ তৈরি হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি সিএবির প্রশাসনিক স্তরেও পৌঁছে যায়। অভ্যন্তরীণ সূত্রের দাবি, এক বৈঠকে প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান যে, তিনি একাধিক সভাপতির অধীনে কাজ করেছেন এবং এর আগে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি। তিনি নাকি এটাও মনে করিয়ে দেন যে সিএবির সব পদাধিকারীই সম্মানসূচক পদে কাজ করেন এবং সেখানে ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের সম্পর্ক নয়, বরং পারস্পরিক সহযোগিতাই প্রধান বিষয়। এই ঘটনার পর আরও গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। দাবি করা হয়, উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মদন ঘোষ নাকি আম্পায়ার্স কমিটির প্রধানকে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য প্রকাশ্যে আসেনি, তবু ঘটনাটি সিএবির অভ্যন্তরে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ এবং প্রশ্ন দুটোই বাড়তে থাকে।

'আমার দল জীবন দেবে, আর্জেমিন্টেনার অসম্মান হতে দেব না'ঃ কোচ স্কালোনি

৩ জুন ঃ 'আমার দল জীবন দেবে, আর্জেঃটিনার অসম্মান হতে দেব না', বিশ্বযুদ্ধের আগে অকপট কোচ স্কালোনি বক্তা বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা কোচ। আমাদের প্রিপারেশন দারুণ চলছে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, টুর্নামেন্টে পারফর্ম করার জন্য যে টিম বেস লাগে, তা রয়েছে আমাদের। তা ছাড়া গত বারের স্কোয়াডের ষাট-সত্তর শতাংশ প্লেয়ার এবারও খেলবে। প্লেয়াররা একে অন্যকে জানলে-চিনলে একটা সুবিধা তো হয়ই। কারণ, ওরা তখন একে অন্যকে জানবে যে কী করতে পারে না পারে। কিছু ভুলত্রুটি থাকলে, সেটাও শুধরে নেওয়া যায় দ্রুত। আর্জেন্টিনা ছাড়াও বাদবাকি টিম ভালো ' বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্ট শুরুর সময় একশো শতাংশ ফর্ম-ফিটনেস-দক্ষতা নিয়ে পৌঁছনো সম্ভব হয় না। তবে আমাদের প্রিপারেশন মঃদ চলছে না। আমার বাবা এমন একজন মানুষ, যিনি কোনও কিছু নিয়ে ভয় পান না। যখন যা মনে হয়, সরাসরি বলে দেন।

ফের কার্লসেন-বধ প্রজ্ঞানন্দের! অসলোয় ইতিহাস গড়ে শিরোপার দৌড়ে ভারতীয় তারকা

অসলো,৩ জুন ঃ বিশ্ব দাবার মঞ্চে আরও একবার নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন ভারতের তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। নরওয়ের অসলোতে অনুষ্ঠিত মর্যাদাপূর্ণ নরওয়ে চেস টুর্নামেন্টে বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারিয়ে নতুন ইতিহাস গড়লেন তিনি। চলতি প্রতিযোগিতায় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কার্লসেনকে পরাজিত করলেন ভারতীয় তারকা, যা নরওয়ে চেসের ইতিহাসে এক অনন্য কীর্তি। মাত্র কয়েকদিন আগেই টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে কার্লসেনকে হারিয়ে চমক দিয়েছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। এবার অষ্টম রাউন্ডেও সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। নিজের দেশের মাটিতে খেললেও ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টারের বিরুদ্ধে আবারও পরাস্ত হতে হল সাতবারের নরওয়ে চেস চ্যাম্পিয়নকে। ম্যাচের শুরু থেকেই আত্মবিশ্বাসী এবং আক্রমণাত্মক ছঃদ দেখা যায় প্রজ্ঞানন্দকে। কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমেও তিনি প্রতিপক্ষের উপর চাপ তৈরি করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে ফর্মের সমস্যায় ভুগতে থাকা কার্লসেন শুরুতে বেশ কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ম্যাচ যত এগোয়, ততই বাড়তে থাকে চাপ। প্রজ্ঞানন্দের নিখুঁত পরিকল্পনা এবং ধারাবাহিক আক্রমণের সামনে ধীরে ধীরে রক্ষণাত্মক অবস্থানে চলে যেতে বাধ্য হন নরওয়ের কিংবদন্তি

দাবাড়ু। শেষপর্যন্ত চাপ সামলাতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে বসেন কার্লসেন। সেই সুযোগ হাতছাড়া করেননি ভারতীয় তারকা। দুর্দান্ত কৌশলে চেকমেট করে ম্যাচ নিজের নামে করে নেন তিনি। এই জয়ের ফলে প্রজ্ঞানন্দের পয়েঃট দাঁড়িয়েছে ১২। বর্তমানে তিনি টুর্নামেন্টের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন এবং শিরোপা জয়ের লড়াইয়েও শক্ত অবস্থানে আছেন। বাকি রাউন্ডগুলিতে ভালো ফল করতে পারলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল থাকবে তাঁর। এই জয়ের মাধ্যমে আরেকটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ডও নিজের নামে লিখে নিয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। নরওয়ে চেসের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় দাবা।ড় হিসেবে একই আসরে দু'বার ম্যাগনাস কার্লসেনকে হারানোর নজির গড়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিশ্বের অন্যতম সেরা দাবা।ড়র বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সাফল্য তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং পরিপক্কতার পরিচয় দিচ্ছে। কার্লসেনের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞানন্দের সাফল্যের গল্প অবশ্য নতুন নয়। ২০২৪ সালেও ক্লাসিক্যাল দাবায় বিশ্বকে চমকে দিয়ে কার্লসেনকে হারিয়েছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। সেই জয়ের পর থেকেই আন্তর্জাতিক দাবা মহলে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসেন ভারতীয় এই প্রতিভা। সময়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, প্রতিযোগিতার মঞ্চ বদলেছে, কিন্তু কার্লসেনের বিরুদ্ধে প্রজ্ঞানন্দের সাফল্যের ধারাবাহিকতা অটুট রয়েছে। তবে এত বড় জয় অর্জনের পরেও মাটিতেই পা রেখে চলছেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ম্যাগনাসের বিরুদ্ধে জিততে পারা অবশ্যই দারুণ অনুভূতি। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টুর্নামেন্টে ভালো ফল করা। আমি ম্যাগনাসকে হারিয়েছি, সেটা ভেবে আনন্দিত হলেও মূল লক্ষ্য টুর্নামেন্ট জেতা। প্রজ্ঞানন্দের এই মন্তব্যই তাঁর পেশাদার মানসিকতার প্রমাণ দেয়। ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে সামগ্রিক টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্যেই যে তিনি মনোযোগী, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর কথায়। যদিও প্রজ্ঞানন্দের জয় ভারতীয় দাবা সমর্থকদের আনন্দ দিয়েছে, একই দিনে হতাশার খবরও এসেছে। ভারতের আরেক শীর্ষ দাবাড়ু এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশ নিজের ম্যাচে পরাজিত হয়েছেন। ফলে ভারতীয় শিবিরে আনন্দদ ও হতাশার মিশ্র আবহ তৈরি হয়েছে।

তবুও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন প্রজ্ঞানন্দই। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ুকে একই টুর্নামেন্টে দু'বার হারিয়ে তিনি শুধু ইতিহাসই গড়েননি, বরং প্রমাণ করেছেন যে আগামী দিনের বিশ্ব দাবার অন্যতম বড় শক্তি হয়ে উঠছেন তিনি। এখন সকলের নজর তাঁর পরবর্তী ম্যাচগুলোর দিকে। শিরোপার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com